National
Resilience
Programme

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100




# স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম পরিচালনা সহায়িকা

## বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও পাইলটিং প্রকল্প

UKaid from the British people

Sweden Sverige

UN WOMEN United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNOPS

UNDP

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল

## বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

**বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ-বিষয়ক পাইলটিং প্রকল্প**

**ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এনআরপি): দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর**

# দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ মডিউল
## বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য

বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ-বিষয়ক পাইলটিং প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত

প্রকাশকাল ঃ ---------- ২০২০ ইং।

সার্বিক তত্ত্বাবধানে ঃ কায়সার রেজভি
ডিরেক্টর- হিউম্যানিটারীয়ান এন্ড রেজিলিয়েন্স
কেয়ার বাংলাদেশ।

সম্পাদনায় ঃ এস এম জগলুল রাজীব
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, এফপিপি
কেয়ার বাংলাদেশ।

মোঃ জাহিদ হোসেন
ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, এফপিপি
কেয়ার বাংলাদেশ।

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ মৃত্যুঞ্জয় দাস
সিনিয়র প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, হিউম্যানিটারীয়ান এন্ড রেজিলিয়েন্স
কেয়ার বাংলাদেশ।
এবং
এফপিপি টিম, কেয়ার বাংলাদেশ।

ঃ পলাশ মন্ডল
ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস স্পেশালিস্ট, ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এন.আর.পি)
ইউএনডিপি বাংলাদেশ।

ঃ মোঃ কামাল হোসেন
প্রকল্প ব্যবস্থাপক, ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (এন.আর.পি)
ইউএনডিপি বাংলাদেশ।

প্রচ্ছদ ও ছবি ঃ মোঃ জাহিদ হোসেন
ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, এফপিপি
কেয়ার বাংলাদেশ।

# সূচিপত্র


| | | |
|---|---|---|
| মডিউল প্রসঙ্গে | | |
| প্রশিক্ষণ কারিকুলাম | | |
| প্রশিক্ষণ সূচি | | |
| প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম | | |
| অধিবেশন ০১ | প্রারম্ভিক অধিবেশন / অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব / আমরা কারা? | |
| অধিবেশন ০২ | বাংলাদেশের বন্যা ঃ প্রকারভেদ, প্রস্তুতির ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো | |
| অধিবেশন ০৩ | স্বেচ্ছাসেবা এবং স্বেচ্ছাসেবক | |
| **অধিবেশন ০৪** | এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য | |
| **অধিবেশন ০৫** | বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ও প্রতিবন্ধীতা: বিবেচ্য বিষয়াবলী | |
| অধিবেশন ০৬ | দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এবং কার্যকর পূর্বাভাসে ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল | |
| অধিবেশন ০৭ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - সন্ধান ও উদ্ধার | |
| অধিবেশন ০৮ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - প্রাথমিক চিকিৎসা ও রেফারেল | |
| অধিবেশন ০৯ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান মানবিক সহায়তা কার্যক্রম | |
| অধিবেশন ১০ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা (শেল্টার ম্যানেজমেন্ট) ও পূণর্বাসন কার্যক্রম | |
| প্রশিক্ষণ উত্তর কার্যক্রম | | |
| | | |

# মডিউল প্রসঙ্গে

মডিউল ব্যবহারকারী

ন্যশনাল রেজিলিয়েন্স প্রকল্প: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এর আওতায় কেয়ার বাংলাদেশের বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি সম্প্রসারণ-বিষয়ক পাইলটিং প্রকল্প, কেয়ার বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত
- এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মীগণ হবেন এই মডিউলের ব্যবহারকারী।

অংশগ্রহনকারী

এই প্রশিক্ষনে অংশগ্রহন করবেন বাংলাদেশের বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির পাইলটিং ও সম্প্রসারণ প্রকল্প- এর কর্ম এলাকার ইউনিয়ন পর্যায়ের দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকগন।

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

অংশগ্রহণকারীদের ধরন, প্রশিক্ষণের সময়কাল, প্রশিক্ষণের সম্ভাব্য ভেন্যু বিবেচনা করে কিছু কার্যকর অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির সাহায্যে কোর্সটি পরিচালিত হবে।

পদ্ধতিসমূহ

- মস্তিষ্ক ঝড়
- বক্তৃতা আলোচনা
- প্রদর্শন
- উন্মুক্ত আলোচনা
- ছোট দলে আলোচনা
- করে শিখা
- অনুশীলন

উপকরণ

হোয়াইট বোর্ড, বোর্ড, হোয়াইট বোর্ড মার্কার, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, ফ্লিপচার্ট, ভিপকার্ড, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, ল্যাপটপ

# এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক প্রশিক্ষণ

## ২ (দুই দিন)

### প্রথম দিন

| ক্রঃ নং | প্রশিক্ষনের বিষয় | প্রত্যাশিত ফলাফল | তথ্যসূত্র / রেফারেন্স | সময় |
|---|---|---|---|---|
| ১ | প্রারম্ভিক সেশন / অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব / আমরা কারা? | - প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী একে অন্যের সম্পর্কে জানতে পারবে<br>- প্রত্যেকে প্রত্যেকের সবল ও উন্নতির দিকগুলো চিহ্নিত করতে এবং বলতে পারবে | | ৩০ মিনিট |
| ২ | বাংলাদেশের বন্যা ঃ প্রকারভেদ, প্রস্তুতির ঘাটতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো | - বাংলাদেশের বিভিন্ন ধরণের বন্যা সম্পর্কে বলতে পারবেন।<br>- বাংলাদেশের বন্যার ইতিহাস সম্পর্কে বলতে পারবে।<br>- জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে বন্যা ঝুঁকি বাড়াবে সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করবেন।<br>- বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা তৈরি হবে।<br>- বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিদ্যমান ঘাটতি ও করণীয় সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করবেন।<br>- বন্যা কিভাবে নারী, কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারী উপর ভিন্ন প্রভাব রাখে, সে সম্পর্কে জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন। | | ১ ঘন্টা |
| | **চা-বিরতি** | | | ১৫ মিনিট |
| ৩ | স্বেচ্ছাসেবা এবং স্বেচ্ছাসেবক | - স্বেচ্ছাসেবা কি, সমাজ গঠন ও পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে এবং বলতে পারবে<br>- স্বেচ্ছাসেবায় বিশেষ অবদান রাখা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারবে<br>- স্বেচ্ছাসেবক কারা? এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক কি (কাজের ধরণ) এবং কারা (গঠন প্রনালী)?<br>- স্বেচ্ছাসেবায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, বাঁধা ও ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।<br>- জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক নির্দেশিকা / দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী সম্পর্কে জানতে পারবে<br>- স্বেচ্ছাসেবা কার্যক্রমের বাঁধা এবং উত্তরনের উপায় সম্পর্কে জানতে ও বলতে পারবে | | ৪৫ মিনিট |
| ৪ | এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য | - এফপিপি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে<br>- বাংলাদেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জানতে পারবে<br>- এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো চিহ্নিত করতে পারবে<br>- স্বেচ্ছাসেবায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহনের বাঁধা উত্তরনে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা সম্পর্কে জানতে পারবেন।<br>- আগাম বার্তা ভিত্তিক পূর্বাভাস কি তা বুঝতে ও বলতে পারবে। | | ৪৫ মিনিট |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - আগাম বার্তা ভিত্তিক পূর্বাভাস কেন প্রয়োজন তা বুঝতে ও প্রয়োগ করতে পারবে।<br>- ইউনিয়ন তথ্যকেন্দ্রে আগাম বার্তা–ভিত্তিক বন্যা পূর্বাভাস সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করার মাধ্যম চিহ্নিত করতে পারবে এবং সমন্বয় কৌশল চিহ্নিত করে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারবে। | | |
| **নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি** | | | | ৪৫ মিনিট |
| ৫ | বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ও প্রতিবন্ধীতা: বিবেচ্য বিষয়াবলী | - জেন্ডার কি?<br>- জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্যতা সম্পর্কে ধারণা<br>- অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিতে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশের উপায়গুলো কি?<br>- প্রতিবন্ধীতা কি? প্রতিবন্ধীতার ধরনগুলো কি কি?<br>- অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিতে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ কী? | | ১ ঘন্টা |
| ৬ | দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ | - আইডাব্লিউএফএম কর্তৃক প্রণীত ডায়নামিক ফ্ল্যাড রিস্ক মডেল সম্পর্কে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে পারবে<br>- আইডাব্লিউএফএম কর্তৃক প্রণীত এফপিপি মডেল থেকে প্রাপ্ত আগাম সতর্কবার্তা অংশগ্রহনকারীগন সঠিকভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে<br>- নারী, কিশোরী, শিশু ও প্রতিবন্ধীতা বান্ধব আগাম সতর্কবার্তা অনুধাবণ, প্রচার ও তাঁদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণের কলকৌশল জানতে এবং প্রয়োগ করতে পারবেন<br>- আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে ব্যবহৃত বিশেষায়ীত সরঞ্জাম সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার করতে পারবে | | ৪৫ মিনিট |

## দ্বিতীয় দিন

| ক্রঃ | প্রশিক্ষনের বিষয় | প্রত্যাশিত ফলাফল | তথ্যসূত্র / রেফারেন্স | সময় |
|---|---|---|---|---|
| | বিগত দিনের প্রশিক্ষণের মূল্যায়ন | - প্রশিক্ষনার্থীগন স্ব স্ব অভিজ্ঞতার আলোকে গত দিনের আলোচনার মূল বিষয়গুলো সকলের সামনে উপস্থাপন করতে পারবে। | | ৩০ মিনিট |
| **চা-বিরতি** | | | | ১৫ মিনিট |
| ৭ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - চাহিদা নিরূপণ, সন্ধান ও উদ্ধার | - অংশগ্রহণকারীগণ চাহিদা নিরূপনের উদ্যেশ্যে (নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক) জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পদ্ধতি ও টুলস, সন্ধান ও উদ্ধার পদ্ধতি সম্পর্কে জানতে পারবে<br>- ইউডিএমসি এবং ডাব্লিউডিএসি কার্যক্রমের সঙ্গে সমন্বয় ও সহয়তা কৌশল চিহ্নিত করে তার প্রয়োগ ঘটাতে পারবে | | ১ ঘন্টা |
| ৮ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - প্রাথমিক চিকিৎসা ও রেফারেল | - প্রাথমিক চিকিৎসা কি এবং কেন করা হয় তা বুঝতে পারবে? | | ৪৫ মিনিট |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | - প্রাথমিক চিকিৎসার সুবিধা এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে বুঝতে পারবে।<br>- বন্যাজনিত প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের প্রাথমিক প্রায়োগিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।<br>- চিকিৎসা ব্যবস্থায় রেফারেল সম্পর্কে জানতে পারবে। স্থানীয় পর্যায়ে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানকারী সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলো চিহ্নিত করতে পারবে<br>- প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও রেফারেল সেবা পরবর্তী ধাপগুলো চিহ্নিত করতে পারবে এবং একটি কর্মকৌশল তৈরী করতে পারবে। | | |
| **নামাজ ও দুপুরের খাবার বিরতি** | | | | ৪৫ মিনিট |
| ৯ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান- মানবিক সহয়তা কার্যক্রম | - বাংলাদেশ সরকারের মানবিক সহয়তা কার্যক্রম ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে (জাতীয় পর্যায় থেকে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত)<br>- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের মানবিক সহয়তা কার্যক্রমে সরকারী ও সিএসওদের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে এবং একটি কর্মকৌশল তৈরী করতে পারবে | | ৪৫ মিনিট |
| ১১ | দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও বিল্ড-ব্যাক বেটার নীতিতে পূণর্বাসন ও পুনর্গঠন কার্যক্রম | - আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, পুনরুদ্ধার ও পূনর্বাসন কার্যক্রম কি এবং কেন প্রয়োজন?<br>- মূল ভুখন্ড ও চর এলাকার আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে পারবে। অবস্থানগত দিক থেকে বেড়ীবাঁধের ভিতরে এবং বাইরের ঘরবাড়ীর সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে বলতে পারবে।<br>- ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পূণর্বাসন কার্যক্রমে সমন্বয়ের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করতে পারবে এবং একটি কর্মকৌশল তৈরী করতে পারবে<br>- নারী ও কিশোরীদের হাইজিন ব্যবস্থাপনা, জেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্স প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিসহ এ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান উন্নয়ন করতে পারবেন | | ৪৫ মিনিট |

## প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

### অধিবেশন-০১: প্রারম্ভিক সেশন / অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব / আমরা কারা?

স্থিতি ঃ ১ ঘণ্টা
বিষয়বস্তুসমূহ ঃ প্রাক-প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (প্রারম্ভিক সেশন / অংশগ্রহণকারীদের পরিচিতি পর্ব / আমরা কারা?)
উদ্দেশ্য ঃ রেজিস্ট্রেশন
উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা
পরিচিতি ও জড়তা মোচন

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা- প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন
পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হবেন
প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা চিহ্নিত করতে পারবেন
প্রশিক্ষণের নীতিমালা নির্ধারণ করতে সক্ষম হবেন

পাঠ পরিচালনা সহায়িকা:

| অধিবেশন | আলোচ্য বিষয় | পদ্ধতি | উপকরণ |
|---|---|---|---|
| ১ | উদ্বোধন ও প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা | আলোচনা, মতামত উপস্থাপন | উদ্দেশ্য লেখা চার্ট |
| ২ | পরিচিতি ও জড়তা মোচন | উদ্দীপক খেলা | শুভেচ্ছা কার্ড |
| ৩ | প্রত্যাশা ও নীতিমালা | ধারণা প্রকাশ, আলোচনা | ফ্লিপচার্ট (বোর্ড ও কাগজ), মার্কার নীতিমালা লেখা চার্ট |

সেশন পরিচালনা প্রক্রিয়া:

**ধাপ: ১**

প্রশিক্ষক প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের স্বাগত শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু করবেন এবং সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলবেন, এই প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানাই। এই প্রশিক্ষণে আপনারাই সবচেয়ে বড় সম্পদ। আপনাদের অভিজ্ঞতা দিয়ে অংশগ্রহণ করলে অবশ্যই এই প্রশিক্ষণ সফল হবে। এই প্রশিক্ষণ সফল হোক ও সার্থক হোক। এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য আবার আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

**ধাপ: ২**

এরপর যিনি কোর্স উদ্বোধন করবার জন্য উপস্থিত থাকবেন প্রশিক্ষক তাকে কোর্স উদ্বোধন করতে অনুরোধ জানাবেন। উপস্থিত অতিথি কোর্স উদ্বোধন করবেন। যদি বাইরের কোনো অতিথি কোর্স উদ্বোধন করবার জন্য উপস্থিত না থাকেন তাহলে যে সংস্থায় প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে সেই সংস্থার কোনো উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে দিয়ে কোর্স উদ্বোধন করা যেতে পারে। কিংবা প্রশিক্ষক নিজেই কোর্সের উদ্বোধন ঘোষণা দিতে পারেন।

**ধাপ: ৩**

প্রশিক্ষক এই প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য (সহায়ক উপকরণ সংযুক্ত) ব্যাখ্যা করে পরবর্তী কাজ শুরু করবেন।

**ধাপ: ৪**

প্রশিক্ষক এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীদের পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে জড়তা মোচনের উদ্যোগ নেবেন। প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে ছোট আকারের ৫টি করে কার্ড দেবেন এবং প্রত্যেককে নিজ কার্ডে নিজের নাম স্বাক্ষর করতে বলবেন। এরপর প্রশিক্ষণার্থীরা নিজ আসন ছেড়ে উঠে প্রত্যেকে অন্য আরেকজন অংশগ্রহণকারীর সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করবেন। শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় নিজ স্বাক্ষর সম্বলিত শুভেচ্ছা কার্ডটি সতীর্থকে উপহার দেবেন। প্রশিক্ষক ৫ মিনিট পর সবাইকে থামতে অনুরোধ জানাবেন। এই পর্যায়ে অংশগ্রহণকারীরা প্রত্যেকে সাথি হিসাবে এমন একজনকে খুঁজে নেবেন যার সঙ্গে তিনি এইমাত্র শুভেচ্ছা ও কার্ড বিনিময় করেননি। প্রশিক্ষক এই কাজের জন্য আড়াই মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এই আড়াই মিনিট সময়ে প্রত্যেক জোড়া নিজ সাথি সম্পর্কে জানবেন। নির্দিষ্ট সময় পর প্রশিক্ষক প্রত্যেক জোড়াকে নিজ নিজ সাথির সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিতে অনুরোধ জানাবেন। প্রত্যেকের পরিচয় দেওয়ার সময় তার যে -কোনো একটি দক্ষতার কথা উল্লেখ করবেন। পরিচিতির পুরো প্রক্রিয়াটির

সঙ্গে প্রশিক্ষক নিজেও অংশগ্রহণ করবেন। সবার পরিচয় দেওয়া শেষ হলে প্রশিক্ষক বলবেন, এখানে আমরা দেখলাম উপস্থিত সবাই বিশেষ দক্ষতাসম্পন্ন মানুষ। এই দক্ষতাই আমাদের কাজের সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালন করবে।

ধাপ: ৫

এরপর প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানতে চাইবেন, এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কী প্রত্যাশা করেন। প্রশিক্ষক বলবেন অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা মতোই এই প্রশিক্ষণটি সাজানো হবে এবং প্রশিক্ষণের শেষে পরিমাপ করে দেখা হবে সবার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে কিনা। অর্থাৎ এই প্রশিক্ষণ থেকে অংশগ্রহণকারীরা কী জানতে চান সেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণের প্রত্যাশা যাচাইয়ের জন্য শিকড়সহ একটি বড় গাছ আঁকা ব্রাউন পেপার অংশগ্রহণকারীদের সামনে টাঙাবেন এবং অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ জানাবেন পাশাপাশি দুইজন আলোচনা করে নির্ধারণ করতে এই প্রশিক্ষণ থেকে তারা কী জানতে চান। তারপর প্রশিক্ষক গাছের উপরে ডালপাতার ভেতর অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশাগুলো লেখার আহ্বান জানাবেন। এরপর প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বলবেন আমরা প্রত্যেকেই প্রশিক্ষণ থেকে কিছু অর্জন করতে বা শিখতে এসেছি। আমাদের শেখার বিষয়টি নির্ভর করবে সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার ওপর। কাজেই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কিছুনিয়ম বা নীতিমালা প্রণয়নের প্রয়োজন রয়েছে। অংশগ্রহণকারীদের মতামত নিয়ে গাছের শিকড়ে প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ লিখবেন। প্রশিক্ষক বলবেন আমরা যদি আমাদের প্রত্যাশা অর্জন করতে চাই তাহলে নীতিমালা মেনে চলতে হবে। শেকড়ে লেখা নীতিমালা না মেনে চলা অর্থ হচ্ছে ভালো ফল না পাওয়া। সহায়ক আগে লিখে আনা প্রশিক্ষণ নিয়মনীতিও অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে বিনিময় করতে পারেন। সবশেষে প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের এই অধিবেশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানাবেন এবং সেই সঙ্গে প্রশিক্ষণ সূচি সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

প্রশিক্ষণের অংশগহণকারীদের প্রত্যাশা ও নিয়মনীতি

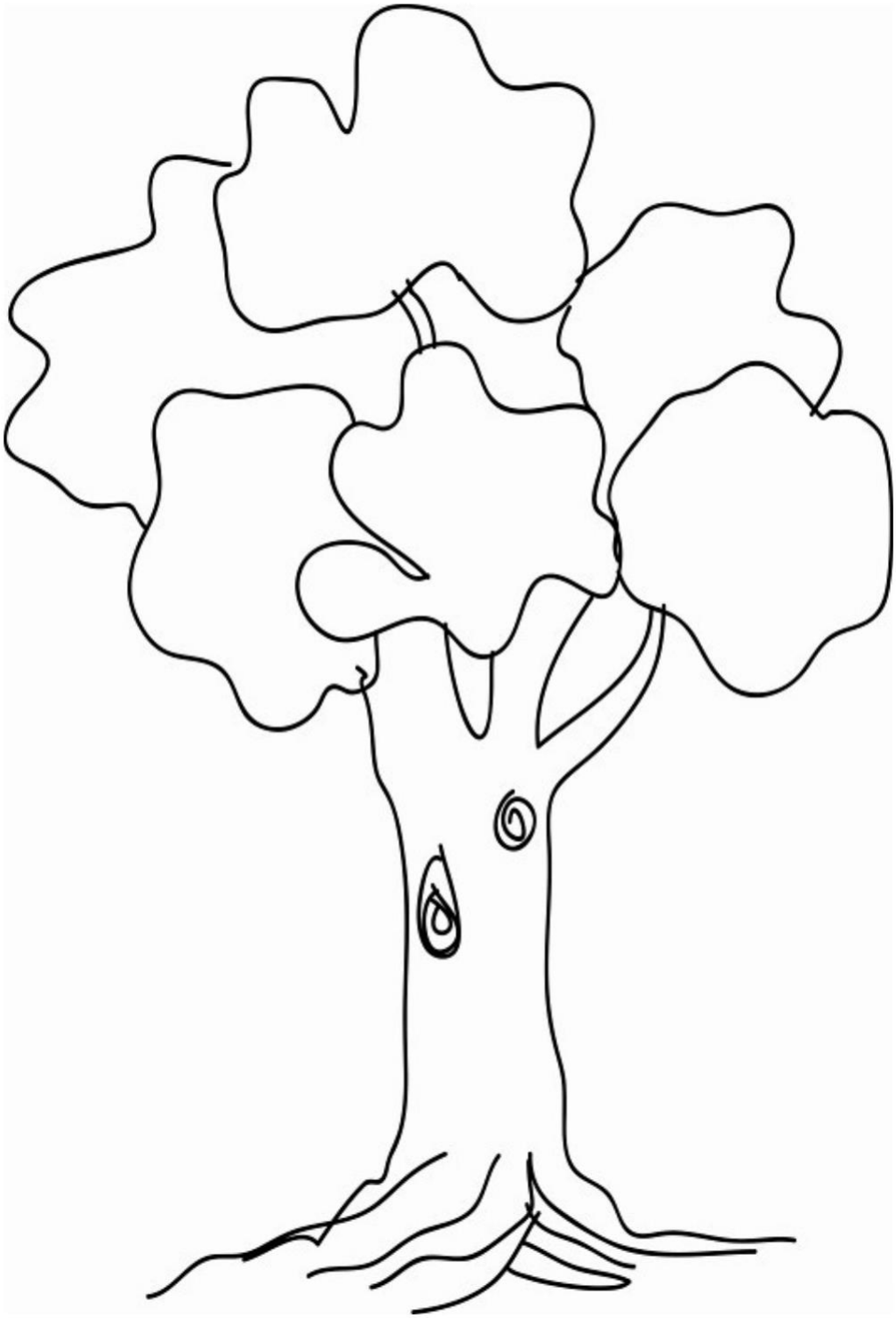

প্রশিক্ষণ নিয়মনীতি

১. সময়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকব

২. অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দেব

৩. অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রয়োজনীয় বা অতিরিক্ত কথা বলব না

৪. জরুরি কাজ ছাড়া প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে যাব না

৫. একসঙ্গে ২জনের বেশি প্রশিক্ষণ কক্ষের বাইরে যাব না

৬. একসঙ্গে কথা না বলে একে একে কথা বলব

৭. কথা বলার জন্য হাত তুলে অনুমতি নেবপাশাপাশি কথা বলব না কিংবা ফিসফিস করব না

৮. বুঝতে না পারলে প্রশ্ন করে জেনে নেব

৯. ধৈর্য ও আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করব

১০. সবাই যাতে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখব

১১. আলোচনা মনোযোগ সহকারে শুনব এবং প্রক্রিয়ায় সক্রিয় থাকব।

**অধিবেশন-০১: বাংলাদেশের বন্যা, প্রকারভেদ, ঝুঁকির কারণ, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, ইতিহাস, ক্ষয়ক্ষতি ও অন্যান্য প্রভাব এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো**

**বিষয়বস্তু- ২.১.১** বন্যা সম্পর্কে ধারণা, প্রকারভেদ, বাংলাদেশের ঝুঁকির কারণ, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি এবং নদী ভাঙন ঝুঁকি কমানোর উপায় বন্যা কিভাবে নারী, কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারী উপর ভিন্ন প্রভাব রাখে, সে সম্পর্কিত আলোচনা যুক্ত করতে হবে

**উদ্দেশ্য:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ বন্যা, প্রকারভেদ, বাংলাদেশের ঝুঁকির কারণ, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি এবং নদী ভাঙনঝুঁকি কমানোর উপায় এবং বন্যা কিভাবে নারী, কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারী উপর ভিন্ন প্রভাব রাখে, সে সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

**পদ্ধতি:** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, মানচিত্র, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়:** ৪৫ মিনিট

**উপকরণ:** বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

**পাঠ প্রক্রিয়া**

ধাপ–১ : সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।

ধাপ–২: প্রশ্ন করে বন্যা ও বন্যার প্রকারভেদ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

<u>বন্যা</u>

আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগসমূহের মধ্যে বন্যা অন্যতম এবং নিয়মিত ঘটনা। বাংলাদেশের মানুষ সুদূর অতীত থেকে বন্যার সঙ্গে পরিচিত। মাঝে মাঝে তীব্র আকারের বন্যা এদেশের মানুষের জীবন যাত্রা, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং অন্যান্য অবকাঠামো মারাত্মকভাবে বিপর্যস্ত করে। সাধারণভাবে বন্যা বলতে আমরা বুঝে থাকি যে, স্বাভাবিক সময়ে যেসব এলাকা শুকনো থাকে, সেসব এলাকা হঠাৎ প্লাবিত হলে তাকে বন্যা বলে।

বাংলাদেশে বন্যার সংজ্ঞা স্বতন্ত্র। বর্ষাকালে যখন নদী, খাল, বিল, হাওর ও নিচু এলাকা ছাড়িয়ে সমস্ত জনপদ পানিতে ভেসে যায় এবং ফসল, ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট, সহায়-সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করে, তখন তাকে বন্যা বলে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যার সঙ্গে ফসলের একটা সম্পর্ক রয়েছে।

অর্থাৎ বন্যা বলতে বোঝায় অস্বাভাবিক পানির প্রবাহ, যা প্লাবন মুক্ত ভূমিকে প্লাবিত করে এবং জান ও মালের ক্ষতি সাধন করে।

**বন্যা** তুলনামূলকভাবে পানির উচ্চ প্রবাহ, যা কোন নদীর প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম তীর অতিক্রম করে ধাবিত হয়। তীর ছাড়িয়ে পানি আশপাশের সমভূমি প্লাবিত করলে সাধারণত জনগণের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। প্লাবনভূমি যেহেতু মানুষের কাঙ্খিত ও কৃষিকাজের সহায়ক, তাই বন্যাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখা ও এর ক্ষয়ক্ষতি যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যায় তা লক্ষ্য করা জরুরী।

**বন্যার কারণ**

বাংলাদেশে বন্যা নিয়মিত প্রাকৃতিক ঘটনা হলেও এর তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলছে। বাংলাদেশে বন্যার কারণসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হল।

- উজানের দেশসমূহ থেকে আসা প্রচুর পানি

- দেশের প্রধান তিনটি নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা) অববাহিকায় একসঙ্গে পানি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাতের সংমিশ্রণে স্বল্প সময়ে অধিক পানির চাপ
- নদী, খাল, জলাশয়ের তলদেশ ভরাট হয়ে পানি ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া
- অপরিকল্পিত বাঁধ, সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণের ফলে পানি প্রবাহে বাঁধা পাওয়া
- উজানের বনাঞ্চল কেটে ধ্বংস করা
- বিশ্ব জলবায়ু পরিবর্তন

**বন্যার প্রকারভেদ**

সাধারণত বাংলাদেশে চার ধরনের বন্যা দেখা যায়। নিম্নে এগুলো আলোচনা করা হল।

**ক. আকস্মিক বন্যা:** উজানের অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে নদীর পানির উচ্চতা হঠাৎ বেড়ে যে বন্যা হয় তাকে আকস্মিক বন্যা হয়। এই বন্যার পানি সাধারণত দীর্ঘ সময় স্থায়ী হয় না। হঠাৎ করে আবির্ভূত হয় আবার দ্রুত গতিতে হ্রাস পায়। এই বন্যা পাহাড়ের পাদদেশে দেখা দেয় এবং এখানকার অধিবাসীদের যথেষ্ট ক্ষয়-ক্ষতি করে। সাধারণত বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (এপ্রিল-মে) মাসে বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে এই ধরনের বন্যা দেখা দেয়।

**খ. অধিক বৃষ্টিপাত জনিত বন্যা:** বর্ষা মৌসুমে দীর্ঘসময় ধরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের ফলে এ ধরনের বন্যার সৃষ্টি হয়। কারণ স্থানীয় নিষ্কাশন ব্যবস্থা অনেক সময় বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন করতে সক্ষম হয় না। এ জাতীয় বন্যা প্রতিবছর আষাঢ়-ভাদ্র (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মাসে হয়ে থাকে।

**গ. প্রধান প্রধান নদীর মৌসুমী বন্যা:** বর্ষা মৌসুমের শুরুতেই বিভিন্ন নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিনটি বড় নদীর পানি সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে লোকালয়ে প্লাবিত হয়ে প্রকট বন্যার সৃষ্টি করে। আষাঢ়-ভাদ্র মাসে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) মাসে এই ধরনের বন্যা হয়।

**ঘ. জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা:** বৃষ্টিপাতের কারণে বঙ্গোপসাগরের পানি বৃদ্ধি পায় এবং একই সঙ্গে ভরা কাটালের জোয়ারের মিশ্রিত পানি উপকূলীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে যে বন্যার সৃষ্টি হয় তা-ই জলোচ্ছ্বাস জনিত বন্যা। সাধারণত বৈশাখ-আশ্বিন (এপ্রিল-অক্টোবর) মাসে এই ধরনের বন্যা হয়।

ধাপ–৩: এই পর্যায়ে আবারো প্রশ্ন করে বাংলাদেশের ঝুঁকির কারণ, বন্যাপ্রবণ অঞ্চলসমূহ, ইতিহাস ও ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো পরিষ্কার করুন।

**বন্যার প্রধান কারণসমূহ**

- উত্তরের উজান দেশগুলো থেকে আসা প্রচুর পানি (প্রায় ৯৫ ভাগ পানি) ভাটির দেশ বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পড়ে।
- দেশের প্রধান তিনটি নদী অববাহিকায় একসঙ্গে পানি বৃদ্ধি এবং অভ্যন্তরীণ বৃষ্টিপাতের সংমিশ্রণ।
- অল্প সময়ে অধিক পানির চাপ।
- নদী, খাল, জলাশয়ের তলদেশ ভরাট হয়ে যায়।
- নদী পথের গতি পরিবর্তন হওয়া।
- নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়া ।
- পানি প্রবাহে/নিষ্কাশনে বাধা।

মোট ক্যাচমেন্ট/বেসিন /পানিপ্রবাহ উৎস এলাকা-১৭.২ লক্ষ বর্গ কি.মি.

- যথোপযুক্ত বাঁধের অভাব।
- অপরিকল্পিত বাঁধ/রাস্তা নির্মাণ।
- উজানের বনাঞ্চল উজাড় হয়ে যাওয়া।
- অপরিকল্পিত উন্নয়ন ও দ্রুত নগরায়ন।

বন্যা কিভাবে নারী, কন্যা শিশু, প্রতিবন্ধী নারী ও অন্যান্য প্রান্তিক নারীর উপর ভিন্ন প্রভাব রাখে, সে সম্পর্কিত পয়েন্ট ও বাস্তবতা থেকে কিছু উদাহরণ এখানে যুক্ত করতে হবে।

**বন্যা ঝুঁকিপ্রবণ অঞ্চল**

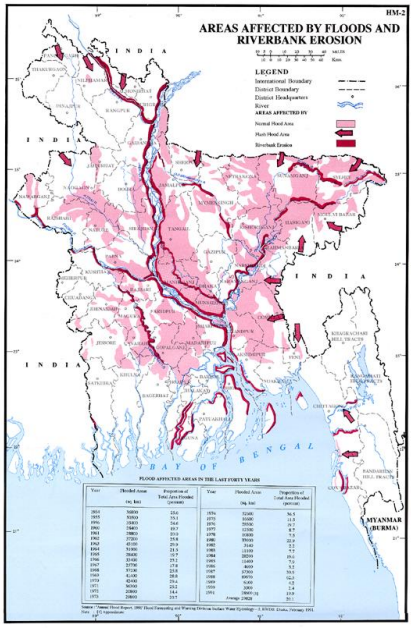


- বাংলাদেশের প্রায় ৪০টি জেলা বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ।
- দেশের উত্তর ও মধ্যাঞ্চল মৌসুমি বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। যেমন: কুড়িগ্রাম, জামালপুর, গাইবান্ধা, সিরাজগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারিপুর, শরিয়তপুর ইত্যাদি।
- অন্যদিকে দেশের উত্তর -পূর্বাঞ্চল আকস্মিক বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ। যেমন: সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ইত্যাদি।
- এছাড়াও দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বেশ কয়েকটি জেলা অতিরিক্ত জোয়ারজনিত বন্যার জন্য ঝুঁকিপ্রবণ।

**প্রাকৃতিক কারণ সমূহ:**

- নদীর গতিপথ পরিবর্তন হলে
- পলি পরে ভরাট হয়ে যাওয়ার কারণে পাড়ের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে
- অতিবৃষ্টি হয়ে নদীর পাড়ে ফাটল ধরে, ঢেউয়ের আঘাতে
- নদীতে চর সৃষ্টি হলে স্বাভাবিক গতি বাধাগ্রস্ত হলে
- জোয়ার ভাটার কারণে
- বন্যার অতিরিক্ত পানি প্রবাহ
- নদী অনেক শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে পড়লে।

**মানব সৃষ্ট কারণ:**

- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের কারণে
- আড়াআড়িভাবে বাঁধ নির্মাণ করে গতিরোধ করা হলে
- অপরিকল্পিত নির্মাণ কাজ পানি নিষ্কাশনে বাধা সৃষ্টি করে
- গাছ ও বনাঞ্চল নিধনের ফলে
- শহর রক্ষা বাঁধ দিলে
- অযৌক্তিক ড্রেজিং ও ড্রেজিং না করার ফলে
- ফেরি ও জাহাজের অতিরিক্ত গতিও নদী ভাঙনের জন্য দায়ী
- স্লুইস গেইট নির্মাণ করে সঠিক পরিচালনা না করলে
- চরের গাছ ও কাশবন ধ্বংসের ফলে ।

**বন্যা ঝুঁকি কমানোর উপায়:**

নদীমাতৃক বাংলাদেশে বর্ষাকাল যেন তার রাজত্ব বিস্তার করে। নদী-নালা, খাল-বিল ছাপিয়ে বর্ষার পানি তলিয়ে দেয় বসতবাড়ি, জমি-জমা, জনপদ। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢল যেন বন্যায় রূপ নেয়। প্লাবিত হয় আমাদের আশপাশ। পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করে দুর্ভোগ বাড়ায়। ফলে প্লাবিত অঞ্চলের মানুষকে দুর্বিষহ জীবন কাটাতে হয়।

প্রাকৃতিক এ দুর্যোগ থেকে রক্ষা পেতে পূর্বপ্রস্তুতি নিতে হয়। বন্যার ভয়াবহতা বাড়ার সাথে সাথে কিছু করণীয় সম্পর্কে জানতে হয়। আগেই জেনে নিন বন্যা মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে-

- বন্যার আগাম সতর্কবার্তা ভালোভাবে জনা ও করণীয় সম্পর্কে বুঝা
- আগে থেকেই বাড়ির ভিটা, নলকূপ, টয়লেট যত দূর সম্ভব উঁচু করতে হবে। এক্ষেত্রে অতীতের বন্যার পানির উচ্চতার মাত্রা মনে রাখতে হবে।
- বাড়ির চারপাশে ঢেউ প্রতিরোধ করার জন্য ঢোলকলমি, কাশিয়া, দুর্বাঘাস ও বনজ-ফলজ অন্যান্য ভাঙ্গন প্রতিরোধক গাছ লাগানো।
- বন্যার আগে ঘরের বেড়া ও চালা শক্ত, মজবুত করা
- বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র ও অন্যান্যসেবা এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সার্বিক তথ্য অবগত থাকা
- শস্য ও বীজ সংরক্ষণের জন্য নিরাপদ স্থানে মাচা তৈরি করতে হবে। গৃহপালিত পশু নিরাপদ স্থানে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে।
- বন্যার কথা মাথায় রেখে ঘরে অবশ্যই অন্যান্য খাদ্যশস্যেও পাশাপাশি কিছু শুকনো খাবার বিশেষ করে চাল, ডাল, মুড়ি, চিড়া, গুড়, আটা এবং শিশুদের জন্য বিস্কুট, গুড়া দুধ ইত্যাদি সংরক্ষণ করতে হবে। বিশুদ্ধ খাবার পানি সংরক্ষণের জন্য চৌবাচ্চার ব্যবস্থা করতে হবে। বস্তা, মাটির পাতিল, কণসি, ডাবর বা জালা ইত্যাদিতে জরুরি খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়; তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে বন্যার পানি উঠে খাদ্যসামগ্রীগুলো নষ্ট না করে।
- সহজে বহনযোগ্য চুলা ও রান্না করার জন্য শুকনো জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হবে। পানিবাহিত বিভিন্ন রোগের ওষুধ এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সরঞ্জাম সংরক্ষণ করতে হবে।
- বৃদ্ধ, শিশু, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও গর্ভবতী নারীর ওপর বিশেষ নজর দিতে হবে। এছাড়া প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বিশেষ করে টাকা-পয়সা, জমির দলিল, শিক্ষা সনদ নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।
- বন্যার দূষিত পানি পান করা যাবে না। পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করে পানি পান করতে হবে। বন্যার পানিতে গোসল করা, জামা-কাপড় ধোয়া যাবে না।
- বন্যা পরিস্থিতিতে অবশ্যই নিকটস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যেতে হবে। পার্শ্ববর্তী দ্বিতল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সাময়িক আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।
- অন্যের বিপদে হাত বাড়িয়ে দিতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত ঘর-বাড়ি মেরামত করতে হবে। বাড়ির আঙিনা থেকে ময়লা-আর্বজনা পরিষ্কার করতে হবে। পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালি মেরামত করতে হবে।

## প্রাতিষ্ঠানক কাঠামো

বন্যা একটি পরিচিত আপদ যা সংঘটিত হয়ে পরবর্তীতে দুর্যোগে রূপ নেয় এবং এটিকে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো রয়েছে, যা নিম্নরূপ-

**দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতিকাঠামো ঃ**

- জাতীয় নীতিকাঠামো
  - দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন ২০১২
  - জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১৫
  - জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০
  - দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি ২০১৯
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিভাষা
- দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা

**জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ঃ**

- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
- আন্তঃমন্ত্রনালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা উপদেষ্টা কমিটি
- দুর্যোগঝুঁকি হ্রাসে জাতীয় প্লাটফরম

- জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ
- বিশেষ আবহাওয়া বুলেটিন/ দুর্যোগ সতর্কবার্তা দ্রুত প্রচার ও কৌশল নির্ধারণ কমিটি
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এনজিওসমূহের সমন্বয় কমিটি
- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপণ কমিটি
- দুর্যোগ পূর্বাভাসভিত্তিক সাড়াদান টাস্কফোর্স

**স্থানীয় পর্যায়ে দুর্যোগঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সমন্বয় ঃ**

- বিভাগীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি
- ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

**এছাড়া জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় গ্রুপ রয়েছে।**

## অধিবেশন-০৩: স্বেচ্ছাসেবা এবং স্বেচ্ছাসেবক

বিষয়বস্তু- ১.১ স্বেচ্ছাসেবক সম্পর্কে ধারণা

বিষয়বস্তু- ১.২ স্বেচ্ছাসেবার গুরুত্ব/প্রয়োজনীয়তা

বিষয়বস্তু- ১.৩ আদর্শ স্বেচ্ছাসেবকের বৈশিষ্ট্য

বিষয়বস্তু- ১.৪ স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আচরণবিধি

- স্বেচ্ছাসেবায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ, বাঁধা ও ভূমিকা বিষয়ক আলোচনা যুক্ত করতে হবে

উদ্দেশ্য : এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ স্বেচ্ছাসেবক, প্রয়োজনীয়তা, বৈশিষ্ট্য এবং আচরণবিধি সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

পদ্ধতি: মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, কবিতা পাঠ ও গল্প বলা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

সময়: ১ ঘণ্টা

উপকরণ: বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

পাঠ প্রক্রিয়া

ধাপ-১ : অংশকারীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।

ধাপ-২ : সেশনের শুরুতে নিচের কবিতাটি পাঠ করার জন্য একজন উৎসাহি অংশগ্রহণকারীকে আমন্ত্রণ জানান।

**মানুষের সেবা**

– আবদুল কাদির

"হাশরের দিন বলিবেন খোদা–হে আদম সন্তান!
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান।
মানুষ বলিবে–তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার?
বলিবেন খোদা– দেখ নি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি শুশ্রুষা করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে।

খোদা বলিবেন– হে আদম সন্তান!
আমি চেয়েছিনু ক্ষুধায় অন্ন, তুমি কর নাই দান।
মানুষ বলিবে– তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু?
বলিবেন খোদা–ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে তাহা যদি খাওয়াইতে তারে।

পুনরায় খোদা বলিবেন– শোন হে আদম সন্তান!
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিনু আমি, করাওনি জল পান।
মানুষ বলিবে–তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি?
বলিবেন খোদা–তৃষ্ণার্ত তোমা ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি তাহা পাইতে আমার পাশে।"

ধাপ-৩ : কবিতাটি পাঠ শেষে এই কবিতার মূলবার্তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলোকে জানুন।

ধাপ-৪: নিচের গল্পটি অংশগ্রহণকারীদের কাছে বলুন।

প্রচণ্ড শীতের এক রাতে এক ভদ্রলোক বাড়িতে ফিরছিলেন। শীতের তীব্রতা এতোই বেশি ছিল যে, পথে কোন মানুষজন ছিল না। তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন প্রচণ্ড ঐ শীতে রাস্তার পাশে একটি শিশু বিবস্ত্র অবস্থায় ঠান্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছে। এই দৃশ্য দেখার পর ঐ ভদ্রলোকটির মনে খুবই দুঃখ হল। সেই সঙ্গে বিধাতার উপর অভিমানও হল। বিধাতার এ কেমন বিচার। এই প্রচণ্ড শীতে শিশু কষ্ট পাচ্ছে। অথচ এ ব্যাপারে কী কিছুই করার নেই? ভদ্রলোকটি রাগে দুঃখে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন–"হে বিধাতা তুমি নাকি সবই দেখতে পাও ? এই প্রচন্ড শীতে শিশুটি কষ্ট পাচ্ছে, তা-কি তুমি দেখতে পাচ্ছো? তোমার কী এই শিশুটির জন্য কিছুই করার নেই"! ভদ্রলোকটি মনের দুঃখে বাড়িতে ফিরে আসলেন। রাতের খাবার খেয়ে কম্বল গায়ে দিয়ে যখন আয়েশ করে শোয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন তখন আকাশ থেকে দৈব্য বাণী ভেসে আসতে লাগলো– "ওহে মূর্খ মানব, আমি অবশ্যই শিশুটির জন্য কিছু করিয়াছি। তাহা হইতেছে আমি তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি"।

ধাপ-৫: গল্প শেষে পূর্বের মত একইভাবে এই গল্পের মূলবার্তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামতগুলো জানুন এবং কবিতা ও গল্পের মূলবার্তা হিসেবে নিচের তথ্যগুলো তুলে ধরুন।

- ভোগ করার জন্য নয়, এই পৃথিবীতে সৃষ্টিকর্তা আমাদের সৃষ্টি করেছেন অন্যদের সেবা করার জন্য।
- মানবতার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা আর নিজ নিজ ধর্ম অনুশীলন করা একই ব্যাপার।
- জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

ধাপ-৬ : প্রশ্ন করে স্বেচ্ছাসেবা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো পরিস্কার করুন।

অর্থ, উপকরণ, নাম ও যশের কথা না ভেবে মানুষ ও সমাজের কল্যাণে কোন কিছু করা বা নিজেকে উৎসর্গ করার অর্থই হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবা। আর যিনি মানুষ ও সমাজের কল্যাণে স্বেচ্ছায় সেবা দিয়ে থাকেন বা নিজেকে উৎসর্গ করেন তাকে বলা হয় স্বেচ্ছাসেবক।

ধাপ-৭ : প্রশ্ন করে জানুন অংশগ্রহণকারীরা এফপিপি কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কেন সম্পৃক্ত হয়েছেন? নিজের জীবনে স্বেচছাসেবা করেছেন এমন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বলুন।

ধাপ-৮ : স্বেচ্ছাসেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছেন এমন কোন মহান ব্যক্তির নাম ও তার সেবা সম্পর্কে জানা থাকলে সেই অভিজ্ঞতা বিনিময় করার জন্য উৎসাহী অংশগ্রহণকারীদেরকে আমন্ত্রণ জানান। মনোযোগসহকারে অংশগ্রহণকারীদের অভিজ্ঞতাগুলোকে শুনুন এবং এ ব্যাপারে নিচে দেয়া কয়েকটি দৃষ্টান্ত অংশগ্রহণকারীদের কাছে তুলে ধরুন।

**জ্যাঁ হেনরি ডুন্যান্ট (জন্ম ১৮২৮-মৃত্যু ১৯১০)**

আজ থেকে দেড়'শ বছর আগের কথা। ১৮৫৯ সালে ঘটে যাওয়া ফ্রান্স-অস্ট্রিয়া যুদ্ধে উভয়পক্ষের হাজার হাজার আহত সেনা সদস্যকে নিরপেক্ষভাবে প্রাথমিক চিকিৎসা, খাদ্য ও শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করে যার যার দেশে পাঠিয়ে যিনি মানবতার একটি বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তিনি হেনরি ডুন্যান্ট।

পরবর্তীতে **১৮৬৩** সালে যুদ্ধাহত ও আর্তের চিকিৎসা সেবার জন্য দেশে দেশে সোসাইটি গঠনের ধারণা পোষণ করেন। তার সেই ব্যক্তিগত ধারণার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে রেডক্রসের জন্ম যা বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী মানবিক সংস্থা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কেবল যুদ্ধে আহতদের সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে যে সংগঠনটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, তা নির্দিষ্ট গণ্ডি পেরিয়ে বর্তমানে উন্নয়ন কর্মকান্ডসহ প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট সব দুর্যোগে কাজ করছে। বিশ্বময় অসহায়, দুস্থঃ ও বিপদাপন্ন মানুষের কল্যাণে অভূতপূর্ব সাফল্যের জন্য সংস্থাটি **১৯১৭, ১৯৪৪** ও **১৯৬৩** সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করে। এই অমর কৃতির জন্য হেনরি ডুন্যান্ট প্রথম জীবনে না হলেও শেষ জীবনে অনেক সম্মান পেয়েছিলেন। প্রত্যেক বছর ৮ মে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে বিশ্ব রেডক্রস দিবস পালন করা হয়।

**মাদার তেরেসা (জন্ম ২৭ আগস্ট ১৯১০-মৃত্যু ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭)**

সেবা ভালবাসা দিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন রোগাতুর মানুষকে। তাঁর সেবা ছিন্নমূল অনাহারী শিশু পেতো একটু শান্তির পরশ। কিশোর বেলায় পাদ্রিদের কাছে ভারতের অসহায়, ছিন্নমূল শিশুদের কথা শুনে তার মনের ভেতর জন্মেছিল এক মমত্ববোধ। বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে সুদূর আলবেনিয়া থেকে চলে এসেছিলেন ভারতে। বেছে নিয়েছিলেন সেবাব্রতীর জীবন। **১৯৮৪** ও **১৯৯১** সালের ঘূর্ণিঝড়ের পর শান্তিরদূত মাদার তেরেসা বাংলাদেশের উপকূলের আর্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছিলেন। মানুষের প্রতি তার এই মমত্ববোধ বৃথা যায়নি। তিনিও পেয়েছেন মানুষের অফুরন্ত ভালবাসা, সম্মান, স্বীকৃতি। যতদিন পৃথিবী থাকবে, পৃথিবীর মানুষ থাকবে, ততদিন মাদার তেরেসার নাম উচ্চারিত হবে পরম শ্রদ্ধায়।

**'জয়দেব' একজন আদর্শ বাংলাদেশী স্বেচ্ছাসেবকের নাম**

১৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে সাইক্লোন সিডরের মহাবিপদ সংকেত জারি করা হলে সাইকেল নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটতে শুরু করেন বরগুনার আমতলী উপজেলার রেড ক্রিসেন্ট স্বেচ্ছাসেবক জয়দেব। উদ্দেশ্য গ্রামের মানুষেদের নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া। অন্ধকারে ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে সবাইকে নিরাপদ আশ্রয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করতে থাকেন। গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ তার কথায় সাড়া দিয়ে সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র বা অন্যত্র আশ্রয় নেয়। এভাবে তিনি ব্যাপক সংখ্যক মানুষের জীবন রক্ষা করেন। তবে কিছু সংখ্যক মানুষ তার অনুরোধ গ্রাহ্য না করে থেকে যায় বাড়িতেই। সেদিন যারা তার কথা উপেক্ষা করেছিলেন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারাই। প্রাণ হারিয়েছিলেন অনেকেই। এই ঘটনার পর সমাজে জয়দেবের গুরুত্ব ও মর্যাদা দুইই বেড়ে গেছে। তার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে একটি জনপ্রিয় ম্যাগাজিন অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্মান জানানোর পর তার নামটি স্বেচ্ছাসেবকদের জন্য আদর্শ হয়ে উঠেছে। পত্রগুপত্রিকায় তাকে নিয়ে লেখালেখি। এখন চারদিকে জয়দেবের জয়জয়কার। শুধু তাই নয় অন্য অনেকেই এখন তার মতো স্বেচ্ছাসেবক হওয়ার স্বপ্ন দেখে। তার কাজের 'সেই আলো ছড়িয়ে গেল সবখানে'।

**রানাপ্লাজা :** ২৪ এপ্রিল ২০১৩ বাংলাদেশের ইতিহাসে পোষাক শিল্পের এক ভয়াবহ ট্রাজেডি। রানাপ্লাজা ৯ তলা বিশিষ্ট ভবন যেখানে কর্মরত ছিল ৫ টি পোষাক কারখানা, বাজার, প্রাইভেট ক্লিনিক, এবং ব্যাংক এর প্রায় ৪০০০ লোক। এই বিল্ডিং ধসে প্রায় **১১২৭** জন, ২৪৩৮ জন আহত হন। সেদিন সেই আটকে পড়া জীবিত মানুষগুলোকে উদ্ধার, চিকিৎসা সহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দমকল বাহিনীর, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন উদ্ধারকারী দলের সংগে যোগ দেয় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক এবং জীবিত উদ্ধার করে ২৪৩৮ জনকে ।
সেখানে বিভিন্ন প্রশিক্ষিত দমকল বাহিনী, সেনাবাহিনীসহ বিভিন্ন উদ্ধারকারী দলের সাথে স্বেছছাসেবকদের কার্যক্রম ছিল স্বেছছাসেবা ও স্বেছছাসেবক এর অনন্য উদাহরন।

## সর্বশেষ উদাহরণ: ঘূর্ণিঝড় আম্ফানে সিপিপি স্বেচ্ছাসেবকের মৃত্যু

ধাপ-৯ : প্রশ্ন করে স্বেচ্ছাসেবকের বৈশিষ্ট সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী তাদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

- **ধৈর্যশীলতা:** বিপদে অধৈর্য বা কিংকর্তব্যবিমূঢ় না হয়ে তাকে ঠাণ্ডা মাথায় মোকাবেলা করার ক্ষমতা থাকতে হবে।
- **গ্রহণযোগ্যতা/আস্থাশীলতা:** একজন স্বেচ্ছাসেবককে সমাজে গ্রহণযোগ্য হতে হবে যেন মানুষ তার কথায় নির্ভর করতে পারে। তাকে সুক্ষ্মবিচারবুদ্ধি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা সম্পন্ন হতে হবে। তার আবেগতাড়িত অসংযত আচরণ অনেক ক্ষেত্রে কল্যাণের চাইতে অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এক মুহূর্তের অপরিনামদর্শী সিদ্ধান্ত সমাজের জন্যও ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
- **সুস্বাস্থ্য ও দৃঢ়চিত্তের অধিকারী:** স্বেচ্ছাসেবককে শারীরিক ও মানসিকভাবে সবল হতে হবে। জরুরি পরিস্থিতিতে তাকে অনেক কঠোর কাজ করতে হবে। দুর্যোগকালীন অপ্রীতিকর দৃশ্য দেখে তিনি মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হবেন না।
- **সবার আগে সর্বত্র:** স্বেচ্ছসেবক হবেন খুবই কর্ম তৎপর। যে কোন বিপদে তিনি ছুটে যাবেন সবার আগে, সর্বত্র।
- **কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা:** দুর্যোগ চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করার মত কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকতে হবে।

ধাপ-১০ : প্রশ্ন করে স্বেচ্ছাসেবকদের আচরণবিধি সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলো জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী তাদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

- 'প্রভূ নয়; বিপদের বন্ধু:': অন্তরে ধারণ করুন আপনি কেন কাজ করছেন, কাদের জন্য কাজ করছেন। আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করুন আপনি মানবতার সেবায় নিয়োজিত। যাদের জীবন দুর্যোগে দুর্বিসহ তাদের সঙ্গে আপনার আচরণ হবে বন্ধুর মত। আপনি হচ্ছেন অন্ধকারের আশার আলো, মুসকিল আসান যাকে দেখে মানুষ আরাম বোধ করবে, আশায় বুক বাধবে।
- মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে: যেহেতু মানুষের জানমালের সুরক্ষা আপনার উদ্দেশ্য– আপনাকে মানুষের কথা মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, মনের কথা জানতে হবে। নিজের মতামত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। যে সব সমস্যার সমাধান আপনার আওতার বাইরে সেগুলোর ব্যাপারে মানুষ কোথায় যাবে কার শরনাপন্ন হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ দিতে হবে।
- মানুষের একাত্বতাকে সম্মান করুন, গোপনীয়তা রক্ষা করুন।
- তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সতর্ক হতে হবে। কোন তথ্য জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট, কোনটি নয় তা বুঝতে হবে। কোন তথ্য দিলে কারো একজনের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুন্ন হবে কিন্তু কারো উপকার হবে না– এমন তথ্য প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।
- ক্ষতিগ্রস্তের প্রতি সমব্যাথী/সহানুভূতিশীল হতে হবে।
- কথাবার্তায়, পোষাক-পরিচ্ছদে নমনীয় ও সংযত হতে হবে। আপনার আচরণে কেউ যেন কষ্ট না পায়।

**দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদিশাবলি ২০১৯ এ বলা হয়েছে যে ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি তাদের দায়িত্ব ও কার্যাবলীর অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও তাদরে প্রশিক্ষণ প্রদানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করবেন যাতে করে স্বেচ্ছাসেবকগণ ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম, সতর্কীকরণ/হুঁশিয়ারি পর্যায়ে সাড়াদান, দুর্যোগকালীন সাড়াদান এবং পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন পর্যায়ের সাড়াদান কার্যক্রমে অংশগ্রহন করতে পারে।**

ধাপ –১১: সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন অংশগ্রহণকারীদের করুন।

## অধিবেশন-০৪: এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিষয়বস্তু- ২.১ এফপিপি প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানতে পারবে
বিষয়বস্তু- ২.২ বাংলাদেশের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি ও ক্ষয়ক্ষতির পরিবর্তিত প্রয়োজনীয়তা
- স্বেচ্ছাসেবায় নারী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহনের বাঁধা উত্তরনে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা বিষয়কক আলোচনা যুক্ত করতে হবে

বিষয়বস্তু- ২.৩ বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে এফপিপি স্বেচ্ছাসেবদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

উদ্দেশ্য :

পদ্ধতি:

সময়: ৪৫ মিনিট

উপকরণ: বোর্ড, বোর্ড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য
বন্যার প্রারম্ভিক সতর্কতা এবং প্রস্তুতি বাড়ানোর মাধ্যমে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য জনগোষ্ঠীর মোকাবেলা এবং সাড়াদান ক্ষমতা বন্যার ঘটনার পরিবর্তনের ধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্যার প্রতিরোধক সম্প্রদায় গড়ে তোলা

নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য-

- সম্প্রদায় পরিচালিত বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির (এফপিপি) জন্য টেকসই কৌশল গঠন
- বন্যার ঝুঁকি ও সহনীয়তা মডেল উন্নয়ন করে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির (এফপিপি) অধীনে পরীক্ষা করা দরকার
- নদীর পানির স্তর, বন্যা মঞ্চায়ন এবং এর প্রচারের উপর ভিত্তি করে বন্যার স্রোতের মডেল সহ বন্যার সতর্কতা সিস্টেমটি কাস্টমাইজ করা
- সম্প্রদায়ভিত্তিক এফপিপি মডেল বাস্তবায়নের জন্য অংশীদার এনজিওর (মনোনীত সাব-পরামর্শদাতা) সহায়তা করুন
- সম্প্রদায় পর্যায়ে বন্যার প্রারম্ভিক সতর্কতা ব্যবস্থা এবং এর প্রচারকে শক্তিশালী করা
- বন্যার প্রস্তুতি নিয়ে জনসচেতনতা বাড়াতে সহায়তা করা
- সম্প্রদায় থেকে জাতীয় পর্যায়ে বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির (এফপিপি) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন করা
- এফপিপির পক্ষে নীতি বিকাশের জন্য সহায়তা করা

কেয়ার বাংলাদেশ: বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচি

চূড়ান্ত উদ্দেশ্য: বন্যার ঘটনাগুলির পরিবর্তনের প্রবণতাগুলির সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্যার ঝুঁকি, ক্ষয়ক্ষতি ও ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার জন্য সম্প্রদায়ের বন্যার প্রস্তুতি, মোকাবেলা এবং প্রতিক্রিয়া সক্ষমতা বাড়ানোর মাধ্যমে বন্যার প্রতিরোধক সম্প্রদায় তৈরি করা।

প্রকল্পের ক্রিয়াকলাপ:
সুপারিশগুলির জন্য এফপিপি মডেল / কাঠামো এবং প্রতিষ্ঠানকরণের মডেল বিকাশকারীকে সমর্থন: কেয়ার স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ এবং দুর্যোগ পরিচালনা ও ত্রাণ মন্ত্রকের (এমওডিএমআর) সম্মতিতে বিদ্যমান জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোর সাথে যোগাযোগের সাথে একটি এফপিপি মডেল তৈরি করবে

- পরামর্শ এবং সংবেদনকরণ
- সম্প্রদায় ভিত্তিক সংস্থা (সিবিও) এবং স্বেচ্ছাসেবীর দল গঠন
- স্বেচ্ছাসেবীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি
- বন্যা ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন
- সম্প্রদায় ভিত্তিক বন্যা সতর্কতা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হচ্ছে
- সম্প্রদায় ভিত্তিক বন্যা সতর্কতা সিস্টেমের সরঞ্জাম এবং কৌশল প্রয়োগ
- বন্যার প্রস্তুতি নিয়ে সচেতনতা বাড়ানো
- কৌশল অনুসারে সচেতনতা বাড়াতে হস্তক্ষেপ সম্পাদন করা
- এফপিপির পাঠ পর্যালোচনা এবং প্রতিরূপ পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হচ্ছে
- নীতি নির্ধারকদের সাথে পরামর্শ করা

## এফপিপি স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়া

**লক্ষ্য ঃ**
বন্যাপ্রবণ এলাকার জনসাধারনের বন্যা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর উপায়ে বন্যা পূর্বাভাস প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবিকায়ন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি হ্রাস করা।

**উদ্দেশ্য ঃ**

- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেয়া
- বন্যায় জীবিকায়ন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি হ্রাস করা
- বন্যাকালীন জরুরী সাঁড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের আশ্রয়, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করা
- বন্যা প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী ও এর নিয়মিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- সমাজকল্যান ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা
- বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী এর স্বেচ্ছাসেবকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা

**দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়া**

ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন করতে হবে। এছাড়াও এফপিপি কর্মসূচি বাস্তবায়ন এলাকায় যদি অন্য কোন বেসরকারি সংস্থার বা সামাজিক সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবক থাকে তবে স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়ায় তাদের সঙ্গেও আলোচনা করা উচিত।

**দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যা**

যে সব ইউনিয়নে কেয়ার বাংলাদেশের এফপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়, তার প্রতিটিতে ৩৬ জন সদস্য নিয়ে **'ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেবক দল'** গঠিত হবে। ইউনিয়নের ৯ টি ওয়ার্ডের প্রতিটি হতে ২ জন নারী এবং ২ জন পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক নিয়ে গঠিত, ৩৬ জনের এই দলে থাকবেন ১৮ জন নারী এবং ১৮ জন পুরুষ সদস্য।

**কারা হতে পারবেন দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক ?**

প্রয়োজনে স্বেচ্ছাসেবকদের জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করা যেতে পারে।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের/এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, যাদের

- বয়সসীমা ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে।
- শিক্ষাগত যোগ্যতা কমপক্ষে ৮ম শ্রেণী, তবে নারী এবং অন্যান্য যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে এ যোগ্যতা শিথিলযোগ্য।
- স্থানীয় সংগঠন, দল, সমিতি বা ক্লাবের সদস্য।
- স্থানীয়ভাবে স্বীকৃত সমাজসেবক, পরোপকারী বা সহজাত নের্তৃত্বের গুণাবলী সম্পন্ন।

**ব্যতিক্রম ছাড়া প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবক দলে ৪০% নারী এবং ৬০% পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক থাকবেন।**

**কারা দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক হতে পারবেন না ?**

- যারা শারিরীক ও মানসিকভাবে সুস্থ নন।
- যাদের স্বেচ্ছাশ্রমের আগ্রহ নেই।
- যারা সারাক্ষণ কর্ম ব্যস্ত লোক।
- যারা সরাসরি দলীয় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সংশ্লিষ্ট।
- যাদের নারী নির্যাতনের অপরাধ-ইতিহাস আছে।

ধাপ–১২: সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের করুন।

- স্বেচ্ছাসেবা কি এবং স্বেচ্ছাসেবক কে?
- স্বেচ্ছাসেবকের বৈশিষ্ট্য কি কি?
- স্বেচ্ছাসেবকের আচরণবিধি কি কি?

ধাপ–১৩:

অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

## বন্যা ঝুঁকি মোকাবেলায় স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

বিষয়বস্তু- ১৩.১ বন্যা ঝুঁকি হ্রাস পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
বিষয়বস্তু- ১৩.২ জরুরি সাড়াদান পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য
বিষয়বস্তু- ১৩.৩ দুর্যোগত্তোর পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

**উদ্দেশ্য:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

**পদ্ধতি:** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়:** ১ ঘণ্টা

**উপকরণ:** বোর্ড, বোড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

**পাঠ প্রক্রিয়া:**

ধাপ: ১
সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।

ধাপ: ২
অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করুন। দল তিনটিকে যথাক্রমে দুর্যোগের আগে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, দুর্যোগ চলাকালে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং দুর্যোগের পরে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে দলীয় কাজ নির্ধারণ করে দিন।

ধাপ: ৩
দলীয় কাজ শেষে প্রতিটি দলের একজন প্রতিনিধিকে দলীয় কাজ উপস্থাপনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। প্রতিটি দলের উপস্থাপনায় অন্যান্য দলকে মতামত দেয়ার জন্য অনুরোধ করুন। নিচের তথ্য অনুযায়ী প্রতিটি দলের উপস্থাপনাকে সমৃদ্ধ করুন।

### ঝুঁকিহ্রাস পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কর্তব্য

- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নিয়ে এলাকার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করার লক্ষ্যে ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা নির্ধারণ পূর্বক নারী পুরুষের সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে ঝুঁকি ও সম্পদের মানচিত্র তৈরী করা।
- রেডিও, টিভি বিভিন্ন পত্রিকার আবহাওয়া সংক্রান্ড় খবর নিয়মিত শোনা, ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী দুর্যোগকালীন সময়ে সতর্কবার্তা নারী পুরুষের সমতা ও সামাজিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে জনগণকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পৌঁছে দেয়া
- স্বাভাবিক পর্যায়ে জনগণকে দুর্যোগ প্রস্তুতির জন্য সজাগ করা।
- দুর্যোগ বিষয়ক সব প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
- সমাজের গন্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখা এবং প্রকল্পের কাজে তাদের সহযোগিতা ও সমর্থন আদায় করা।
- ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগের মহড়া অনুষ্ঠান করা।
- দুর্যোগ সংক্রান্ড় সরকারি বেসরকারি সংস্থাসমুহের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করা, নেটওয়ার্কিং সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখা।
- দুর্যোগ সংক্রান্ড় বিভিন্ন গণসচেতনতামূলক কার্যক্রমে ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করা এবং অর্পিত দায়িত্ব পালন করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় দিবসগুলো পালন করা এবং তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

- দুর্যোগ প্রস্তুতি ও প্রশমন বিষয়ে জনগণকে সচেতন করা। এলাকার উন্নয়ন কর্মকান্ডে দুর্যোগ বিষয়কে প্রাধান্য দিয়ে করা হচ্ছে কিনা, তা নজরদারী করা। প্রয়োজনে অপরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে অধিপরামর্শ করা।

## জরুরি সাড়াদান প্রস্তুতি ও সাড়াদানে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কর্তব্য

- উপজেলা সরকারি নিয়ন্ত্রণ কক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ (ইওসি) যোগাযোগ করা। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নির্দেশ অনুযায়ী নারী পুরুষের সমতা ও সামাহিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে সতর্কবার্তা জনগণের মধ্যে সংগঠিত উপায়ে ছড়িয়ে দেয়া। এই সময় সরকারি নির্দেশ ও সংস্থার নিয়ম কানুন পুঙ্খানুপুঙ্খ মেনে চলা।
- সরকারের অপসারণ কার্যক্রমে নিজেকে নিয়োজিত করা।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় নিজেকে জড়িত করা।
- নারী পুরুষের সমতা ও সামাহিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে আশ্রিতদের সার্বিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।
- প্রয়োজনে উদ্ধার কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করা।
- আহতদের সেবা প্রদান ও নিহতদের সৎকারের ব্যবস্থা করা।
- দুর্যোগের পরে ক্ষতিসমুহ সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা এবং করণীয় সম্পর্কে অবগত করা।
- দুর্যোগ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণকে পরিকল্পিত উপায়ে নিজগৃহে ফিরে যেতে উৎসাহিত করা এবং সহযোগিতা করা।

## দুর্যোগত্তোর পুনর্বাসন ও পুনরুদ্ধার পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবকের দায়িত্ব কর্তব্য

- ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরুপনে জরীপ কাজে সহযোগিতা করা।
- ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার মধ্যেও নারী পুরুষের সমতা ও সামাহিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠি নির্ণয়ে সহযোগিতা করা।
- নারী পুরুষের সমতা ও সামাহিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে অগ্রাধিকার তালিকা নির্ণয়ে সহযোগিতা করা।
- সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠি নির্বাচনে সঠিক তথ্য প্রদান করে প্রকৃত সুবিধা ভোগী নির্বাচন করতে সহযোগিতা করা।
- জীবন বাঁচাতে অধিক প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা।
- প্রয়োজনীয় সামগ্রী ক্রয় করতে সহযোগিতা করা।
- চিটকার্ড লেখা ও বিতরণে সহযোগিতা করা।
- ত্রানের মোড়ক বানানোতে সহযোগিতা করা।
- মোড়কসমুহকে গুদামজাত করা ও বিতরণের সময় গুদাম থেকে বের করতে সহযোগিতা করা।
- জিনিসপত্র ক্রয়ে সহযোগিতা করা।
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় সহযোগিতা করা।
- পন্য পরিবহনে সহযোগিতা করা, বিশেষ করে নৌকা, রিক্সা, ভ্যান ও অন্যান্য পরিবহণের ভাড়া করায়।
- নারী পুরুষের সমতা ও সামাহিক অন্তর্ভুক্তির আলোকে বিতরণ প্রক্রিয়া তত্ত্বাবধানে সহযোগিতা করা।
- স্থানীয় সরকারের প্রতিনিধি, এলাকার বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, সুশীল সমাজের সংগঠণ ও সরকারি সংস্থাসমুহের সঙ্গে সেতুবন্ধ তৈরিতে সহযোগিতা করা।
- সর্বোপরি জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক আয়োজিত ত্রাণ, পূর্ণবাসন কার্যক্রম, পুর্ণগঠন পর্যায়ের কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।
- সরকারি সংস্থাসহ কোন বেসরকারি সংস্থায় কি কি সেবা কখন পাওয়া যাচ্ছে, সেই সম্পর্কে হালনাগাদ থাকা। এই তথ্য জনগণ ও সংশি- ষ্ট ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জানানো।
- বিভিন্ন সেবা সংস্থার সঙ্গে উপকারভোগীদের সেতুবন্ধন তৈরি করে দেয়া।
- নিজ এলাকায় সরকার ও সংস্থার যে কোন উন্নয়ন কর্মসূচিকে বাস্ড়বায়ন করতে সহযোগিতা করা।
- ঘটে যাওয়া দুর্যোগ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষা গ্রহণ করা, করণীয় নির্ধারণ করা। এই শিক্ষা কর্তৃপক্ষ ও জনগণের মধ্যে বিতরণ করা।

ধাপ: ৪

সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের করুন।

- দুর্যোগের আগে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কি কি?

- দুর্যোগ চলাকালে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কি কি?
- দুর্যোগের পরে স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো কি কি?

ধাপ: ৫
অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।

**স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন আহবায়ক কমিটি ও এর সাধারন নিয়মাবলী ঃ**

০১. স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও নিয়োগদানের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করিতে হইবে। আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে ওয়ার্ড ভিত্তিক।
০২. আহবায়ক কমিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ০১ (এক) জন, নির্বাচিত নারী ওয়ার্ড সদস্য ০১ (এক) জন এবং ০১ (এক) জন সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
০৩. এই কমিটির মেয়াদকাল হইবে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস; উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আহবায়ক কমিটি পূর্ণাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক দল নির্বাচন ও ঘোষনা করবেন।
০৪. আহবায়ক কমিটির কোন সদস্য পূর্ণাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক দলে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না।
০৫. ওয়ার্ড পর্যায় থেকে নির্বাচিত চূড়ান্ত স্বেচ্ছাসেবক তালিকা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন করানো।
০৬. নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রস্তুতকরণ ও চুড়ান্তকরণে "কেয়ার বাংলাদেশ" কর্তৃক নিয়োজিত নির্ধারিত স্ব স্ব কর্ম এলাকার প্রতিনিধি এর সহায়ক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন।

**ধারা-০১ ঃ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মানদন্ডসমুহ**

০১. বাংলাদেশের নাগরিক এবং স্ব স্ব ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে।
০২. বয়সসীমা ১৮ থেকে তদুর্ধো
০৩. নুন্যতম ৮ম (অষ্টম) শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।
০৪. কোন প্ররোচনা ব্যতিরেকে সেবামূলক কাজে আগ্রহী হইতে হইবে।
০৫. স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবা করার জন্য স্বদিচ্ছা, সময় এবং সুযোগ থাকিতে হইবে।
০৬. আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হইতে হইবে।
০৭. প্রাপ্ত দায়িত্বে নিষ্ঠাবান ও সৎ থাকিতে হইবে।
০৮. সামাজিকভাবে অভিযোগমুক্ত হইতে হইবে।
০৯. স্থানীয় সর্বসাধারন / সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে।
১০. বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী হইতে হইবে।

**বিশেষ বিবেচনা / অগ্রাধিকারঃ**

০১. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কমপক্ষে ৪০% নারী অর্ন্তভূক্তি
০২. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্তি
০৩. সেচ্ছাসেবক হিসেবে মোট সংখ্যার ৩৩% বর্তমান স্বেচ্ছাসেবকদের (স্কাউটস, গার্লস গাইড, অন্যান্য সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক) অর্ন্তভূক্তি
০৪. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর (যদি থাকে) অর্ন্তভূক্তি

**ধারা-০২ ঃ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিবেচিত না হওয়ার মানদন্ডসমুহ**

০১. সরকারী চাকুরিজীবি স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন না।
০২. বদলীযোগ্য কোন আধা-সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বঃশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবিও স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন না।

**ধারা-০৩ ঃ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়া**

০১. নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
০২. অন্তর্ভুক্তিকালীন সময়ে নির্বাচনী যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে।

০৩. নির্বাচনী যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন আহবায়ক কমিটির সর্বোসম্মত মতামতের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।

০৪. চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষানবিশ স্বেচ্ছাসেবকগনের তালিকা আহবায়ক কমিটির অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ বোর্ডে এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হইবে।

০৫. চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষানবিশ স্বেচ্ছাসেবকগন উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য ০৩ (তিন) মাস কাল নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকিবে। ০৩ (তিন) মাস পর, ওয়ার্ড ডিএমসি- এর সভায় অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ বোর্ডে এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েব পোর্টালে চুড়ান্ত স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

**ধারা-০৪ ঃ স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট সংগঠন**

০১. স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠনের ক্ষেত্রে "ওয়ার্ড"-কে বিবেচনা করা হবে।

০২. একটি স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ১০ (দশ) জন সদস্য বিশিষ্ট হইবে; উহার ০৬ (ছয়) জন পুরুষ এবং ০৪ (চার) জন নারী সদস্য থাকিবে।

০৩. ওয়ার্ড পর্যায়ে সকল সদস্যের নির্বাচনের মাধ্যমে একজন টিম লিডার এবং একজন ডেপুটি টিম লিডার নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল নির্বাচিত ওয়ার্ড পর্যায়ের টিম লিডার ও ডেপুটি টিম লিডারের নির্বাচনের মাধ্যমে একজন ইউনিয়ন টিম লিডার এবং একজন ইউনিয়ন ডেপুটি টিম লিডার নির্বাচিত হবেন। সকল পর্যায়ে ডেপুটি টিম লিডার, টিম লিডারের অনুপস্থিতিতে টিমের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে।

০৪. একটি ইউনিয়নের ০৯ টি ওয়ার্ড থেকে মোট ৭২ জন স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের ০৫ টি সাব-ইউনিট বা উপ-কমিটি গঠন করা হইবে।

| | | | |
|---|---|---|---|
| অ. | পূর্বাভাস ভিত্তিক আগাম সতর্কতা উপ-কমিটি | - | ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ : নাঃ ৪) |
| ই. | খোঁজ, উদ্ধার ও আশ্রকেন্দ্র ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি | - | ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ : নাঃ ৪) |
| ঈ. | প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনোসামাজিক সেবা উপ-কমিটি | - | ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ : নাঃ ৪) |
| উ. | ত্রান ও প্রাথমিক পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা উপ-কমিটি | - | ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ : নাঃ ৪) |
| ঊ. | জন-সচেতনতা উপ-কমিটি | - | ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ : নাঃ ৪) |

**ধারা-০৫ ঃ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম**

০১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষত বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহযোগিতা করা;

০২. বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে কমিউনিটি মিটিং, অনুশীলন (মক-ড্রিল), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

০৩. বন্যা পূর্বাভাস ও তথ্য স্থানীয় জনসাধারণের বোধগম্য মাধ্যমে মধ্যে প্রচার করা;

০৪. বন্যাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্হ জনসাধারণকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বা তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;

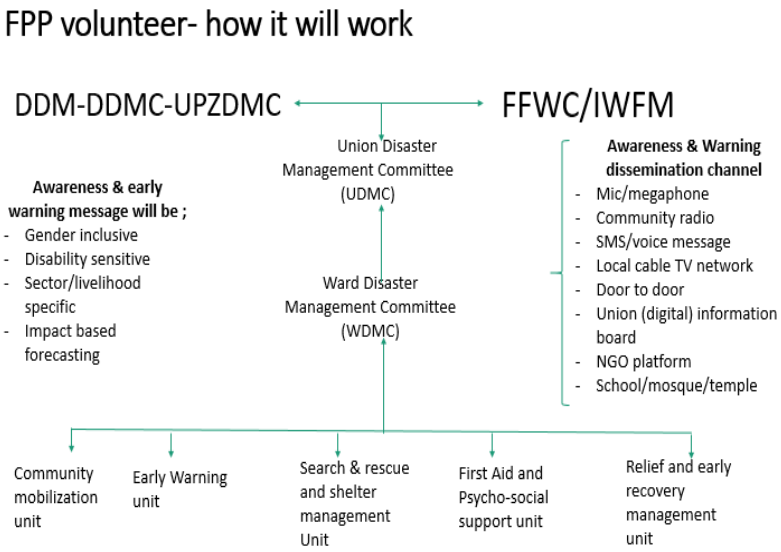


০৫. ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনো-সামাজিক সহযোগিতা প্রদান;

০৬. বন্যাকালীন খোঁজ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

০৭. বন্যাকালীন জরুরী সাড়া প্রদান ও পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার কাজে সহযোগিতা;

০৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা

**০৯.** নিয়মিত সভা, কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ওয়ার্ড ও ইউনয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করা

**ধারা-০৬ ঃ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রমের সমন্বয়ঃ**

প্রতিটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকগন তাদের দায়-দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে পালনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত উপায়ে সমন্বয় সাধন করবেনঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ের স্বেচ্ছাবেকগণ সরাসরি ওয়ার্ড টিম লিডার এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ওয়ার্ড টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ইউনিয়ন টিম লিডার ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।
- ওয়ার্ড টিম লিডার সরাসরি ইউনিয়ন টিম লিডার ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ইউনিয়ন টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ইউনয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।
- ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের সাথে সরাসরি সমন্বয় করে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ওয়ার্ড টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।

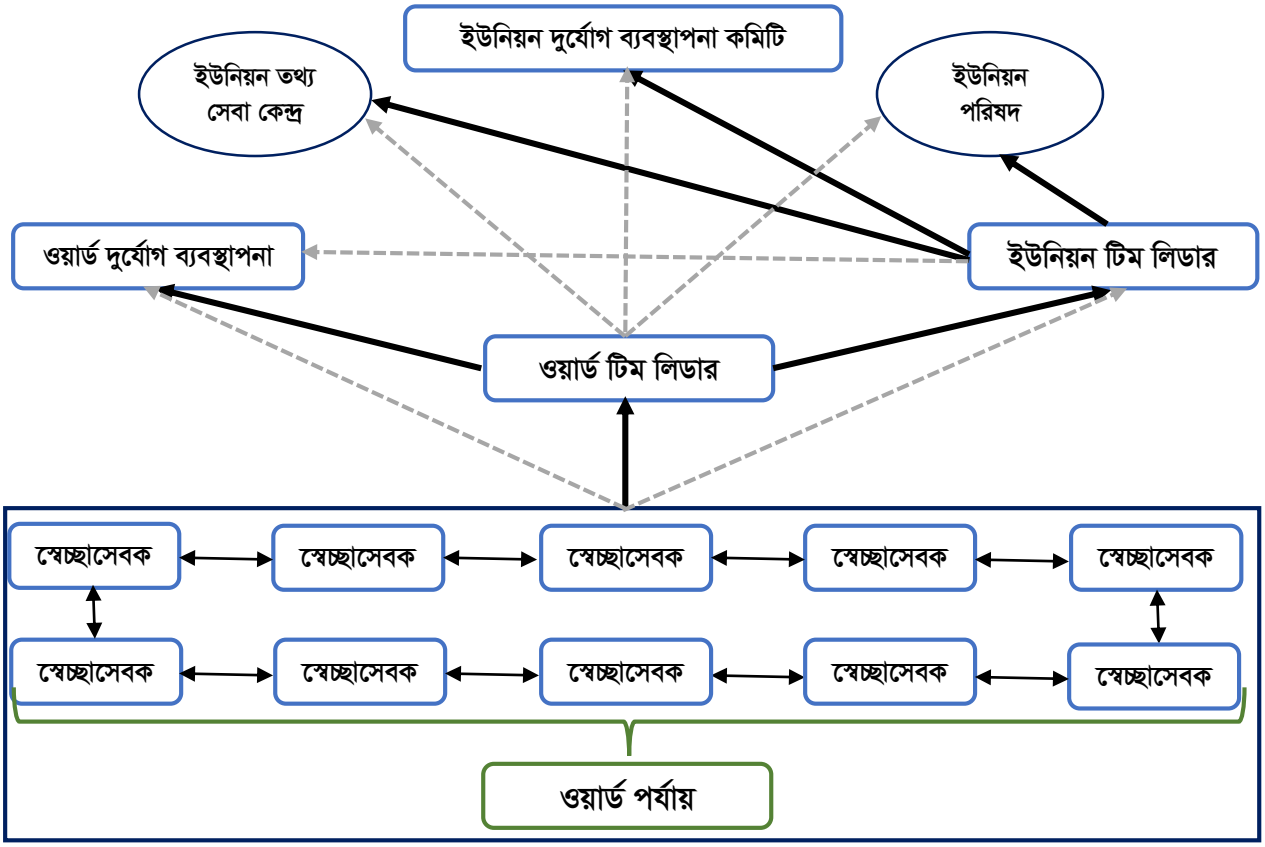


*স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় ছক*

**অধিবেশন ৫ : বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক বিবেচ্য বিষয়াবলী**

- জেন্ডার কি?
- জেন্ডার বৈষম্য এবং জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্যতা সম্পর্কে ধারণা
- অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিতে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর সমতাভিত্তিক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশের উপায়গুলো কি?
- প্রতিবন্ধীতা কি? প্রতিবন্ধীতার ধরনগুলো কি কি?

- অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিতে বন্যা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বিকাশের প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ কী?

**উদ্দেশ্য:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা এবং বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয় সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

**পদ্ধতি:** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়:** ১ ঘণ্টা ১৫ মিনিট -

**উপকরণ:** বোর্ড, বোড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

**পাঠ প্রক্রিয়া:**

ধাপ: ১ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।

ধাপ: ২ নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত আপনার জানা কয়েকটি সত্যি ঘটনা অংশগ্রহণকারীদের বলুন। এ সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের জানা কোন ঘটনা থাকলে সেগুলোকেও জানার চেষ্টা করুন।

ধাপ: ৩ প্রশ্ন করে দুর্যোগে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

জেন্ডার বিষয়ক সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন। জেন্ডার বৈষম্য কি এবং কিভাবে তৈরী হয় এবং জেন্ডার সমতা ও জেন্ডার সাম্যতার ধারনা দিন।

**দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে যথাক্রমে নারী, শিশু, প্রবীণ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা**

দুর্যোগের সময় নারীর যে ঝুঁকি ও বিপদাপন্নতার মুখোমুখি হয়:

- যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে হতাহতদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই থাকে বেশি। নারী ও পুরুষ সম্পর্কে আলাদা আলাদা তথ্য বেশি পাওয়া যায়না; তবে যেসব পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে, পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি সংখ্যায় মারা গেছে। ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে নারীর মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।
- দুর্যোগকালীন সময়ে নারীর স্বাস্থ্যসেবা বেশি দরকার হয় কিন্তু সে সেবা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। লিঙ্গ পার্থক্যের কারণে নারীর যেসব বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা দরকার হয় দুর্যোগকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা দেওয়া কঠিন হয়। সে সময় নারী চিকিৎসাকর্মী পাওয়া যায়না; তাছাড়া প্রাথাগত বৈষম্যের কারণে চলমান সেবাগুলো তার কাছে পৌঁছায়না।
- দুর্যোগপীড়িত পরিবারে নারীর কাজের বোঝা বেড়ে যায়। এ সময়ে আশ্রয়হীন ও সম্বলহীন হয়ে পড়লেও নারীকে তার দৈনন্দিন সাংসারিক কাজগুলো ঠিকমত করতে হয়। যেমন- খাবার সংগ্রহ করা, রান্না করা ও শিশু পরিচর্যা করা।
- নারীর অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতা দুর্যোগের সময় অনেক বেড়ে যায়। সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রন খুব বেশি থাকেনা; তার এই স্বল্প সম্পদ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- নারী খুবই অপর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সহায়তা পায়। নারীকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসাবে দেখা হয়না; নারীর চাহিদা বিবেচনা করে ত্রাণ সামগ্রী নির্ধারণ করা হয়না। তাছাড়া, নারীর চলাফেরার উপর সামাজিক বিধিনিষেধ থাকার কারণে সে প্রয়োজনমত ত্রাণ সংগ্রহ করতে পারেনা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে নারীর লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দুর্যোগের সময় সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে, এ সময় নারীরা বেশি মাত্রায় যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়।

- নারীরা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেনা। যদিও দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীতে নারীই সর্বপ্রথম সাড়া প্রদান শুরু করে, তবুও প্রাগত বৈষম্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নারীকে যুক্ত করা হয়না।

**দুর্যোগে নারীদের সক্ষমতা সমূহ ঃ**

- প্রথম সাড়াপ্রদানকারী
- প্রবল মানসিক প্রস্তুতি/শক্তি
- পরিবারের জিনিসপত্র রক্ষায় অধিক সামর্থ্য/আগ্রহী
- ধৈর্য্যশীলতা
- ভাল স্বেচ্ছাসেবিকার ভুমিকা পালন করা
- সেবা, রান্নাকরা, শিশুর যত্ন, খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ ও অন্যান্য নারীদের সংগঠিতকরা
- খাদ্য মজুদে স্থানীয় জ্ঞান, জ্বালানী সংগ্রহ, পানি, হারিয়ে যাওয়া পশু-পাখি উদ্ধার।

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (আগে, চলাকালে এবং পরে) নারীদের বিপদাপন্নতা**

**দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা**

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে জানার সুযোগ কম থাকা ও সুযোগে বৈষম্য থাকা
- আপদকালে পরিকল্পনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ কম থাকা বা থাকলেও পরিকল্পনায় তাদের চাহিদা ও মতামতকে প্রাধান্য না দেয়া
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা না পৌছানো এবং তাদের বোঝার মত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার না করার জন্য সচেতন না থাকা
- গৃহস্থালীর সম্পদ ও পরিবারের সদস্যদের প্রতি অধিক নজর দেয়ার কারণে নিজের জীবন বিপন্ন হওয়া
- নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবর রক্ষাকারী কৌশল না জানা যেমন, সাতার কাটতে পারা।
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সহযোগিতা ও সুযোগ থেকে বঞ্চিত
- ঝুঁকিপূর্ণ কাজগুলো নিয়ে নারীরাই বেশী ব্যস্ত থাকে
- নারীর প্রতি সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, আচরন বিশ্বাসী
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ কম

**দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা**

- সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুরুষের উপর নির্ভরশীলতা
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের (গর্ভবতী ও প্রসূতী) প্রবেশগম্যতা উপযোগী নয়
- দুর্যোগকালেও পরিবারের সদস্যদের খাদ্য নিশ্চিত করার বাড়তি চাপ
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো না জানা
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকা
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- নিজের অসুস্থতা
- সাহায্যকারীর অভাব
- পারিবারিক সম্পদ রক্ষায় ব্যস্ত থাকা
- আশ্রয়কেন্দ্রে নিরাপত্তার অভাব এবং নারী নির্যাতনের ঝুঁকি
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী ও প্রসূতিদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা না থাকা

- নারী বিশেষ করে কন্যাশিশুদের স্কুল থেকে ঝড়ে যাওয়া, নারী পাচার, বাল্যবিবাসহ অন্যান্য নারী নির্যাতনের ঝুঁকি বেশী থাকে

দুর্যোগের পরে বিপদাপন্নতা

- নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন আলাদাভাবে ব্যবস্থা না থাকা
- নিজেদের প্রয়োজনীয়তা না ভেবে অন্যদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা
- পরিবারের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাড়তি মানসিক চাপ উপলব্ধি করা
- ত্রাণ কার্যে নারী উপেক্ষিত
- চিকিৎসা ক্ষেত্রে নারীকে অবহেলা করা
- আয়বর্ধক কাজের সুযোগ কম থাকা

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে শিশুদের বিপদাপন্নতা**

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- দুর্যোগ সম্পর্কে জানে না
- দুর্যোগ প্রস্তুতিমূলক বার্তা পায় না
- স্কুল, পরিবার ও সমাজ থেকে দুর্যোগ প্রস্তুতির বিষয়ে গুরুত্ব না দেয়া
- প্রস্তুতি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে শিশুবান্ধব সহায়ক উপকরণ না পাওয়া
- অনেক ক্ষেত্রে সাঁতার না জানা
- দুর্যোগকালে করণীয় সম্পর্কে না জানা
- সচেতনমূলক কার্যক্রমে শিশুদের অংশগ্রহণ না রাখা

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- জ্ঞান, দক্ষতা ও শারীরিক অসক্ষমতা
- চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা না করা
- পিতাগুমাতার অসচেতনতা ও দায়িত্ব অবহেলা
- শিশুর চাহিদা যাচাই করে ত্রাণ বণ্টন না করা
- শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হওয়া
- শিশু খাদ্যের সমস্যা
- রোগ বালাইয়ে আক্রান্ত হওয়া
- স্বাস্থ্য সচেতনতা কম
- বিপদাপন্ন মায়ের সঙ্গে থাকা
- পোকামাকড় ও সাপের উপদ্রব শিশুর জীবন বিপন্ন করে।

দুর্যোগের পরে বিপদাপন্নতা

- রোগ বালাই এ আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা
- খাদ্যের অভাব
- শিক্ষা ব্যাহত হতে পারে
- মানসিক অবস্থা খারাপ থাকা

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে বয়স্কদের বিপদাপন্নতা**

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- সহায়তা ছাড়া চলতে পারে না
- বৃদ্ধরা অবহেলার শিকার হয়
- মানসিকভাবে হীনমন্যতায় ভোগে
- ধর্মীয় কুণ্ডসংস্কারের কারণে প্রাচীন মনণ্ডমানসিকতার জন্য সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে
- শারিরীক ও মানসিকভাবে দুর্বল থাকে
- পূর্ব পরিকল্পনা নেই
- বয়স্ক চিহ্নিতকরণ ও তালিকা নেই
- পরিবারের মানুষ বোঝা মনে করা
- মতামতের প্রতি গুরুত্ব না দেয়া

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- কোন কোন ক্ষেত্রে বৃদ্ধদের ফেলে আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যাওয়া
- স্থানান্তরের সমস্যার কারণে বৃদ্ধদের বোঝা মনে করা
- অদৃষ্টতায় বিশ্বাসী
- শারীরিক অক্ষমতা
- সুবিধা প্রদানে বিবেচনা না করা
- পয়ঃনিষ্কাশন সমস্যা
- খাবার ও পানির স্বল্পতা
- বৃদ্ধদের স্থানান্তর উপযোগী উপকরণ না করা
- স্থানান্তরে বয়স্কদের অগ্রাধিকার না দেয়া
- আশ্রয়কেন্দ্রে পরিচর্যার অভাব

দুর্যোগের পরে বিপদাপন্নতা

- মানসিকভাবে ভেঙে পড়া
- শারিরীকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়া
- চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকা
- খাদ্য সমস্যা
- ত্রাণ গ্রহণে সক্ষম নয়
- অবহেলার চোখে দেখা
- উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না করা
- ত্রাণ ও পুনর্বাসনে অগ্রাধিকার না দেয়া

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা**

দুর্যোগের আগে বিপদাপন্নতা

- সতর্ক সংকেত প্রতিবন্ধী সহায়ক নয়
- উপযোগী সহজগম্যতা কম
- ক্ষেত্র বিশেষে অবহেলার শিকার

- দুর্যোগের সময় প্রতিবন্ধীদের জন্য কি করণীয় তার কোন পরিকল্পনা না থাকা
- প্রতিবন্ধীদের উপযোগী পরিবেশ এবং উপকরণ না থাকা
- অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী বান্ধবভাবে তৈরি না করা বা না থাকা
- প্রতিবন্ধীদের তালিকা না থাকা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা
- প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট ও নলকূপের ব্যবস্থা না থাকা

দুর্যোগ চলাকালে বিপদাপন্নতা

- আশ্রয়কেন্দ্রগুলি প্রতিবন্ধী সহায়ক নয় (প্রবেশগম্যতা)
- মনোসামাজিক সহায়তা পায় না
- নিরাপত্তার অভাব (যৌন নিপীড়ণসহ বিভিন্ন হয়রানির শিকার)
- প্রতিবন্ধীদের সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব
- দুর্যোগ চলাকালে স্থানান্তরে আগে থেকে তাদের অবস্থান না জানা
- অগ্রাধিকার না দেয়া
- বিশেষ নিরাপত্তা না দেয়া
- বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে ও বাঁধে পানি, স্যানিটেশনের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উপযোগী ব্যবস্থা না থাকা
- প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট ও টিউবওয়েল না থাকা।
- বিশেষ চাহিদা নিশ্চিত না করা

দুর্যোগের পরে বিপদাপন্নতা

- যথাযথভাবে চিহ্নিত করা হয় না
- ত্রাণ গ্রহণের সুযোগ কম
- পারিবারিক ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ কম
- পুনর্বাসন চিকিৎসার সুযোগ থাকে না
- কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি না করা
- প্রতিবন্ধীদের বোঝা মনে করা
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণ নিজেদের অসহায় মনে করে
- ত্রাণ সামগ্রীর তালিকায় প্রতিবন্ধী ব্যবহার্য সামগ্রী না থাকা।

**দুর্যোগের আগে, চলাকালে এবং পরে যথাক্রমে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়**

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (আগে, চলাকালে এবং পরে) নারীদের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়**

দুর্যোগের আগে করণীয়

- দুর্যোগ ভেদে সম্ভাব্য ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে সমভাবে জানার সুযোগ তৈরী করা
- আপদকালে পরিকল্পনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রক্রিয়ায় সমভাবে অংশগ্রহণের তৈরী করা এবং আপগকালীন পরিকল্পনায় তাদের চাহিদা ও মতামতকে প্রাধান্য দেয়া
- সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে সহযোগিতা প্রদান (ব্যক্তি ও পরিবার)
- দুর্যোগের সতর্কতা বার্তা পৌছানো এবং তাদের বোঝার মত ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করা ও সচেতনতা তৈরী করা
- সম্পদ ও পরিবারের পাশাপাশি নিজের নিরাপত্তা বিষয়ে সচেতনতা তৈরী করা। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য জীবর রক্ষাকারী কৌশল সম্পর্কে দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
- নারীদের জন্য আলাদা স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহণ
- সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সেবাপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা ও সুযোগ সৃষ্টি করা
- নারীর প্রতি সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাস, আচরন পরিবর্তন
- আয়মূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ বাড়ানো

দুর্যোগ চলাকালে করণীয়

- পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সচেতন করা (নারী-পুরুষ)
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীদের উপযোগী (গর্ভবতী ও প্রসূতী) প্রবেশগম্যতার ব্যবস্থা করা
- খাদ্য যোগান ও প্রস্তুতকরণে সহায়তা প্রদান
- নারীদের বিশেষ চাহিদাগুলো জানা ও সরবরাহ করা
- নারীদের উপযোগী পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- যথাযথ চিকিৎসা সেবার প্রস্তুতি থাকা ও যথাযথ প্রয়োগ
- পরিবারের অন্য সবার সহযোগিতা প্রদান (বিশেষত পুরুষদের)
- পরিবারের শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপত্তার বিষয়ে খেয়াল রাখা
- আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর জন্য বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা এবং নারী নির্যাতনের ঝুঁকি কমানো
- আশ্রয়কেন্দ্রে গর্ভবতী ও প্রসূতিদের চাহিদা অনুযায়ী ব্যবস্থা রাখা
- নারী বিশেষ করে কন্যাশিশুদের স্কুল থেকে ঝড়ে যাওয়া, নারী পাচার, বাল্যবিবাসহ অন্যান্য নারী নির্যাতনের ঝুঁকি রোধ করা

দুর্যেগের পরে করণীয়

- নারীদের জন্য দুর্যোগ বান্ধব আলাদা স্যানিটেশন ব্যবস্থা রাখা
- নিজের ও পরিবারের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ নজর রাখা বিশেষ করে মানসিক স্বাস্থ্য
- পরিবারে স্যানিটেশনের ব্যবস্থা করা
- রান্নার উপকরণ সরবরাহ করা
- পরিবারের সবার কাজ সবাই মিলে ভাগ করে নেয়া
- ত্রাণ কার্যক্রমে নারী সহায়ক করা
- সবার প্রতি সমান সুযোগের ব্যবস্থা রাখা
- নারীর উপযোগী ত্রাণ সামগ্রী বন্টন করা
- নারীর জন্য আয়বর্ধক কাজের সুযোগ তৈরী করা
- দুর্যোগ ত্রাণ সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব বাড়ানো

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে শিশুদের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়**

দুর্যোগের আগে করণীয়

- সব  মাধ্যমে বিশেষ করে পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে সচেতনতার কার্যক্রম গ্রহণ
- ছবির মাধ্যমে, অংকন প্রতিযোগিতা, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, দুর্যোগ বিষয়ক রচনা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি
- পাঠ্যপুস্তকে সংশ্লিষ্ট বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা
- স্কুল, পরিবার, সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এনজিওদের সমন্বয়ে দুর্যোগ বিষয়ক শিক্ষা উপকরণ নিশ্চিত করা
- খেলার মাধ্যমে দুর্যোগকালে করণীয় সম্পর্কে জানানো
- ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের তালিকা করা

দুর্যোগ চলাকালে করণীয়

- সাঁতার শিখতে নিরাপদ স্থানে নিতে হবে, তাদের সতর্কভাবে রাখতে হবে
- ভেসে থাকার জন্য উদ্ধার উপকরণ যেমনঙ খালি বোতল, নারকেল, লাইফ জ্যাকেট, ইত্যাদি
- পরিবারের সদস্যদের সহায়তা ও দায়িত্ব বোধ নিশ্চিত করা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিতে দায়িত্ব পালনের পরামর্শ দেয়া

- শিশুদের জন্য সবারই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা
- খাদ্যের যোগান, প্রয়োজনীয় ঔষধপত্রের ব্যবস্থা করা
- স্বাস্থ্য বিষয়ে ধারণা দেয়া ও সচেতন করে তোলা
- শিশুকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে নেয়া

দুর্যোগের পরে করণীয়

- জরুরি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনীয় ঔষধের ব্যবস্থা রাখা
- স্বাস্থ্য সচেতন করা
- শিক্ষার ব্যবস্থা করা
- মানসিক পরিচর্চা করা

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে বয়স্কদের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়**

দুর্যোগের আগে করণীয়

- এলাকার বৃদ্ধদের তালিকা করা
- বৃদ্ধদের মানসিকভাবে প্রস্তুত করা
- সতর্ক সংকেত সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা
- বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় উপকরণসহ বাহন ঠিক করে রাখা
- আশ্রয়কেন্দ্রে বৃদ্ধদের জন্য আলাদা স্থানের পরিকল্পিত ব্যবস্থা রাখা
- পূর্ব পরিকল্পনা করতে হবে
- বয়স্কদের চিহ্নিত করে সমাজভিত্তিক তালিকা তৈরি

দুর্যোগ চলাকালে করণীয়

- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা
- বৃদ্ধদের আলাদা স্থানে রাখা
- বৃদ্ধদের প্রয়োজনীয় উপকরণ সঙ্গে দেয়া
- পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা
- মানসিকভাবে সান্ত্বনা দেয়া
- প্রয়োজনীয় ত্রাণ সরবরাহ করা
- স্থানান্তরে উপযোগী উপকরণ সরবরাহ করা
- বৃদ্ধদের অগ্রাধিকার দেয়া
- পরিচর্যার ব্যবস্থা করা

দুর্যোগের পরে করণীয়

- আশ্রয়কেন্দ্র হতে নিজ বাড়িতে যেতে সহায়তা করা
- ত্রাণ উপকরণ বাড়িতে পৌঁছানো
- কাউন্সিলিং করা
- চিকিৎসা ব্যবস্থা করা
- প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন উপকরণ মেরামত করা
- অবহেলার চোখে না দেখা

**দুর্যোগের তিন পর্যায়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতা হ্রাসে করণীয়**

দুর্যোগের আগে করণীয়

- প্রতিবন্ধীদের বোধগম্য বা বোঝার উপযোগী সতর্ক সংকেত তৈরি এবং প্রচার
- সহায়ক নির্বাচন করা এবং তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া
- অবহেলার চোখে না দেখা
- দুর্যোগের সময় তাদের জন্য কি করণীয় তা আগেই পরিকল্পনায় নিয়ে আসা
- প্রতিবন্ধীদের প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পরিবেশ আগেই নিশ্চিত করা
- অবকাঠামো নির্মাণে প্রতিবন্ধীদের বিবেচনা করা
- প্রতিবন্ধীদের তালিকা তৈরি করা এবং সংগঠন পর্যায়ে সফ্টওয়ার তৈরি করা যেতে পারে
- প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট ও নলকূপের ব্যবস্থা করা

<u>দুর্যোগ চলাকালে করণীয়</u>

- আশ্রয়কেন্দ্রগুলো প্রতিবন্ধীবান্ধব হতে হবে
- মনোওসামাজিক কাউন্সিলিং এর সুযোগ থাকতে হবে
- নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- প্রাইমারি রিহেবিলিটেশন থিরাপী দেয়ার জন্য প্রশিক্ষিত ভলেন্টিয়ার এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করণ
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সহায়ক উপকরণ ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা এবং সুযোগ তৈরি করা
- প্রতিবন্ধী বান্ধব টয়লেট ও টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা

<u>দুর্যোগের পরে করণীয়</u>

- যথাযথভাবে চিহ্নিত করা
- হয়রানি শিকার ব্যক্তিদের পারিবারিক ও সামাজিকভাবে সহায়তা প্রদান এবং অবহেলার চোখে না দেখা
- ত্রাণ প্রদানে অগ্রাধিকার দেয়া
- পারিবারিক ও সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- উপযোগী কর্মসংস্থান তৈরি করা
- পরিবারের সদস্যদের বেশী বেশী সময় দেয়া
- ত্রাণ সামগ্রীতে প্রতিবন্ধীদের ব্যবহার্য উপকরণ রাখা।

ধাপ: ৪
সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের করুন।

- দুর্যোগের তিন পর্যায়ে (আগে, চলাকালে ও পরে) নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিপদাপন্নতাগুলো কি কি?

দুর্যোগের তিন পর্যায়ে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ঝুঁকি হ্রাসে করণীয়গুলো কি কি?

## অধিবেশন ৬ : দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ এবং কার্যকর পূর্বাভাসে ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল

বিষয়বস্তু-৬.১ দুর্যোগ সংকেত এবং এর প্রয়োজনীয়তা
বিষয়বস্তু-৬.৪ বন্যা সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা এবং সমাজভিত্তিক বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচারের রূপরেখা
বিষয়বস্তু-৬.৫ পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বন্যা সংকেত অনুযায়ী করণীয়

**উদ্দেশ্য:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ **বন্যা** সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা, সংকেত পতাকা ও তার ব্যাখ্যা, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে **বন্যা** সংকেত অনুযায়ী করণীয়, বন্যা সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা এবং সমাজভিত্তিক বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচারের রূপরেখা, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বন্যা সংকেত অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

**পদ্ধতি:** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়: ১** ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**উপকরণঃ** বোর্ড, বোড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

**পাঠ প্রক্রিয়াঃ**

ধাপ: ১
সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।
ধাপ: ২
প্রশ্ন করে দুর্যোগ সংকেত এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**দুর্যোগ সংকেত**

দুর্যোগ সতর্ক সংকেতের অর্থ হলো কোন একটি দুর্যোগের আঘাত হানার সম্ভাবনা সম্পর্কে আগামভাবে ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে জানানো। যাতে করে ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করার মাধ্যমে ঐ দুর্যোগের কারণে ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে এমন বিষয়গুলোর ঝুঁকি কমিয়ে আনতে পারে। যেমন– জীবনের ঝুঁকি কমাতে পারে, ফসলের ঝুঁকি কমাতে পারে, গবাদি পশু-পাখির ঝুঁকি কমাতে পারে ইত্যাদি।

**দুর্যোগ সংকেতের প্রয়োজনীয়তা**

নিম্নলিখিত কারণগুলোর জন্য বাংলাদেশে অভিযোজনের আলোকে সতর্ক সংকেতের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম–

- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণেই বাংলাদেশ একাধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ঝুঁকিপ্রবণ।
- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বন্যা, নদী ভাঙন, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা ও তীব্রতা দিন দিন বাড়ছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।
- বাংলাদেশে দরিদ্রতার কারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠী ঝুঁকিপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে।
- প্রয়োজনীয় আশ্রয়কেন্দ্রের অভাব।
- পূর্ব প্রস্তুতি গ্রহণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর ক্ষেত্রে দুর্যোগ সতর্ক সংকেত ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীকে সঠিক দিক নির্দেশনা দেয়।

বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ ব্যবস্থা

- উদ্দেশ্যঃ অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন-
- বাংলাদেশের জলবায়ু ও ভূপ্রকৃতি
- বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র প্রদত্ত পূর্বাভাসসমূহ, পুর্বাভাসের অর্থ, তাৎপর্য এবং ব্যবহারযোগ্যতা
- বন্যা বিষয়ে সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ এবং জনসম্প্রদায়ের কর্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকার মূল্যায়ন
- প্রক্রিয়া বা ধাপ ঃ
- প্রথমে অংশগ্রহণকারীদের স্লাইডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু র্সম্পকে অবহতি হরা হবে। এরপর বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রদার্নপুবক অংশগ্রহণকারীদের নিজ এলাকার উপর প্রভাবশীল নদীগুলোর সাথে তাদের পরিচিত করিয়ে দেয়া হবে। প্রতিটি ছবি প্রদর্শনের পর সে বিষয়ের ওপর তাদের ধারণা ব্যাখ্যা করতে বলা হবে। এরপর বাংলাদেশের বিভিন্ন ঐতিহাসিক বন্যা, বন্যার কারণ, বন্যার উপকারিতা এবং অপকারিতাসমূহ র্সম্পকে আলোকপাত করা হবে। স্লাইডের ছবির বিষয়ের সঙ্গে সর্ম্পকযুক্ত করে বন্যার বিভিন্ন উপাদানের ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করা হবে। আলোচনা শেষে অংশগ্রহণকারীদরে কোন প্রশ্ন থাকলে জবাব দেয়া হবে এবং তাদরে ধারণা পরষ্কিার করে দিতে হবে।
- এখন FFWC এর পরিচিতি স্লাইডের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হবে। ঋঋডঈ এর দৈনিক কর্মকান্ডের ব্যাপারে ধারণা দেয়া হবে, FFWC এর ওয়েবসাইট সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণা জেনে নিয়ে স্লাইডের মাধ্যমে ওয়েবসাইটটি ঘুরে দেখানো হবে। এরপর অংশগ্রহণকারীদের পুর্বাভাস প্রচারের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হবে। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের ধারণা পরিষ্কার করে এই পর্ব শেষ করা হবে।
-

- এরপর অংশগ্রহণকারীদের FFWC কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরণের পূর্বাভাস সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং পুর্বাভাস সমূহের অর্থ, তাৎপর্য এবং সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা হবে।
- এখন বন্যা মোকাবেলায় সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থাসমূহ এবং এই ক্ষেত্রে জনসম্প্রদায়ের কর্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।
- পুরো আলোচনা সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার ব্যাখ্যাপূর্বক সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

- বাংলাদেশের ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ু
- বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, ভূপ্রকৃতি, প্রতিবেশী রাষ্ট্রসমূহ, দূর্যোগসমূহ এবং স্বাভাবিক জলবায়ু সম্পর্কে ধারণা দেয়া।

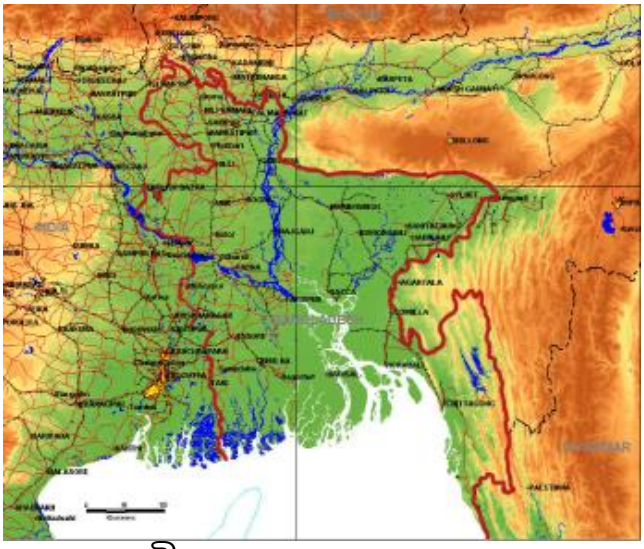

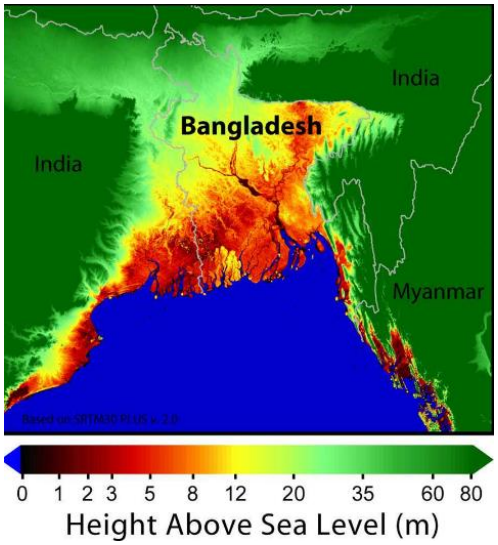


বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা :

বাংলাদেশের নদীব্যবস্থা, অংশগ্রহণকারীদের নিজ নিজ এলাকার উপর প্রভাববিস্তারকারী

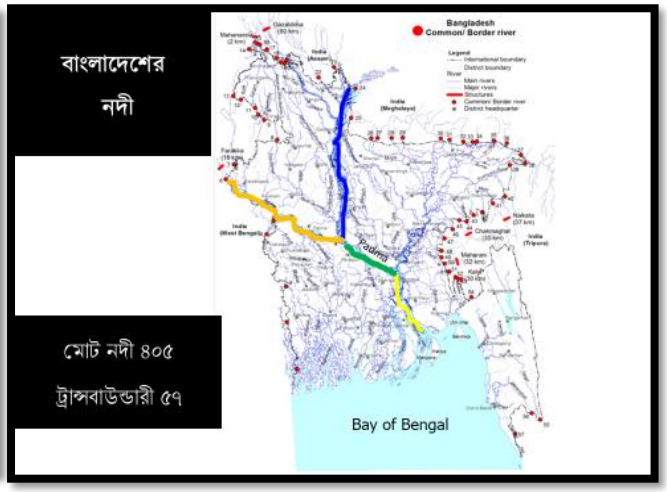


নদীসমূবিভিন্ন ক্ষেত্রে বন্যা

পূর্বাভাস প্রক্রিয়ার উপকারিতা

বন্যা পূর্বাভাস ব্যবহার করে কিভাবে উপকার পাওয়া সম্ভব সেই ব্যাপারে আলোকপাত করা হবে, আপদ মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা দেয়া হবে।

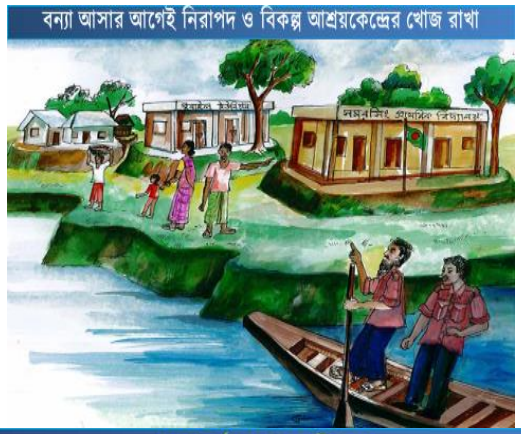


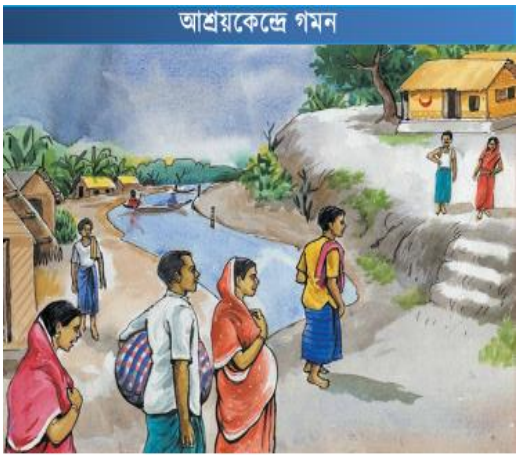

## বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাস প্রযুক্তি

### বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র (**FFWC)** এর পরিচিতি

বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রদেয় বন্যা সংক্রান্ত সেবা সমুহ দিয়ে থাকে। ইহা বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য তৈরী ও প্রচারের মাধ্যমে জাতীয় সেবাদানকারী সংস্থা ও সমাজের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে থাকে।

বন্যা মৌসুমে ১৫ মে থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটিরদিন সহ প্রতিদিন দেশের নদ-নদীর ৫৪ টি স্থানে মধ্যমেয়াদি (৫ দিন) ও ৩৮ টি স্থানে দীর্ঘমেয়াদি (১০ দিন) আগাম বন্যা পুর্বাভাস দিয়ে থাকে।

### বন্যা পূর্বাভাস ও সর্তকীকরণ কেন্দ্র **(FFWC)** এর দৈনিক কর্মকান্ড

**FFWC** এর ব্যবস্থাপনা, কর্মকর্তাদের দৈনিক কার্যাবলী এবং কার্যপ্রনালী নিয়ে আলোচনা করা। এছাড়া, অংশগ্রহণকারীদের হাতে কলমে পরিমাপের বিভিন্ন এককের মান নির্ণয়ের ব্যাপারে সম্যক ধারণা প্রদান করা।

### পুর্বাভাস ফলাফলের প্রচার প্রক্রিয়া

কিভাবে **FFWC** তাদের প্রস্তুতকৃত পূর্বাভাসসমূহ গুরুত্বপুর্ণ সংস্থা এবং জনসাধারণের কাছে পৌছায় তা সম্পর্কে আলোকপাত করা হবে।

## Dissemination

Hard Copy – Limited, policy makers and top officials

e-mail – over 600 address, in different groups, Ministries, BWDB, Disaster management agencies, NGO, Research Organ, Development partners, DC, Media

Fax – Limited, policy makers and top officials

Phone – Continuous response

Web-site – www.ffwc.gov.bd

SMS – Very limited

Cell Broadcast – Latest, started from July-2011, call 1090 from mobile, Bangla Voice Message can be heard (1 minute), charge applicable

টোল ফ্রি ১০৯০ নম্বরে ডায়াল করে প্রতিদিনকার আবহাওয় এবং বন্যাসহ অন্যান্য দুর্যোগের পূর্ভাবাস জানা যায়

**বিভিন্ন পূর্বাভাস পদ্ধতি/ব্যবস্থা এবং ব্যবহার পরিচিতি**

**এই পর্বে অংশগ্রহণকারীদের FFWC কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরণের এবং মেয়াদের বন্যা পুর্বাভাস সম্পর্কে অবহিত করা হবে এবং পুর্বাভাস সমূহের অর্থ, তাৎপর্য এবং সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরা হবে।**

## ১-১০ দিনের মধ্যমেয়াদী বন্যা পূর্বাভাস

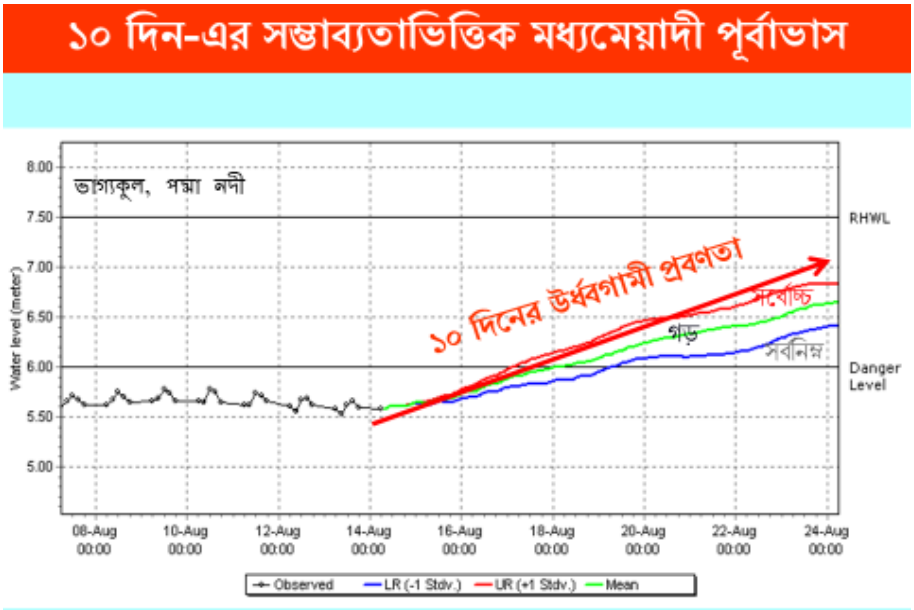

# আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস

## বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

আকস্মিক বন্যা সংক্রান্ত আগাম বার্তা

ইস্যুর তারিখ, ২০ শে এপ্রিল, ২০১৬

বাংলাদেশ আকস্মিক বন্যা পূর্বাভাস ব্যাবস্থার সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী সিলেট, মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলাসমূহের আকস্মিক বন্যাপ্রবণ এলাকায় ২০/০৪/২০১৬ তারিখ আকস্মিক বন্যা হওয়ার সতর্কতা জারি থাকবে।অত্র এলাকায় আকস্মিক বন্যা হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বাভাসকালীন সময়ে পর্যবেক্ষণকৃত মোট বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করছে।মডেল চালনার উপর ভিত্তি করে এই পূর্বাভাস আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে হালনাগাদ করা হতে পারে।

গত ২৪ ঘন্টায় সিলেট ও তৎসংলগ্ন এলাকার উল্লেখযোগ্য বৃষ্টিপাতঃ **কানাইঘাট ৭০.০ মিমি , চেরাপুঞ্জি ৯৩.৬ মিমি।**

**72 hour Accumulated (20.04.16 6:00 BDST-23.04.16 6:00 BDST) Rainfall forecast based on ECMWF Forecast**

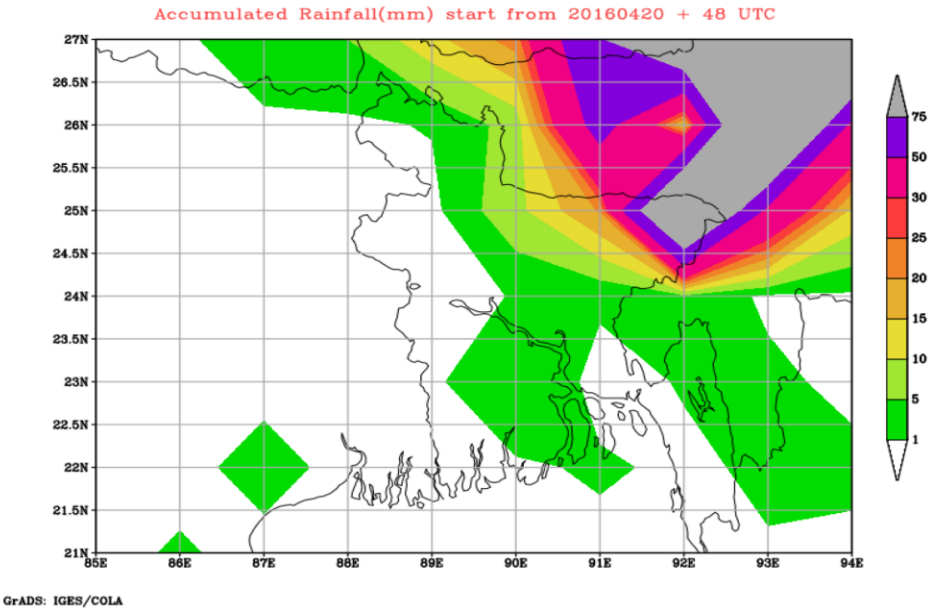


**84 hour Accumulated (19.04.16 18:00 BDST-22.04.16 18:00 BDST) Rainfall forecast**

Forecast Last Updated at April 20, 18:00 | সর্বশেষ হালনাগাদ এপ্রিল ২০, ১৮:০০ ঘন্টা

**Developed with ` support from RIMES**

| Duration (hrs) | 20-04-2016 | 21-04-2016 | 22-04-2016 | 23-04-2016 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 121 | 42 | 57 |
| 48 | 14 | 135 | 163 | 99 |
| 72 | 14 | 135 | 176 | 220 |
| 120 | 14 | 135 | 177 | 234 |
| 168 | 14 | 135 | 177 | 234 |
| 240 | 14 | 135 | 177 | 234 |
| Advisory | NFF | FFW | FFW | FFW |

# জনগোষ্ঠীর কর্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গির ভূমিকার মূল্যায়ন

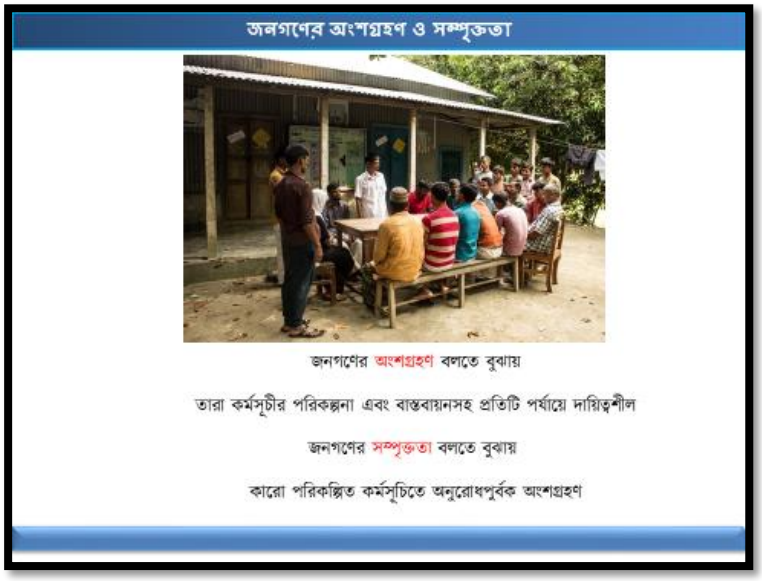


**বন্যা সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা**

**বন্যা সতর্ক বার্তার নমুনা**

সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনা নদীর পানি আজ ০৮ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ২০ সেন্টিমিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় এই পানি আরও ১০ সেন্টিমিটার বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমার ১০ সেন্টিমিটার নীচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

**বিপদসীমা**

সাধারণত যে সীমায় পানি উঠলে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেই সীমাকে বিপদসীমা বলা হয়। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা থেকে বিভিন্ন স্থানের অবস্থান এবং ভূমির গঠনের (উচ্চ ও নিম্ন) ভিন্নতার কারণে বিভিন্ন স্থানের বিপদসীমা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে।

স্থানীয় বিপদসীমা নির্ধারণের কৌশল

বাংলাদেশের বন্যাপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী প্রতিটি পরিবার ও মানুষ সহজেই বলতে পারেন কোন স্তরে বা উচ্চতায় পানি উঠলে তাদের নিজ এলাকা বা পরিবার ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখিন হয়। সাধারণত স্থানীয় ক্ষয়ক্ষতির আলোকে পানির ঐ উচ্চতাকে স্থানীয় বিপদসীমা বলা হয়। এ ধরনের বিপদসীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণত ধারাবাহিকভাবে যে কাজগুলো করা প্রয়োজন তা হচ্ছে :

- স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনা করে দৃষ্টান্ত হিসেবে এমন একটি স্থানকে চিহ্নিত করা যে স্থানটি সবার পরিচিত এবং এলাকার সবাই দৈনন্দিন জীবনে সেই স্থানটিকে কম বেশী পর্যবেক্ষণ করে থাকে। যেমনও কোন হাট বাজার, মসজিদ, স্কুল, ব্রিজ কালভার্ট অথবা কোন বড় গাছ।
- দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত স্থানটির সন্নিকটে ঘরের খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয় এমন ১০ থেকে ১২ ফুট লম্বা একটি পাকা পিলার স্থাপন করা।
- এবারে এলাকার জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করা নির্ধারিত ঐ স্থানের কোন স্তরে পানি উঠলে এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি শুরু হয়। পানির ক্ষতিকারক সেই স্তরটি চিহ্নিত করার পর ঐ স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্থাপন করা পাকা পিলারে লাল রং দিয়ে প্রথমে বিপদসীমা চিহ্নিত করা। চিহ্নিত লাল দাগ থেকে পিলারের উপরের অংশ পর্যন্ত লাল রং করে দেয়া।
- পরবর্তীতে যেখান থেকে লাল রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে কমপক্ষে দুই হাত পরিমাণ নীচে হলুদ রং দিয়ে আরেকটি দাগ দেয়া। লাল এবং হলুদের মধ্যবর্তী দুই হাত পরিমাণ অংশকে পুরোপুরি হলুদ রং করা।
- যেখান থেকে হলুদ রং শুরু হয়েছে সেখান থেকে পিলারের নীচের পুরো অংশকে সবুজ রং করে দেয়া।
- লাল রঙে পানি থাকার অর্থ বিপদ, হলুদ রঙে পানি থাকার অর্থ প্রস্তুতি গ্রহণ এবং সবুজ রঙে পানি থাকার অর্থ নিরাপদ।

**সেন্টিমিটারের মাপকে স্থানীয় জনগণ বুঝতে পারে এমন পরিমাপে রূপান্তরের কৌশল**

গ্রামের মানুষ এখনও সেন্টিমিটার মিলিমিটার বোঝে না। তবে স্থানীয়ভাবে পানি বাড়া বা কমার সূচক হিসেবে ইঞ্চি, আঙুল, বিঘৎ, আধা হাত বা এক হাত সাধারণত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত। সাধারণত এক হাত সমান প্রায় ৫০ সেন্টিমিটার বা ১৮ ইঞ্চি। সুতরাং ২৫ সেন্টিমিটার পানি বাড়া বা কমার অর্থ আধা হাত, এক বিঘৎ বা ৯ ইঞ্চি পানি বাড়া বা কমা। এইভাবে সহজেই সেন্টিমিটারকে স্থানীয় বোধগম্য পরিমাপে রূপান্তর করা যায়।

**পতাকা পদ্ধতি প্রবর্তন**

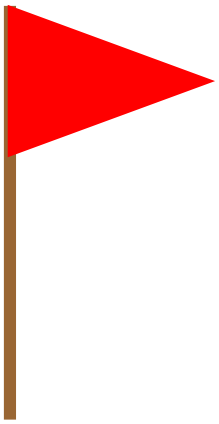

**এক লাল পতাকার অর্থও**
আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নদীর পানি আনুমানিক ১ থেকে ২৫ সেন্টিমিটার/ ৯ ইঞ্চি/আধা হাত পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে

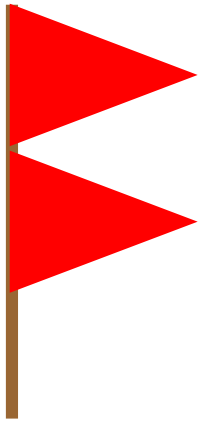

**দুই লাল পতাকার অর্থও**
আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নদীর পানি আনুমানিক ২৬ থেকে ৫০ সেন্টিমিটার/ ১৮ ইঞ্চি/এক হাত পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে

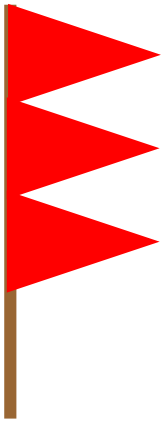

**তিন লাল পতাকার অর্থও**
আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে নদীর পানি আনুমানিক ৫০ সেন্টিমিটার/১৮ ইঞ্চি/এক হাত এর বেশী পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে

ধাপ: ৮

প্রশ্ন করে পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বন্যা সংকেত অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**পারিবারিক পর্যায়ে করণীয়**

**বর্ষা মৌসুমে করণীয়**

- রেডিও টিভি থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার খবর শোনা।
- নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- পরিবারের সব সদস্যকে প্রস্তুতির ব্যাপারে সজাগ করা।

**বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে করণীয়**

- প্রতিদিন আবহাওয়ার খবর শোনা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা।
- প্রতিদিন নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- পরিবারের সব সদস্যকে পানি বাড়ার বিষয়টি অবগত করা।
- শুকনো খাবার মজুদ করা।
- লাকরি ও জ্বালানী মজুদ করা।
- গবাদি পশুপাখির খাদ্য সংরক্ষণ করা।
- আলগা চুলা তৈরি করা।
- বীজ সংরক্ষণ করা।
- কলাগাছের ভেলা বানানো।
- গর্ভবতী নারী, ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।
- শিশুদের প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখা।
- খাবার স্যালাইনের প্যাকেট ও প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র সংরক্ষণ করা।
- কিছু নগদ অর্থ হাতে রাখা।

**বিপদসীমা অতিক্রম করলে করণীয়**

- প্রতিদিন আবহাওয়ার খবর শোনা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা।
- প্রতিদিন নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- পরিবারের সব সদস্যকে পানি বাড়ার বিষয়টি অবগত করা।
- নিচু ও চর এলাকায় বসবাসকারীদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত হওয়া।
- স্থানান্তরিত হওয়ার ক্ষেত্রে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া।

**সামাজিক পর্যায়ে করণীয়**

**বর্ষা মৌসুমে করণীয়**

- রেডিও টিভি থেকে নিয়মিত আবহাওয়ার খবর শোনা।
- নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- সমাজের সবাইকে প্রস্তুতির ব্যাপারে সজাগ করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করা।

**বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে করণীয়**

- প্রতিদিন আবহাওয়ার খবর শোনা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা।
- প্রতিদিন নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- সমাজের সবাইকে পানি বাড়ার বিষয়টি অবগত করা।
- সমাজের সবাইকে জরুরি প্রস্তুতি গ্রহণের ব্যাপারে পরামর্শ দেয়া।
- নিচু, চর এলাকা এবং ঝুঁকিপ্রবণ স্থানে বসবাসকারীদের সাবধান করা।
- গর্ভবতী নারী, ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখা।

**বিপদসীমা অতিক্রম করলে করণীয়**

- প্রতিদিন আবহাওয়ার খবর শোনা ও আবহাওয়ার পরিস্থিতির ওপর নজর রাখা।
- প্রতিদিন নিকটস্থ নদীর পানি বৃদ্ধির ওপর নজর রাখা।
- ইউনিয়ন পরিষদের নেতৃত্বে সমাজের সবাইকে পানি বাড়ার বিষয়টি অবগত করা।
- নিচু ও চর এলাকায় আটকে পরা পরিবারগুলোকে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করা।
- স্থানান্তরিত করা ক্ষেত্রে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী সদস্যদের অগ্রাধিকার দেয়া।
- আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় সহযোগিতা করা।
- আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় খাদ্য, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা।
- ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযাগ রাখা।

**প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে করণীয়**

**বন্যা মৌসুমে করণীয়**

বন্যাকালে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখুন এবং উজানে নিকটস্থ বড় নদীর পানির হ্রাসণ্ডবৃদ্ধি সম্পর্কে অবগত হোন। যোগাযোগের জন্য জরুরি টেলিফোন নম্বরসমূহ ০২-৯৫৫৩১১৮, ০২-৯৫৫০৭৫৫, ০২-৯৫৬৪৬৩১। সর্বশেষ তথ্য জানতে দুপুর ১২টার পর যোগাযোগ করুন। এছাড়াও প্রতিদিনের পত্র-পত্রিকা এবং রেডিও টেলিভিশনের সংবাদ থেকে নদণ্ডনদীর পানির হ্রাসণ্ডবৃদ্ধির সংবাদ জানুন। **বর্তমানে ১০৯০ নম্বরে কল করেও পূর্বাভাস জানা যায়।**

**বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে করণীয়**

- উজানে নিকটস্থ বড় নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করার সম্ভাবনা থাকলে সঙ্গে সঙ্গে সব ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সরকারী বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহকে বন্যার আগাম সতর্কবার্তা জানিয়ে সতর্ক করুন
- প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি গ্রহণে প্রয়োজনে উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির জরুরি সভা আয়োজন করুন।

**বিপদসীমা অতিক্রম করলে করণীয়**

- উজানে নিকটস্থ বড় নদীর পানি বিপদসীমা অতিক্রম করলে প্রতিদিন বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা জানুন।

- প্রাপ্ত সতর্কীকরণ বার্তা সম্পর্কে সব ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, সরকারী বিভাগ এবং বেসরকারী সংস্থাসমূহকে অবগত করুন এবং জনগণের কাছে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচারের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশ দিন।
- সবার আগে বাঁধের বাহিরে বসবাসকারী এবং বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলের জনগণকে বন্যার পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা জানিয়ে সতর্ক করুন।
- উদ্ধার ও স্থানান্তরে শিশু, নারী (বিশেষ করে গর্ভবতী ও সদ্য প্রসূতী), বয়স্ক, প্রতিবন্ধী ও অসুস্থদের অগ্রাধিকার দিন।
- তৃণমূল পর্যায়ে বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ বার্তা প্রচার কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে নির্দেশ দিন।

ধাপ: ৯
সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের করুন।

- দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কি?
- বাংলাদেশ আলোকে দুর্যোগ পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা কি?
- বন্যা বিপদসীমা কি?
-

## বন্যার পূর্বাভাস ও ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল

বিষয়বস্তু-৬.১ আইডাব্লিউএফএম কর্তৃক প্রণীত ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল সম্পর্কে বুঝতে এবং প্রয়োগ করতে পারবে
বিষয়বস্তু-৬.২ আইডাব্লিউএফএম কর্তৃক প্রণীত এফপিপি মডেল থেকে প্রাপ্ত আগাম সতর্কবার্তা অংশগ্রহনকারীগন সঠিকভাবে বুঝতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবে
বিষয়বস্তু-৬.৩ আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে সংকেত উপকরণ ও বিশেষায়ীত সরঞ্জাম সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার করতে পারবে

- নারী, কিশোরী, শিশু ও প্রতিবন্ধীতা বান্ধব আগাম সতর্কবার্তা অনুধাবণ, প্রচার ও তাঁদের কার্যকর অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণের কলকৌশল জানতে এবং প্রয়োগ করতে পারবেন

**উদ্দেশ্য:** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ আইডাব্লিউএফএম কর্তৃক প্রণীত এফপিপি মডেল কর্তৃক প্রদত্ত বন্যা সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা, সংকেত পতাকা ও তার ব্যাখ্যা, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বন্যা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী করণীয়, বন্যা সতর্ক সংকেত ও তার ব্যাখ্যা এবং সমাজভিত্তিক বন্যা সতর্ক সংকেত প্রচারের রূপরেখা, পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বন্যা সংকেত অনুযায়ী করণীয় সম্পর্কে জানতে বুঝতে, অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন এবং আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে ব্যবহৃত বিশেষায়ীত সরঞ্জাম সম্পর্কে জানতে ও ব্যবহার করতে পারবে।

**পদ্ধতি:** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়: ১** ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**উপকরণ:** বোর্ড, বোড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট, আগাম সতর্কবার্তা প্রদানে ব্যবহৃত বিশেষায়ীত সরঞ্জাম

**পাঠ প্রক্রিয়া:**

প্রশিক্ষণ সহয়িকা:
সহায়ক এই সেশনটি দুটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারেন-

১. Dynamic Flood Risk Model (DFRM) এর পরিচিতি, এবং
২. ঝুঁকি, সম্পদ ও নির্গমন মানচিত্র

সহায়ক এখানে একটি প্রশ্ন-উত্তর পর্ব পরিচালনা করতে পারেন। এতে প্রশিক্ষনার্থীদের এতদ বিষয়ে জ্ঞানের পর্যালোচনা করা সাপেক্ষে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া সহজ হবে।

১. ফ্যাসিলেটিটর একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা দিয়ে অধিবেশনটির উদ্বোধন করতে পারেন যে "ডিএফআরএম" কী, ডিএফআরএম কীভাবে বিকাশ করা হয় এবং কেন ডিএফআরএম প্রয়োজনীয়
২. সুবিধার্থক এফএফডব্লিউসি এর ডাব্লুএল ডেটা প্রবেশ করে ডিএফআরএম থেকে বন্যার ঝুঁকি মানচিত্র উত্তোলনের প্রক্রিয়াটি প্রদর্শন করতে পারে
৩. সুবিধার্থক তারপরে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ মানচিত্রটি ছড়িয়ে দিতে এবং বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ মানচিত্রের ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারে

ডায়নামিক বন্যার ঝুঁকি মডেল (ডিএফআরএম) এর সংক্ষিপ্তসার
ডিএফআরএম কী?

- ডায়নামিক বন্যা ঝুঁকি মডেল (ডিএফআরএম) একটি অঞ্চল নির্দিষ্ট বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ মডেল যা এফএফডব্লিউসি পূর্বাভাসিত তথ্য ব্যবহার করে স্থানীয় বন্যার ইভেন্টের ডেটা (ডুবে যাওয়ার ক্ষেত্র, গভীরতা, বেগ এবং সময়কাল) উত্পন্ন করে
- বন্যার ঝুঁকি ম্যাপিং প্রশাসকদের এবং পরিকল্পনাকারীদের বন্যার ঝুঁকির ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি চিহ্নিত করতে এবং তারা কোন ডিগ্রীতে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে, এবং প্রতিক্রিয়া জানাতে এবং পুনরুদ্ধার করার ক্ষমতা সক্ষম করে।
- বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলি সরিয়ে নেওয়ার জন্য বন্যার আশ্রয়ের অবস্থানগুলিতে সহায়তা করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে বন্যার ঝুঁকি ও ঝুঁকিপূর্ণ মানচিত্রগুলি এই অঞ্চলগুলি থেকে দূরে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলি চিহ্নিত করে এবং স্টিয়ারিং বিকাশের মাধ্যমে পরিকল্পনা এবং উন্নয়নের পক্ষে সহায়তা করতে পারে।
- মডেলটির মূল উদ্দেশ্য FFWC সতর্কতা সংশোধন করা এবং সম্প্রদায় স্তরের বন্যার জলাবদ্ধতা, বিপত্তি এবং ঝুঁকি মানচিত্র (চিত্র ১২) উত্পন্ন করা

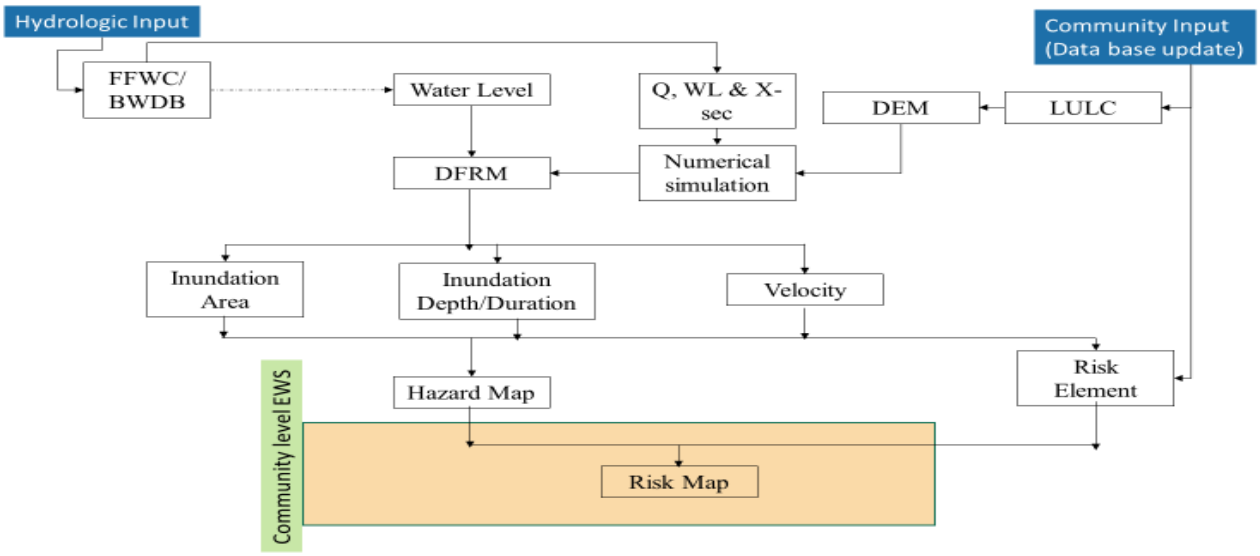


চিত্র 12: ডায়নামিক ফ্লাড রিস্ক মডেল (DFRM) এর স্কিমাইটিজেশন

ডিএফআরএমের কার্যনির্বাহী

Model মডেল গ্রিড এবং বাথাইমেট্রি জেনারেশন: বিডাব্লুডাবির সর্বশেষ বাথমেট্রি (বছর ২০২০) এবং টপোগ্রাফিক ডেটা (উপগ্রহ চিত্র-এসআরটিএম) মডেল গ্রিড এবং বাথমেট্রি (চিত্র ১৩) উত্পন্ন করার জন্য বিবেচনা করা হয়। মডেল অঞ্চলটি পুরো ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদী এবং দুধকুমার, ধরলা, তিস্রা এবং পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর কয়েকটি অংশ নিয়ে গড়ে ২২৪৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের width ৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের। ২D হাইড্রোডাইনামিক সিমুলেশন সম্পাদনের জন্য মোট অঞ্চলটি 127x893 কোষগুলি বক্ররেখার গ্রিডে বিভক্ত করা হয়েছে।

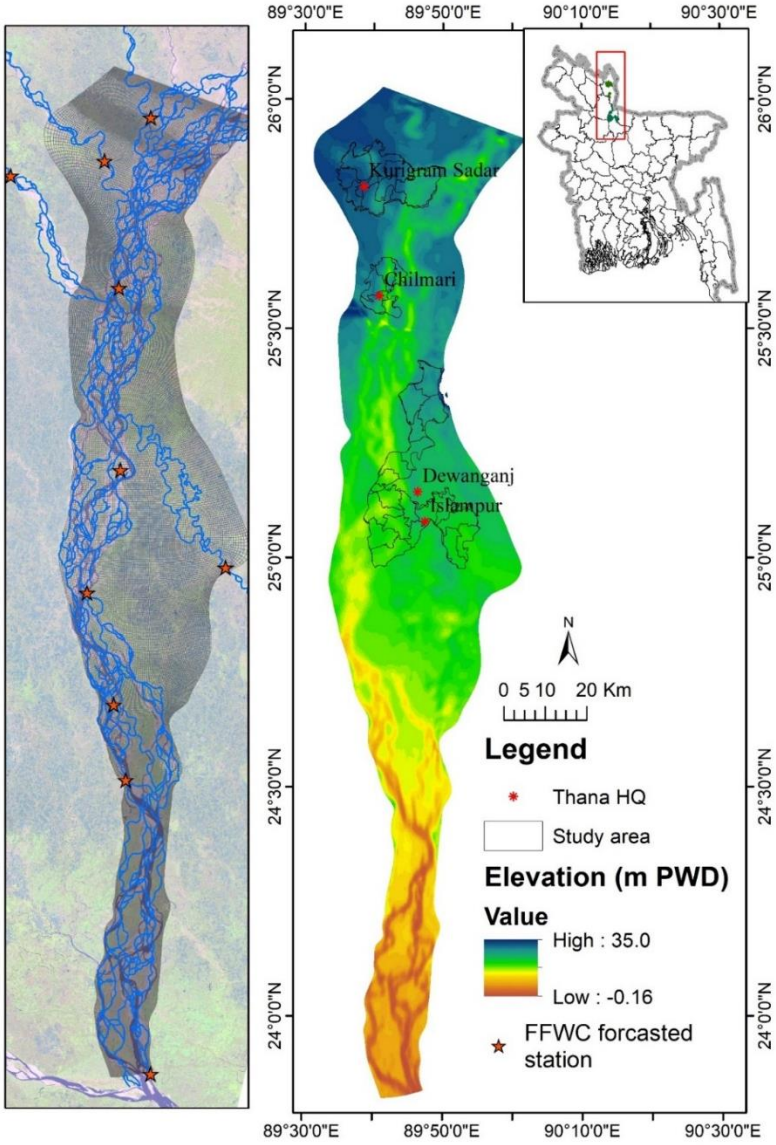


চিত্র ১৩: মডেলের গ্রিড (বাম) এবং বাথমেট্রি (ডান)

Cen পরিস্থিতি জেনারেশন: ১৯৫৬ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিডাব্লুডিবি নদীর জলবাহী অবস্থার কথা বিবেচনা করে বিডাব্লুডিবি-র স্রাব এবং জলের স্তর উপলভ্য টাইম-সিরিজের তথ্য (প্রায় দৈনিক) থেকে প্রায় scen০ টি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ব্রহ্মপুত্র-যমুনার পর্যবেক্ষণ / উত্পন্ন স্রাবের তথ্য , তিস্তা, ধরলা এবং দুধকুমার নদী উজানের সীমানা হিসাবে বিবেচিত হয়। একই সময়ে ব্রহ্মপুত্র-যমুয়ানা (আরিচা), পুরাতন ব্রহ্মপুত্র (জামালপুর), ঝিনাই (জুকার চর) এর জলস্তর পর্যবেক্ষণ / উত্পন্ন জল স্তরকে নিম্ন প্রবাহের সীমানা হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সিমুলেশন ফলাফলগুলি এক্সট্রাক্ট করুন: সিমুলেশন ফলাফল থেকে বিপদ সম্পর্কিত তথ্য যেমন ডুবে যাওয়ার ক্ষেত্র, ডুবে যাওয়ার গভীরতা, ডুবে যাওয়ার সময়কাল এবং রক্ত প্রবাহের গতি সমস্ত পরিস্থিতিতেই বের করা হয়েছে।
Flood বন্যার ঝুঁকির মানচিত্রের উত্সাহ: প্রতি বছর ডাব্লুএলএফএফডাব্লুসি এর ভবিষ্যদ্বাণী থেকে অ্যালগরিদমগুলি তৈরি করা হয়েছে যা সেই দৃশ্যের দ্বারা উত্পাদিত সবচেয়ে কাছের দৃশ্য এবং ঝুঁকি স্থানীয় লোকদের মধ্যে প্রচারিত হবে।

বন্যার ঝুঁকি ম্যাপিং
জলাবদ্ধতার ক্ষেত্র, জলের গভীরতা, জলের গভীরতা এবং বন্যার প্রবাহের বেগের মতো বিপদ সম্পর্কিত তথ্যগুলি মডেল থেকে ৩৫৫ দিনের জন্য সমস্ত পরিস্থিতিতে উত্তোলন করা হয়েছে। (চিত্র ১৪ এ উদাহরণ দেখানো হয়েছে।)

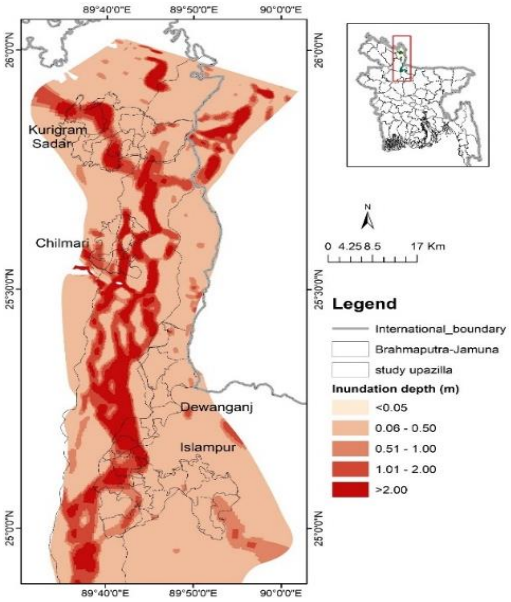


চিত্র 14: 1998 সালের 14 ই জুনের বন্যার কারণে অধ্যয়ন এলাকার বন্যার জলের মানচিত্র

20 ব্রহ্মপুত্র-যমুনার চরগুলিতে জানুয়ারী 2020 এর সময় জরিপ পরিচালনা, সাহিত্য পর্যালোচনা এবং মডেল ফলাফলগুলি দ্বারা স্থানীয় জনগণের ধারণা থেকে, বেশ কয়েকটি বন্যার ঝুঁকি সূচককে 1 থেকে বর্ণিত 0 থেকে 4 পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে।
 হ্যাজার্ড র‍্যাঙ্কিং 0 খুব কম বিপদকে ইঙ্গিত দেয় যে 0.18.3.3 মিটার ডুবে যাওয়ার পরিমাণ, বন্যার গড় গতিবেগ 0.01 থেকে 0.02 মি গড় বন্যার সময়কাল সহ (যেমন নদী বন্যার 75 দিনের) রয়েছে।
 তদনুসারে 3 র‍্যাঙ্কিং জীবন ও জীবিকার পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির সাথে একটি অতি উচ্চ বিপদ নির্দেশ করে যা উচ্চ গতিবেগ (> 0.06 মি / সেঃ) এবং 60% দীর্ঘ সময়কাল সহ 1 মিটারের বেশি বন্যার গভীরতার সাথে মিলিত হয়। 1998 সালের 14 ই বন্যার জন্য এই জাতীয় বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ মানচিত্রের একটি উদাহরণ চিত্র 15 এ দেখানো হয়েছে।

সারণী 1: হ্যাজার্ড জোনের বর্ণনা
বন্যার গভীরতা (মি) বন্যার গতিবেগ (মি / গুলি) বন্যার সময়কাল (দিন) হ্যাজার্ড র‍্যাঙ্কিং হ্যাজার্ড জোন বিপদ অঞ্চলের সংজ্ঞা
0.1-0.3 0.01-0.02 গড় বন্যার সময়কাল 0 কম কারণ এবং সম্পত্তি খুব কম হবে বলে আশা করা হচ্ছে
0.3-0.06 0.02-0.04 20% 1 মাঝারি কারণ এবং সম্পত্তি ক্ষতি তুলনামূলকভাবে বেশি হতে পারে বলে আশা করা হচ্ছে
0.06-1.0 0.04-0.06 40% 2 সম্পত্তির উচ্চ ক্ষয়ক্ষতি যথেষ্ট বিস্তৃত এবং প্রাণহানির সম্ভাবনা বেশি
> 1.0> .06 60% 3 খুব বেশি সমস্ত স্তরে, গুরুতর ক্ষতির আশঙ্কা করা হয়

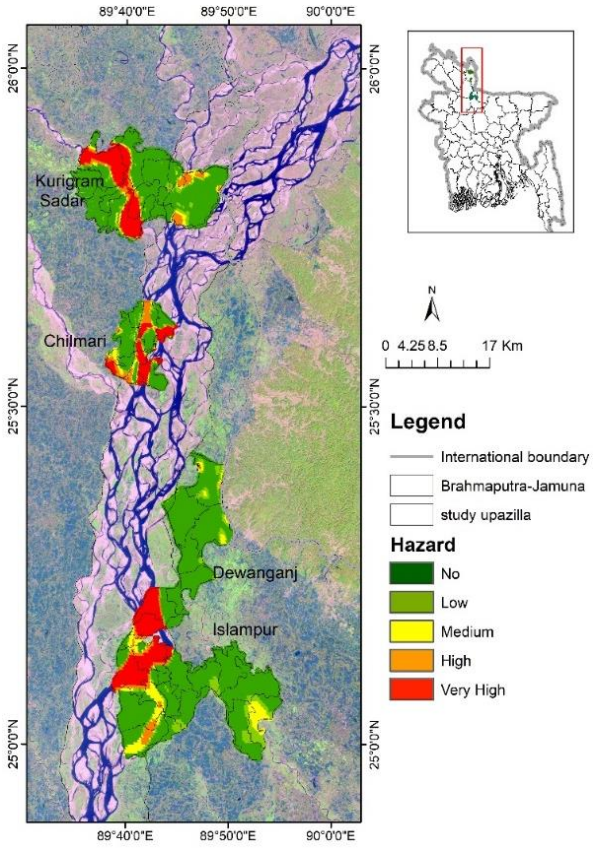


চিত্র 15: 1998 সালের 14 জুনে বন্যার ঝুঁকিপূর্ণ মানচিত্রের একটি উদাহরণ

বন্যার ঝুঁকি মূল্যায়ন এবং ম্যাপিং
কাজ চলছে: ক্ষেত্রের ডেটা দরকার
DFRM ইন্টারফেস
D ডিএফআরএম মডেলটিতে, ব্যবহারকারীকে এফএফডাব্লুসি দ্বারা পূর্বাভাস করা রিয়েল-টাইম বাহাদুরাবাদ, হার্ডিঞ্জ এবং ভৈরব বাজার পয়েন্টের জলের স্তর সরবরাহ করা উচিত।
 তারপরে ড্রপ-ডাউন বাক্স থেকে পছন্দসই জেলা এবং উপজেলা নির্বাচন করুন এবং মানচিত্রের প্রকারটি নির্বাচন করুন।
Desired তারপরে কাঙ্ক্ষিত মানচিত্রটি দেখতে বাটন জমা দিন ক্লিক করুন (চিত্র 15)

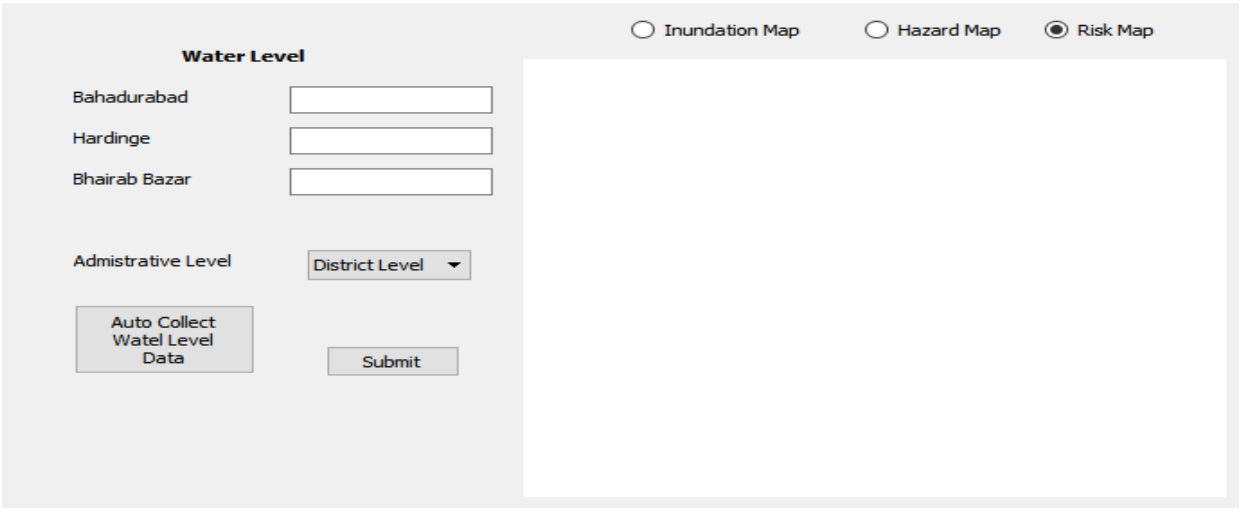

চিত্র 16.a: গতিশীল বন্যার ঝুঁকি মডেল (ডিএফআরএম) ইন্টারফেস ঃ পানি স্তর মানচিত্র

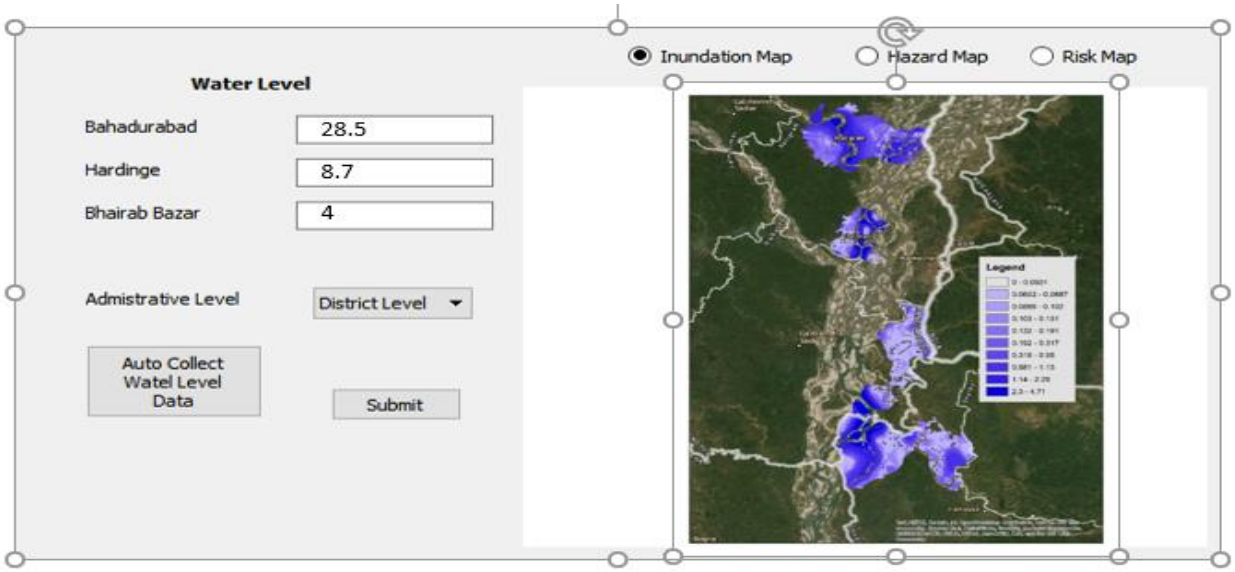


চিত্র 16.b বন্যার বিপদ মানচিত্র (ডিএফআরএম) ইন্টারফেস

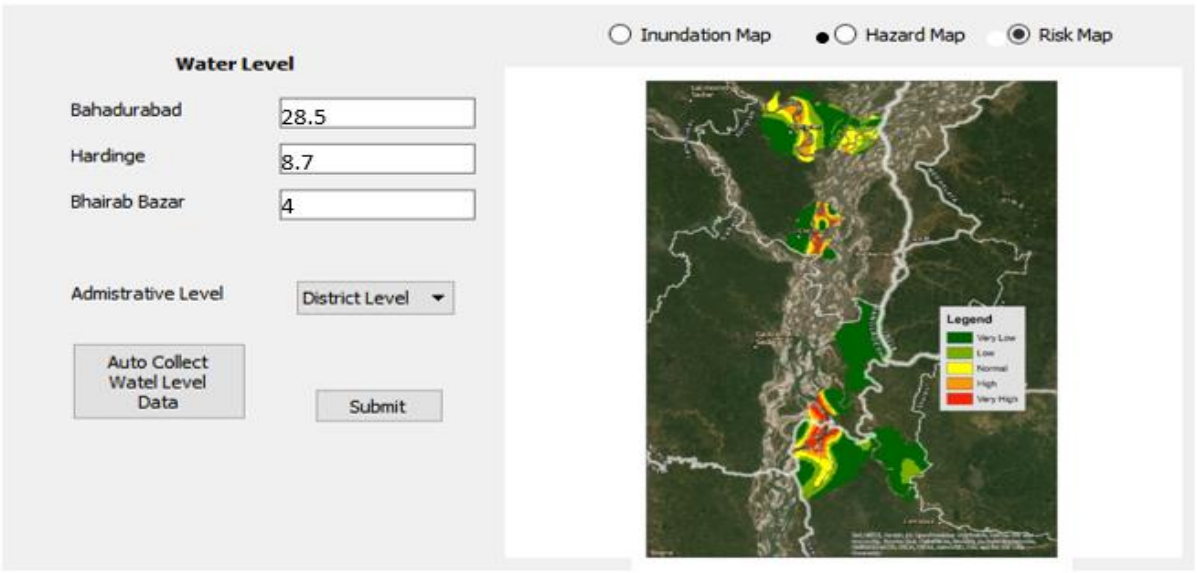


৩.৪ অধিবেশন: বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের কৌশল

৩.৪.১ সুবিধা প্রদানকারীদের গাইডলাইন

॥ ফ্যাসিলিটেটরকে সম্প্রদায়ের লোক / স্বেচ্ছাসেবীদের কাছে বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার কৌশলটির বিদ্যমান অনুশীলন জিজ্ঞাসা করা উচিত।

॥ সুবিধার্থীদের ফ্লিপ চার্ট এবং প্রজেক্টরে অংশগ্রহণকারীদের দৃষ্টিভঙ্গির যথাযথ ডকুমেন্টেশন বজায় রাখা উচিত।

॥ সুবিধা প্রদানকারী দল উপরোক্ত ধারণা সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের মতামতগুলি ভাগ করবে এবং রেফারেন্সগুলি ব্যবহার করে আরও ভাল বোঝার জন্য একটি সহজ ধারণা তৈরি করবে।

3.4.2 উদ্দেশ্য

এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীরা সক্ষম হবেন

বন্যার ঝুঁকি তথ্য প্রচারের কৌশলটির পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াটি বোঝার জন্য।

বন্যার ইভেন্টের সময় স্বেচ্ছাসেবীদের প্রাথমিক ভূমিকা শিখতে হবে।

৩.৪.৩ সরবরাহের পদ্ধতি:

- পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা
- উন্মুক্ত বা গোষ্ঠী আলোচনা
- ইন্টারনেট ব্রাউজিং

3.4.4 উপাদান ব্যবহার করা

পাওয়ার পয়েন্ট, মাল্টি মিডিয়া প্রজেক্টর, পয়েন্টার, ল্যাপটপ, হোয়াইট বোর্ড, স্থায়ী চিহ্নিতকারী এবং / অথবা হোয়াইটবোর্ড মার্কার বিভিন্ন রঙে, কালি রিমুভার, মাল্টি কালার সাইন পেন ইত্যাদি

3.4.5 প্রক্রিয়া

"বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের কৌশল" কী তা ব্যাখ্যা করার জন্য সুবিধা প্রদানকারী একটি পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা দিয়ে শুরু করতে পারেন

॥ সুবিধার্থক বন্যা ঝুঁকি তথ্য প্রচারের কৌশল এবং এর গুরুত্বের সঠিক নকশা কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে পারে।

 ফ্যাসিলিটেটর আরও ব্যাখ্যা করতে পারেন "বন্যার সতর্কতা প্রচার ব্যবস্থায় বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকা কী?"

 মুক্ত আলোচনা

3.4.6 সময়কাল: 1.5 ঘন্টা

3.4.7 সংজ্ঞা

বিদ্যমান বন্যার ঝুঁকি তথ্য প্রচারের কৌশল

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কতা কেন্দ্র হ'ল বাংলাদেশের বন্যা পূর্বাভাসের কেন্দ্রবিন্দু সংস্থা যা ২৪, ৪৮, 962, 969 এবং ১২০ ঘণ্টার জন্য পূর্বাভাস বুলেটিন সহ প্রতিদিনের পানির স্তর এবং বৃষ্টিপাতের পরিস্থিতি রিপোর্ট সরবরাহ করে provides প্রতি বছর এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত।

অপারেশনাল বন্যা পূর্বাভাস সিস্টেমটি বাংলাদেশের উপলভ্য স্টেশনগুলি থেকে প্রাপ্ত রিয়েল-টাইম জলের স্তরের ডেটা এবং বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদফতর (বিএমডি) দ্বারা সরবরাহিত সংখ্যাসমূহের আবহাওয়ার পূর্বাভাস মডেলগুলির পরিমাণগত বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাসের উপর ভিত্তি করে।

পূর্বাভাস করা তথ্য হ'ল জাতীয়-স্তরের তথ্য যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রায়শই বুঝতে অসুবিধে হওয়া 'বিপদসীমার স্তর' হিসাবে তৈরি হয়। তদুপরি কোনও ঝুঁকি বা ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য নেই।

এফএফডব্লিউসি সতর্কতার প্রচারটি জাতীয় দুর্যোগ পরিচালনা কমিটি (ডিএমসি) থেকে মিডিয়া কভারেজের সাথে ইউনিয়ন ডিএমসিতে যায়।

সদ্যজাত বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের কৌশল

নতুন বিকশিত বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য (ডিএফআরএম দ্বারা উত্পাদিত) প্রচার কৌশল একই সাথে বিদ্যমান সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে ইউনিয়ন ডিএমসির অধীনে কমিউনিটি স্তরের, একটি নতুন স্থানীয় সম্প্রদায় ইউনিট প্রস্তাব করা হয়েছে (চিত্র 17 এ দেখানো হয়েছে)

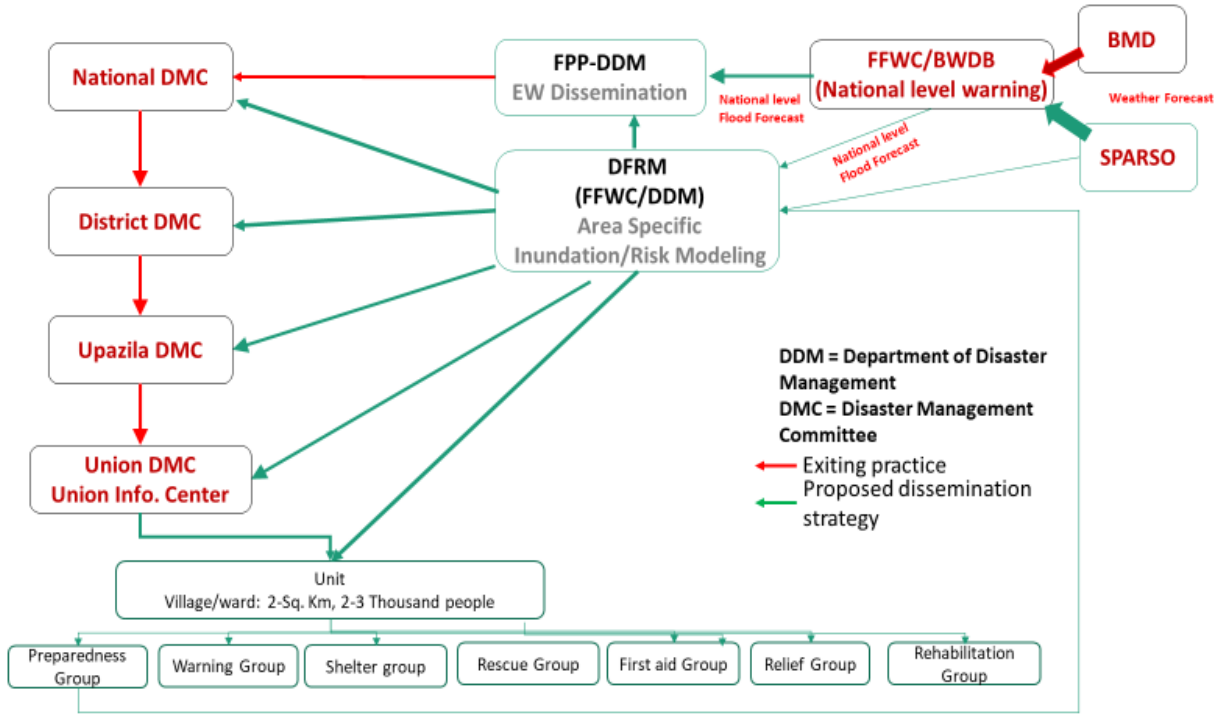


চিত্র 17: প্রত্যাশিত বন্যার পূর্বাভাস তথ্য প্রচারের কৌশল

ইউনিটে several টি উপ-ইউনিট যেমন- প্রস্তুতি গ্রুপ, সতর্কতা গ্রুপ, শেল্টার গ্রুপ, রেসকিউ গ্রুপ, ফার্স্ট এইড গ্রুপ, রিলিফ গ্রুপ এবং রিহ্যাবিলিটেশন গ্রুপে কাজ করার কথা বলে মনে করা একাধিক স্বেচ্ছাসেবীর গ্রুপ থাকবে।
 প্রতিটি গ্রুপ তিনটি স্বেচ্ছাসেবীর এক পুরুষ, একজন মহিলা এবং একটি গ্রুপ নেতা (পুরুষ / মহিলা) দ্বারা গঠিত হবে।
Volunteer স্বেচ্ছাসেবীর সংখ্যা 2 বর্গকিলোমিটার আয়তনের পর্যাপ্ত হতে হবে, 2-3-2 হাজার মানুষকে পরিষেবা প্রদান করে।

স্বেচ্ছাসেবীদের ভূমিকা

স্বেচ্ছাসেবীরা দুর্যোগ পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শুরু থেকে শেষ অবধি সাধারণ সময়ে স্বেচ্ছাসেবীদের বন্যা প্রতিরোধক সমাজ গঠনের জন্য কিছু কৌশল ও কর্মসূচি অনুসরণ করতে হবে।

প্রস্তুতি গ্রুপ

 'প্রস্তুতি গ্রুপ' সদস্যরা লিফলেট বিতরণ করবেন, মাইকের মাধ্যমে ঘোষণা করবেন, কমিউনিটি সভার ব্যবস্থা করবেন এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য থিয়েটারের ব্যবস্থা করবেন।
(Disaster) দুর্যোগের প্রস্তুতির অংশ হিসাবে, স্বেচ্ছাসেবক এবং অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক সংস্থা সম্প্রদায়ের শুকনো খাবার যেমন - তে জমা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে; ভাত, পফড চাল, চিরা ইত্যাদি এবং এটি দুর্যোগের পরপরই খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।
(Cooking) রান্না করার সমস্যা সমাধানের জন্য পোর্টেবল চুলা অন্যতম বিকল্প। স্বেচ্ছাসেবকরা সম্প্রদায়কে পোর্টেবল চুলা তৈরির বিষয়ে জ্ঞানবান করার উদ্যোগ নেবেন যাতে দুর্যোগের সময় তারা এটিকে একটি নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে পারে বা অল্প সময়ের মধ্যে দুর্যোগের পরে তারা তাদের রান্না চালিয়ে যেতে পারে।

দুর্যোগের সময় এবং পরে, স্বাস্থ্যের সমস্যাটি কিছু অঞ্চলে সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায়। স্বেচ্ছাসেবীরা বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) এবং দুর্যোগ, আশ্রয় কেন্দ্র এবং প্রশিক্ষণের সমস্যার কারণে স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কর্মসূচি পরিচালনা করবেন যাতে দুর্যোগের সময়কালে স্বাস্থ্য ও রোগের অবস্থা আরও খারাপ না হয়

সতর্কতা গ্রুপ

 'সতর্কতা গোষ্ঠী' ইউনিয়ন দুর্যোগ পরিচালনা কমিটিগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখবে যারা ডিএফআরএম উত্পন্ন ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করবে এবং গণমাধ্যমের সহায়তায় প্রারম্ভিক সতর্কতা এবং বন্যার ঝুঁকি সম্পর্কিত তথ্য প্রচার করবে।

If মসজিদ, মাইকিং এবং যদি পাওয়া যায় তবে কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে তারা সতর্কতা প্রচারের ব্যবস্থা করবে।

Volunteer মহিলা স্বেচ্ছাসেবকরা বন্যার সময় ক্ষয়ক্ষতি ও লোকসান হ্রাস করতে সম্প্রদায়ের মহিলাদের মধ্যে প্রেরণা ও সতর্ক করবেন, তাই তারা আরও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

শেল্টার গ্রুপ

 'শেল্টার গ্রুপ' সম্প্রদায়কে যথাসময়ে বন্যার আশ্রয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করার জন্য কাজ করবে এবং বন্যার আশ্রয়স্থলীর স্বাস্থ্যবিধি, সুরক্ষা-সুরক্ষা নিশ্চিত করবে।

 তারা মহিলা ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করবে এবং বন্যার সময় তাদের আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

রেসকিউ গ্রুপ

Flood বন্যার পরে এবং পরবর্তী সময়ে 'উদ্ধারকারী গোষ্ঠী' আহত ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উদ্ধার করতে সক্রিয়ভাবে কাজ করা উচিত।

Group এই গোষ্ঠী স্বেচ্ছাসেবীদের মৃত মানুষ এবং পশুপাখিদের দাফনের ব্যবস্থা করা উচিত।

ফার্স্ট এইড গ্রুপ

The দুর্যোগের সময় এবং পরে, স্বাস্থ্যের সমস্যাটি কিছু অঞ্চলে সবচেয়ে খারাপ হয়ে যায়।

Group এই গোষ্ঠীটি বিশেষত প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা (পিএইচসি) এবং দুর্যোগের কারণে স্বাস্থ্য সমস্যার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি প্রোগ্রাম পরিচালনা করবে।

Flood বন্যার পরে এবং পরবর্তী সময়ে 'প্রাথমিক চিকিত্সা গোষ্ঠী' আহত লোকদের প্রাথমিক চিকিত্সা সরবরাহ করার জন্য এবং তাদের নিকটস্থ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার জন্য গাইড হিসাবে সক্রিয়ভাবে কাজ করা উচিত।

ত্রাণ গ্রুপ

Group এই গোষ্ঠী স্বেচ্ছাসেবকরা তাদের নিজস্ব সম্পদ এবং নৈতিকতা এবং সময়ে সময়ে তাদের আপডেট করা উচিত দ্বারা প্রভাবিত সম্প্রদায়ের জন্য "ত্রাণ বিতরণ চার্ট" তৈরি করবেন।

Chart চার্টটি ক্ষতিগ্রস্থ সম্প্রদায়ের প্রয়োজনীয় মূল্যায়ন এবং ত্রাণ বিতরণের পরিস্থিতি অন্তর্ভুক্ত করবে।

Developed উন্নত চার্টটি সমস্ত স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট, ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা এবং জেলাগুলিতে পাওয়া উচিত।

পুনর্বাসন গ্রুপ

এই গোষ্ঠীটি জীবিকা, আবাসন, ত্রাণ ও খাদ্য, স্বাস্থ্য ও রোগ ও শিক্ষা খাতে প্রেরণাদায়ী প্রশিক্ষণ এবং ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষকে নতুন উপায়ে কাজ করতে বৃহত্তম ভূমিকা পালন করবে।

পুনর্বাসন গোষ্ঠী' মানসিকভাবে আহত লোকদের জন্য পুনরুদ্ধারের থেরাপির ব্যবস্থা করা উচিত।

স্বীকৃতি

ডকুমেন্টটি প্রস্তুত করার জন্য বুয়েটের প্রকল্প 'বাংলাদেশে বন্যা ও ঝড়ের জেরের বিরুদ্ধে বিপর্যয় প্রতিরোধ / প্রশমন ব্যবস্থা' অর্থায়নে বিডব্লিউডিবি, সিপিপি এবং জেএসটি-জাইকা'র ভূমিকা স্বীকার করেছেন লেখকরা।

# অধিবেশন ৭ঃ দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান- চাহিদা নিরূপণ, সন্ধান ও উদ্ধার

বিষয়বস্তু- ১০.১ ধারণা ও উদ্দেশ্য
বিষয়বস্তু- ১০.২ জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পদ্ধতি ও টুলস
বিষয়বস্তু- ১০.৩ অনুসন্ধান ও উদ্ধার
বিষয়বস্তু- ১০.৪ প্রাথমিক চিকিৎসা ধারণা ও উদ্দেশ্য
বিষয়বস্তু- ১০.৫ দুর্যোগে স্বাস্থ্য পরিচর্যা
বিষয়বস্তু- ১০.৬ আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা
বিষয়বস্তু- ১০.৭ ত্রান ব্যবস্থাপনা

**উদ্দেশ্যঃ** এই অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ চাহিদা নিরূপনের উদ্যেশ্যে (নারী-পুরুষের সমতাভিত্তিক) জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পদ্ধতি ও টুলস, সন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা ধারণা ও উদ্দেশ্য, দুর্যোগে স্বাস্থ্য পরিচর্যা, আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা, ত্রান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে জানতে বুঝতে এবং অন্যদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।

**পদ্ধতিঃ** মুক্ত চিন্তার ঝড়, বক্তৃতা আলোচনা, প্রদর্শন, উন্মুক্ত ফোরামে আলোচনা

**সময়ঃ** ২ ঘণ্টা ১৫ মিনিট

**উপকরণঃ** বোর্ড, বোড মার্কার, পোস্টার পেপার, পার্মানেন্ট মার্কার, লিখিত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট

**পাঠ প্রক্রিয়াঃ**

ধাপঃ ১
সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম শুরু করুন।

ধাপঃ ২
এই পর্যায়ে চাহিদা নিরূপন ও এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**চাহিদা নিরূপন এবং এর উদ্দেশ্য**

সাধারণত দুর্যোগ চলাকালে এবং দুর্যোগের পরে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সরকারি বেসরকারিভাবে নানা ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে সাধারণত জনগণের প্রয়োজনকে বিবেচনা না করেই অধিকাংশ ত্রাণ কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। অতীতে দেখা গিয়েছে এই ধরনের ত্রাণ কর্মকান্ড অধিকাংশ ক্ষেত্রে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়। বয়স, লিঙ্গ এবং শারিরীক সক্ষমতার পার্থক্যের কারণে দুর্যোগ চলাকালে এবং দুর্যোগের পরে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনগুলো ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সুতরাং আমরা যদি প্রকৃত অর্থে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর ভোগান্তি লাঘব করতে চাই তবে প্রথমেই আমাদের জানা প্রয়োজন তাদের কি ধরনের সহযোগিতার প্রয়োজন আছে। চাহিদা নিরূপণ হচ্ছে একটি নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়া যা প্রয়োগ করে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর প্রকৃত প্রয়োজনগুলো জানা সম্ভব হয়। সাধারণত দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে চাহিদা নিরূপন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা উচিত।

চাহিদা নিরূপনের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে তাদের চাহিদা মোতাবেক সাড়া প্রদান এবং সাড়াপ্রদান কার্যক্রমকে অর্থবহ করা।

ধাপঃ ৩
এই পর্যায়ে জরুরি চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, পদ্ধতি ও টুলস সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

ধাপ: ৪
এই পর্যায়ে অনুসন্ধান ও উদ্ধার সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**উদ্ধার ও অনুসন্ধান**

অনুসন্ধান ও উদ্ধার হচ্ছে একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে যে কোন দুর্যোগে আটকেপড়া ব্যক্তিদের অবস্থান চিহ্নিত করা, বিপদগ্রস্ত বা জনবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিয়ে আসা এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হয়।

**অনুসন্ধান ও উদ্ধারের লক্ষ্য**

অনুসন্ধান ও উদ্ধারের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে, মৃত্যুর হার ও পঙ্গুত্বের হার কমানো

**অনুসন্ধান ও উদ্ধারের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য**

- অনুসন্ধান ও উদ্ধার সম্পর্কে সচেতনতার উন্নতি করা
- দ্রুত সাড়া দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা
- জীবন রক্ষাকারী কৌশলসমূহের সঙ্গে পরিবারের সব সদস্যকে পরিচয় করানো
- স্থানীয় উপকরণ ও ধারণার ব্যবহার উপযোগী করা
- গ্রাম পর্যায়ে উদ্ধার দল গঠন করা

**সন্ধান করার সময় কিছু বিষয় বিবেচনা করতে হবে-**

- নিজের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে
- নিরবচ্ছিন্নভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে
- সঠিক সমস্যা চিহ্নিত করতে হবে
- আটকেপড়া ব্যক্তিদের সঠিক অবস্থান চিহ্নিত করতে হবে
- আহত ব্যক্তিদের বিপজ্জনক অবস্থা থেকে রক্ষা করতে হবে
- প্রাথমিক চিকিৎসা দিতে হবে হবে
- দ্রুত হাসপাতালের সহায়তা দিতে হবে।

# অধিবেশন ৮ ঃ দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - প্রাথমিক চিকিৎসা ও রেফারেল

ধাপ: ৫
এই পর্যায়ে প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**প্রাথমিক চিকিৎসা**

একজন আহত ব্যক্তিকে সর্বপ্রথম যে সহযোগিতা বা সেবা প্রদান করা হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে। সুতরাং কোন আহত বা অসুস্থ ব্যক্তিকে হাসপাতালে পাঠানোর আগে অথবা ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার যেন অবনতি না হয় সেজন্য যে সেবা দেয়া হয় তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বলে।

**প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা ও উদ্দেশ্য**

ক) জীবন রক্ষা/ত্রাণ বা উপশমের ব্যবস্থা করা।
   ১. রক্তপাত বন্ধ করা।

২. কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করা।
৩. রোগী শক পেলে চিকিৎসা করা।

খ) রোগীর অবস্থা যাতে আরো অবনতির দিকে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখা।
গ) আরোগ্য লাভ বা পুনরুদ্ধারের অগ্রগতি সাধনের সহায়তা করা।
ঘ) ভাঙ্গা হাড় অনড় রাখা
ঙ) ব্যথার উপশম করা।
১. পানি বা বরফ দেয়া।
২. গরম সেক দেয়া।

**প্রাথমিক চিকিৎসকের করণীয় কাজ**

১. কি ঘটেছে খুঁজে বের করা।
২. যে কোন বিপদাপদ থেকে সাবধান হওয়া এবং এদের মোকাবেলায় সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৩. রোগীর জখম বা অবস্থার সঙ্গে শান্তভাবে এবং দক্ষভাবে মোকাবেলা করা।
৪. আহতের যত্নের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যবস্থা করা অর্থ্যাৎ আহত যাতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া, বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া অথবা আহতকে হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করা।
৫. একজন ভাল প্রাথমিক চিকিৎসককে সম্পদের সম্ভাবনা সন্ধানে দক্ষ হতে হবে এবং হাতের কাছে যা কিছু পাওয়া যাবে তা কাজে লাগাতে সমর্থ হতে হবে।

**প্রাথমিক চিকিৎসকের বর্জনীয় বিষয়**

১. নিজেকে ডাক্তার মনে করা।
২. আহতকে মৃত বলে ঘোষণা করা।
৩. বিষপানের রোগীকে ঘুমাতে দেয়া।
৪. অজ্ঞান অবস্থায় রোগীকে কিছু খেতে দেওয়া।
৫. রোগীকে বেশি নাড়াচাড়া করা।
৬. রোগীর চারপাশে ভিড় জমতে দেওয়া।

ধাপ: ৬
এই পর্যায়ে দুর্যোগে স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**সাধারণত দুর্যোগ পরিস্থিতিতে যে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা যায় তা হচ্ছেগু**

- পেটের পীড়াজনিত রোগব্যাধি যেমন- আমাশয়, ডায়রিয়া, কলেরা ইত্যাদি।
- ঠান্ডা লাগা জনিত রোগব্যাধি যেমন- সর্দি, কাশি, জ্বর, গলা ব্যথা ইত্যাদি।
- চর্ম রোগ যেমন- খোস, পচড়া, চুলকানি ইত্যাদি।
- চোখের রোগ যেমন- চোখ ওঠা।
- নারীদের বিশেষ রোগব্যাধি। যেমন- লিকুরিয়া।

**স্বাস্থ্য রক্ষায় করণীয়-**

- নিরাপদ পানি পান করা।
- পরিশোধন বা ফুটিয়ে পানি পান করা।
- দূষিত পানি ব্যবহার না করা। যেমন- বাসনপত্র না ধোয়া।
- দূষিত পানিতে গোসল না করা।

- ব্যক্তিগতপর্যায়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা মেনে চলা।
- খোলা জায়গায় মলত্যাগ না করা।
- নারীদের ক্ষেত্রে ঋতুকালে সাবধানতা অবলম্বন করা এবং দুষিত পানিতে ঐ সময় ব্যবহারিক কাপড় না ধোয়া।
- শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া।
- স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা।

# অধিবেশন ৯ ঃ দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - মানবিক সহায়তা কার্যক্রম

ধাপ: ৮
এই পর্যায়ে ত্রান ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**ত্রাণ বিতরণের সমস্যা ও সমাধানে করণীয়**

**ত্রাণ বিতরণে সমস্যা**

- প্রকৃত উপকারভোগী নির্বাচনে স্বচ্ছতার অভাব।
- কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সেবা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়।
- কোনো কোনো পরিবার একাধিকবার সেবা পেয়ে থাকে।
- সেবার মান ও পরিমাণ সম্পর্কে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী অবগত থাকে না।
- ত্রাণকর্মীদের আচরণ কখনো কখনো ক্ষতিগ্রস্তদের আহত করে।
- ত্রাণ সামগ্রী লুণ্ঠন হওয়ার সম্ভবনা থাকে।
- কখনও কখনও ত্রাণকর্মীরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।
- কোন কোন ক্ষেত্রে যৌন হয়রানির সম্ভাবনা থাকে।
- ত্রাণ বিতরণে শৃঙ্খলার অভাব থাকে।
- রাজনৈতিক প্রভাব কাজ করে।
- প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রভাব।

**ত্রাণ বিতরণের সমস্যা সমাধানে করণীয়**

- উপকারভোগী নির্বাচনে ক্রাইটেরিয়া নির্ধারণ
- উপকারভোগী নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা
- ত্রাণ সামগ্রী এবং পরিমাণ সম্পর্কে জনগণকে অবগত করা
- চাহিদা যাচাইয়ের ভিত্তিতে ত্রাণ বিতরণ
- নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রয়োজনগুলো বিবেচনায় আনা
- ক্ষতিগ্রস্তদের সংখ্যা অনুযায়ী ত্রাণের পরিমাণ নির্ধারণ করা
- ত্রাণকর্মীদের কার্যক্রম মনিটরিং
- অভিযোগ জানা এবং অভিযোগে সাড়া দেয়া
- জনগণের সঙ্গে আলোচনা করে ত্রাণ বিতরণের স্থান নির্ধারণ
- ত্রাণ বিতরণের দিন তারিখ ও সময় উপকারভোগীদের সঠিকভাবে জানানো
- ত্রাণ বিতরণে শৃঙ্খলা বজায় রাখার লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া
- ত্রাণ বিতরণের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি
- পর্যাপ্ত স্বেচ্ছাসেবক নির্ধারণ ও সম্পৃক্তকরণ
- ইউনিয়ন পরিষদ, অন্যান্য এনজিও এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ত্রাণ বিতরণ সম্পর্কে অবগত করা

- ত্রাণকর্মীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা

ধাপ: ৯
সেশনের শিখন যাচাইয়ের জন্য নিচের প্রশ্নগুলো অংশগ্রহণকারীদের করুন।
- জরুরি সাড়াদান কি?
- জরুরি সাড়াদান কার্যক্রমগুলো কি কি?
- জরুরি চাহিদা নিরূপন কেন করা হয়?
- প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য কি?
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের সমস্যাগুলো কি কি?

## অধিবেশন ১০ ঃ দুর্যোগে জরুরি সাড়া প্রদান - আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা ও পূণর্বাসন/পুনরুদ্ধার কার্যক্রম

এই পর্যায়ে দুর্যোগে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে জানুন এবং নিচের তথ্য অনুযায়ী এ বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের ধারণাগুলোকে আরো স্বচ্ছ করুন।

**দুর্যোগ চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহারের সমস্যা**

- জরুরি সময়ে আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি খুঁজে পাওয়া যায় না।
- জায়গার তুলনায় অধিক সংখ্যক আশ্রয়গ্রহণকারীর অবস্থান।
- বিশৃঙ্খল পরিবেশ।
- পর্যাপ্ত আলো বাতাসের অভাব।
- নিরাপদ পানি ও শুকনা খাবারের অভাব।
- নিরাপত্তার অভাব।
- স্থানীয় প্রভাবশালী কর্তৃক অতিরিক্ত স্থান দখলের প্রবণতা।
- পর্যাপ্ত শৌচাগারের অভাব।
- শৌচাগারগুলো ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়া।
- কিশোরীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তার অভাব।
- প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা না থাকা।
- শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা না থাকা।
- গবাদি পশুপাখির জন্য পৃথক ব্যবস্থা না থাকা।
- আবহাওয়ার সর্বশেষ পরিস্থিতি জানার সুযোগের অভাব।
- বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অতিরিক্ত জিনিসপত্র নিয়ে আসার প্রবণতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত সংযোগ সড়ক না থাকা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সচেতনতার অভাব।

**আশ্রয়কেন্দ্রের সমস্যা সমাধানে করণীয়**

দুর্যোগের আগে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় করণীয়

- কমিটি গঠন
- আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- তহবিল গঠন
- আশ্রয়কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ

- সতর্ক সংকেত প্রচারকারী দল গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন
- উদ্ধার ও স্থানান্তরকারী দল গঠন ও দক্ষতা উন্নয়ন
- স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসাকারী দল গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধি
- সম্ভাব্য আশ্রয়গ্রহণকারী পরিবারসমূহের তালিকা প্রস্তুত করা
- সর্বাপেক্ষা ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী (নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধী) চিহ্নিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে আসার সংযোগ সড়কসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ
- আশ্রয়কেন্দ্রের চাবি সংরক্ষণ
- ইউনিয়ন ও উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সঙ্গে সমন্বয় সাধন
- জরুরি সাড়া প্রদান পরিকল্পনা উন্নয়ন
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি।

**দুর্যোগ চলাকালে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় করণীয়**

- জরুরি সভা আয়োজন
- দুর্যোগ সংকেত প্রচার
- উদ্ধার ও স্থানান্তর
- আশ্রয়কেন্দ্রে গমনে এবং অবস্থানকালে নারী, শিশু, বয়স্ক ও প্রতিবন্ধীদের অগ্রাধিকার
- তালিকাভূক্ত প্রতিটি পরিবারের উপস্থিতি যাচাই
- নিরাপত্তা বিধান
- শুকনা খাবার, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিতকরণ
- স্বাস্থ্যসেবা ও প্রাথমিক চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ
- আশ্রয়কেন্দ্রে শৃঙ্খলা রক্ষা।

**দুর্যোগের পরে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় করণীয়**

- আশ্রয়গ্রহণকারীরা বিদায় নেয়ার পর আশ্রয়কেন্দ্রকে পুনরায় ব্যবহারের জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা।
- দুর্যোগের পরে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে আসে তখন আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা আয়োজন করা।
- সভায় সব সদস্যের উপস্থিতিতে বিগত দুর্যোগে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনা কমিটি কার্যক্রম মূল্যায়ন করা।
- মূল্যায়নের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনার সীমাবদ্ধতাগুলোকে চিহ্নিত করা।

- নারী বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা, যেমন
  -নারীদের জন্য আলাদা / নিরাপদ থাকার ব্যবস্থা রাখা
  -আলাদা টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা
  -রাতের বেলা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখা
  -তাৎক্ষনিক খাবারের ব্যবস্থার পাশাপাশি নারী ও কিশোরীদের জন্য হাইজিন উপকরণের ব্যবস্থা রাখা
  -গর্ভবতী ও বয়স্ক নারীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা
  -নারীদের বিষয়গুলোকে গুরুত্বদিয়ে আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবস্থাপনায় আলাদা কমিটি করাযেতে পারে যারা সকল বিষয় বাসেবা নিশ্চিতে কাজ করবে
  -আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকলকে অর্ন্তভূক্ত করে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা
  -যে কোন অভিযোগ গ্রহন ও সমাধানের ব্যবস্থা রাখা ও সেগুলো নথিভূক্ত করার ব্যবস্থা রাখা
  -রেফারেল সেবার ব্যবস্থা রাখা

**অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়ে সেশনের কার্যক্রম সমাপ্ত করুন।**

Annex- III: Volunteer Management Guideline

National Resilience Programme

## ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম
## দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর অংশ

# স্বেচ্ছাসেবক কার্যক্রম পরিচালনা সহায়িকা

## বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও পাইলটিং প্রকল্প

**কেয়ার বাংলাদেশ**

**স্বেচ্ছাসেবা কেন ঃ**

স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্ম নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে স্থিতিস্থাপকতা তৈরি করে, নিজেদের জ্ঞানের উন্নতি এবং নিজের সম্প্রদায় ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার বোধ তৈরি করে। স্বেচ্ছাসেবক হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রের দক্ষতা নির্মাতা এবং এটা নিজেদের অভিজ্ঞতাকেও উন্নত করে। এছাড়াও স্বেচ্ছাসেবা -

- চাপ, রাগ এবং উদ্বেগের প্রভাবগুলিকে প্রতিহত করতে সহায়তা করে
- এনে আনন্দ ও প্রশান্তি বাড়ায়
- আত্মবিশ্বাস ও আত্মপোলব্ধি তৈরি করে
- শারিরীকভাবে সুস্থ থাকতে সহায়তা করে
- নতুন বন্ধু ও নতুন জগত তৈরি করে
- সামাজিক সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটায়

UKaid from the British people

Sida SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY

care

UNDP Empowered lives. Resilient nations.

**ভূমিকা ঃ**

বাংলাদেশের বন্যা উপদ্রুত ২৮ টি জেলার বন্যা পরিস্থিতি উন্নয়ন ও সার্বিক ব্যবস্থা উন্নতিকরনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের আওতায় বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচির জন্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়ন (এফপিপি) শীর্ষক পাইলটিং প্রকল্প গ্রহন করে। প্রকল্পটির উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে কুড়িগ্রাম ও জামালপুর জেলায় ১৮০০ স্বেচ্ছাসেবক গঠন এবং সক্ষমতা উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। যে সকল নিয়ামক ও নিয়মাবলীর ভিত্তিতে এই স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও পরিচালিত হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল;

**লক্ষ্য ঃ**

বন্যাপ্রবণ এলাকার জনসাধারনের বন্যা মোকাবিলায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, কার্যকর উপায়ে বন্যা পূর্বাভাস প্রাপ্তির মাধ্যমে জীবিকায়ন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি হ্রাস করা।

**উদ্দেশ্য ঃ**

- বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কবার্তা নিরবচ্ছিন্নভাবে জনসাধারনের কাছে পৌঁছে দেয়া
- বন্যায় জীবিকায়ন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি এবং প্রাণহানি হ্রাস করা
- বন্যাকালীন জরুরী সাঁড়া প্রদানে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা
- বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থদের আশ্রয়, প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান, অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে সহায়তা করা
- বন্যা প্রস্তুতি কার্যক্রম শক্তিশালী ও এর নিয়মিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা
- সমাজকল্যান ও মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা, অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি ও আত্মত্যাগী মনোভাব সৃষ্টি করা
- বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী এর স্বেচ্ছাসেবকদের বিষয়ভিত্তিক দক্ষতা বৃদ্ধি করা

**স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন আহবায়ক কমিটি ও এর সাধারন নিয়মাবলী ঃ**

০১. স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ও নিয়োগদানের জন্য ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি আহবায়ক কমিটি গঠন করিতে হইবে। আহবায়ক কমিটি গঠন করা হবে ওয়ার্ড ভিত্তিক।
০২. আহবায়ক কমিটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ০১ (এক) জন, নির্বাচিত নারী ওয়ার্ড সদস্য ০১ (এক) জন এবং ০১ (এক) জন সর্বজন স্বীকৃত ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত হইবে।
০৩. এই কমিটির মেয়াদকাল হইবে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস; উল্লেখিত সময়ের মধ্যে আহবায়ক কমিটি পূর্ণাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক দল নির্বাচন ও ঘোষনা করবেন।
০৪. আহবায়ক কমিটির কোন সদস্য পূর্ণাঙ্গ স্বেচ্ছাসেবক দলে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবে না।
০৫. ওয়ার্ড পর্যায় থেকে নির্বাচিত চূড়ান্ত স্বেচ্ছাসেবক তালিকা ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে অনুমোদন করানো।
০৬. নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পাদন, স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রস্তুতকরণ ও চুড়ান্তকরণে "কেয়ার বাংলাদেশ" কর্তৃক নিয়োজিত নির্ধারিত স্ব স্ব কর্ম এলাকার প্রতিনিধি এর সহায়ক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবেন।

**ধারা-০১ ঃ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মানদন্ডসমুহ**

০১. বাংলাদেশের নাগরিক এবং স্ব স্ব ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা হইতে হইবে।
০২. বয়সসীমা ১৮ থেকে তদুর্ধো
০৩. নুন্যতম ৮ম (অষ্টম) শ্রেনী পর্যন্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকিতে হইবে।
০৪. কোন প্ররোচনা ব্যতিরেকে সেবামূলক কাজে আগ্রহী হইতে হইবে।
০৫. স্বেচ্ছাসেবী পরিষেবা করার জন্য স্বদিচ্ছা, সময় এবং সুযোগ থাকিতে হইবে।
০৬. আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হইতে হইবে।
০৭. প্রাপ্ত দায়িত্বে নিষ্ঠাবান ও সৎ থাকিতে হইবে।
০৮. সামাজিকভাবে অভিযোগমুক্ত হইতে হইবে।
০৯. স্থানীয় সর্বসাধারন / সংখ্যাগরিষ্ঠের কাছে গ্রহণযোগ্য হইতে হইবে।
১০. বলিষ্ঠ ও স্পষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিকারী হইতে হইবে।

**বিশেষ বিবেচনা / অগ্রাধিকারঃ**

০১. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কমপক্ষে ৪০% নারী অর্ন্তভূক্তি
০২. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্তি
০৩. সেচ্ছাসেবক হিসেবে মোট সংখ্যার ৩৩% বর্তমান স্বেচ্ছাসেবকদের (স্কাউটস, গার্লস গাইড, অন্যান্য সংস্থার স্বেচ্ছাসেবক) অর্ন্তভূক্তি
০৪. স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে ক্ষুদ্র ও নৃ-গোষ্ঠীর (যদি থাকে) অর্ন্তভূক্তি

**ধারা-০২ ঃ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিবেচিত না হওয়ার মানদন্ডসমুহ**

০১. সরকারী চাকুরিজীবি স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন না।
০২. বদলীযোগ্য কোন আধা-সরকারী, বেসরকারী এবং স্বায়ত্বঃশাসিত প্রতিষ্ঠানের চাকুরিজীবিও স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন না।
০৩. আইনের দ্বারা সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা চলমান কোন মামলার আসামী স্বেচ্ছাসেবক হইতে পারিবেন না।

**ধারা-০৩ ঃ স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন প্রক্রিয়া**

০১. নির্ধারিত আবেদন ফরমে আবেদন করিতে হইবে।
০২. অন্তর্ভুক্তিকালীন সময়ে নির্বাচনী যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করিতে হইবে।
০৩. নির্বাচনী যাচাই বাছাই প্রক্রিয়ার ফলাফলের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন আহবায়ক কমিটির সর্বোসম্মত মতামতের প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবক অন্তর্ভুক্ত করা হইবে।
০৪. চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষানবিশ স্বেচ্ছাসেবকগনের তালিকা আহবায়ক কমিটির অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ বোর্ডে এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হইবে।
০৫. চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত শিক্ষানবিশ স্বেচ্ছাসেবকগন উপযুক্ততা যাচাইয়ের জন্য ০৩ (তিন) মাস কাল নিবিড় পর্যবেক্ষণের আওতায় থাকিবে। ০৩ (তিন) মাস পর, ওয়ার্ড ডিএমসি- এর সভায় অনুমোদনক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নোটিশ বোর্ডে এবং ইউনিয়ন পরিষদের ওয়েব পোর্টালে চুড়ান্ত স্বেচ্ছাসেবক তালিকা প্রকাশ করা হইবে।

**ধারা-০৪ ঃ স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট সংগঠন**

০১. স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট গঠনের ক্ষেত্রে "ওয়ার্ড"-কে বিবেচনা করা হবে।
০২. একটি স্বেচ্ছাসেবক ইউনিট ০৮ (আট) জন সদস্য বিশিষ্ট হইবে; উহার মধ্যে কমপক্ষে ৪০% নারী সদস্য থাকিবে।
০৩. ওয়ার্ড পর্যায়ে সকল সদস্যের নির্বাচনের মাধ্যমে একজন টিম লিডার এবং একজন ডেপুটি টিম লিডার নির্বাচিত হবেন। ইউনিয়ন পর্যায়ে সকল নির্বাচিত ওয়ার্ড পর্যায়ের টিম লিডার ও ডেপুটি টিম লিডারের নির্বাচনের মাধ্যমে একজন ইউনিয়ন টিম লিডার এবং একজন ইউনিয়ন ডেপুটি টিম লিডার নির্বাচিত হবেন। সকল পর্যায়ে ডেপুটি টিম লিডার, টিম লিডারের অনুপস্থিতিতে টিমের কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত হইবে।
০৪. একটি ইউনিয়নের ০৯ টি ওয়ার্ড থেকে মোট ৭২ জন স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচিত হবেন। প্রতিটি ইউনিয়নে স্বেচ্ছাসেবকদের ০৫ (পাঁচ) টি সাব-গ্রুপ বা উপ-দল গঠন করা হইবে; যা নিম্নরূপ ঃ

| | | |
|---|---|---|
| অ. | পূর্বাভাস ভিত্তিক আগাম সতর্কতা উপ-দল | - ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ ঃ নাঃ ৪) |
| ই. | সন্ধান ও উদ্ধার এবং আশ্রয় ব্যবস্থাপনা উপ-দল | - ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ ঃ নাঃ ৪) |
| ঈ. | প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনো-সামাজিক সেবা উপ-দল | - ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ ঃ নাঃ ৪) |
| উ. | ত্রাণ ও প্রাথমিক পুনরুদ্ধার ব্যবস্থাপনা উপ-দল | - ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ ঃ নাঃ ৪) |
| ঊ. | জন-সচেতনতা উপ-কমিটি | - ৯ জন নির্বাচিত সদস্য (পুঃ ৫ ঃ নাঃ ৪) |

বাস্তবতার ভিত্তিতে উপ-দল সমূহে নারী ও পুরুষের সংখ্যা কম-বেশী হতে পারে।

প্রতিটি উপ-দল সদস্যরা ফোকাল হিসেকে দায়িত্ব পালন করবেন এবং দায়িত্ব পালনে প্রয়োজনানুযায়ী অন্যান্য সকল স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতা গ্রহন করবেন এবং কাজে অর্ন্তভূক্ত করবেন।

**ধারা-০৫ ঃ স্বেচ্ছাসেবকদের কার্যক্রম**

০১. ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষত বন্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সহযোগিতা করা;
০২. বন্যা পূর্ববর্তী সময়ে কমিউনিটি মিটিং, অনুশীলন (মক-ড্রিল), সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;
০৩. বন্যা পূর্বাভাস ও তথ্য স্থানীয় জনসাধারণের বোধগম্য মাধ্যমে মধ্যে প্রচার করা;
০৪. বন্যাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বা সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্হ জনসাধারণকে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বা তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা;
০৫. ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণকে প্রাথমিক চিকিৎসা ও মনো-সামাজিক সহযোগিতা প্রদান;
০৬. বন্যাকালীন খোঁজ ও উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনা করা;
০৭. বন্যাকালীন জরুরী সাড়া প্রদান ও পরবর্তীতে পুনরুদ্ধার কাজে সহযোগিতা;
০৮. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরূপণ ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা করা
**০৯.** নিয়মিত সভা, কার্যক্রম ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং ওয়ার্ড ও ইউনয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট দাখিল করা

**ধারা-০৬ ঃ সভা**

০১. প্রতিটি উপ-কমিটি প্রতি দুই মাস অন্তর একটি সাধারন সভা আয়োজন করবে।
০২. সাধারন পরিস্থিতিতে সভা আয়োজনের ০৩ (তিন) কর্মদিবস পূর্বে সভার নোটিশ জারি করতে হবে। জরুরী অবস্থায় সর্বনিম্ন ০১ (এক) ঘন্টার নোটিশে সভা আয়োজন করা যাবে।
০৩. সভার প্রতিবেদন প্রেরনের ক্ষেত্রে- (ক) সাধারন সভা ৭২ (বাহাত্তর) ঘন্টা এবং (খ) জরুরী সভা ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সকল সদস্যদের কাছে প্রেরণ করতে হবে।
০৪. নির্বাচিত টিম লিডার এবং ডেপুটি টিম লিডারগন প্রতি ০২ (দুই) মাস অন্তর সাধারন সভা আয়োজন করবে। ইউনিয়ন ডিএমসি-এর নিয়মিত সভায় ইউনিয়ন টিম লিডার প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং সামগ্রিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করবেন।

**ধারা-০৭ ঃ কোরাম পদ্ধতি**

০১. প্রতিটি সাধারন সভা দুই-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতে আয়োজিত হইবে।
০২. প্রতিটি জরুরী সভা এক-তৃতীয়াংশের উপস্থিতিতেও আয়োজিত হইবে।

**ধারা-০৮ ঃ টিম লিডার ও ডেপুটি টিম লিডারদের কার্যকাল**

০১. সকল পর্যায়ে নির্বাচিত টিম লিডার ও ডেপুটি টিম লিডারদের কার্যকাল হইবে ০৩ (তিন) বৎসর।
০২. ০৩ (তিন) বৎসর কার্যকাল শেষ হইবার পর নির্বাচনের মাধ্যমে টিম লিডার ও ডেপুটি টিম লিডার নির্বাচিত হইবেন।
০৩. ০৩ (তিন) বৎসর কার্যকাল শেষ হইবার পর অনধিক ৩০ (ত্রিশ) কর্মদিবসের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন কমিটি গঠিত হইবে যাহা ইউনিয়ন পর্যায়ে মেয়াদকালের শেষ সাধারন সভায় নির্বাচিত করা হইবে।

**ধারা-০৯ ঃ সদস্যপদ বাতিল এবং প্রতিস্থাপন**

০১. স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলে।
০২. নোটিশ পাওয়া স্বত্তেও পর পর ০৩ (তিন) টি সাধারন সভায় উপস্থিত না থাকলে।
০৩. দূর্যোগকালীন সময়ে নিয়োজিত দায়িত্বে অপারগতা, অনীহা বা অবহেলা করলে।
০৪. পর পর ০৩ (তিন) টি মূল্যায়নে অকৃতকার্য, অংশগ্রহনে অসম্মতি বা অনুপস্থিত থাকলে।
০৫. কর্তৃপক্ষের বিনা অনুমতিতে বা দৃষ্টি আকর্ষনে ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিককাল স্ব স্ব এলাকায় অনুপস্থিত থাকলে।
০৬. কর্মসূচীর পরিপন্থি ও ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কোন কাজ করলে।
০৭. সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য উপযুক্ত কারন উল্লেখপূর্বক অনাস্থা প্রদান করত এবং আনীত অভিযোগ প্রমানিত হইলে।
০৮. যে কোন অসামাজিক কাজে বা রাষ্ট্রদ্রোহীতামূলক কাজের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অভিযোগ প্রমানিত হইলে।

**ধারা-১০ ঃ স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়ন**

- স্বেচ্ছাসেবকদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রয়োজন বিশ্লেষণ করা
- স্বেচ্ছাসেবকদের দায়-দায়িত্ব ও কার্যক্রমের সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা

- প্রকল্পের মাধ্যমে "বন্যা পূর্বাভাস" "খোঁজ ও উদ্ধার", "প্রাথমিক চিকিৎসা" এবং "মনো-সামাজিক সেবা" বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা
- বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন করা

**ধারা-১১ ঃ সমন্বয়**

প্রতিটি ইউনিয়নের স্বেচ্ছাসেবকগন তাদের দায়-দায়িত্বসমূহ কার্যকরভাবে পালনের নিমিত্তে নিম্নোক্ত উপায়ে সমন্বয় সাধন করবেনঃ

- ওয়ার্ড পর্যায়ের স্বেচ্ছাবেকগণ সরাসরি ওয়ার্ড টিম লিডার এর সাথে সমন্বয় করে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ওয়ার্ড টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ইউনিয়ন টিম লিডার ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।
- ওয়ার্ড টিম লিডার সরাসরি ইউনিয়ন টিম লিডার ও ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ইউনিয়ন টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ইউনয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।
- ইউনিয়ন টিম লিডার ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইউনিয়ন পরিষদ ও ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের সাথে সরাসরি সমন্বয় করে কাজ করবেন; তবে যে কোন জরুরী অবস্থায় বা প্রয়োজনে বা ওয়ার্ড টিম লিডার এর অনুপস্থিতিতে সরাসরি ওয়ার্ড দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কাজ করতে পারবেন।

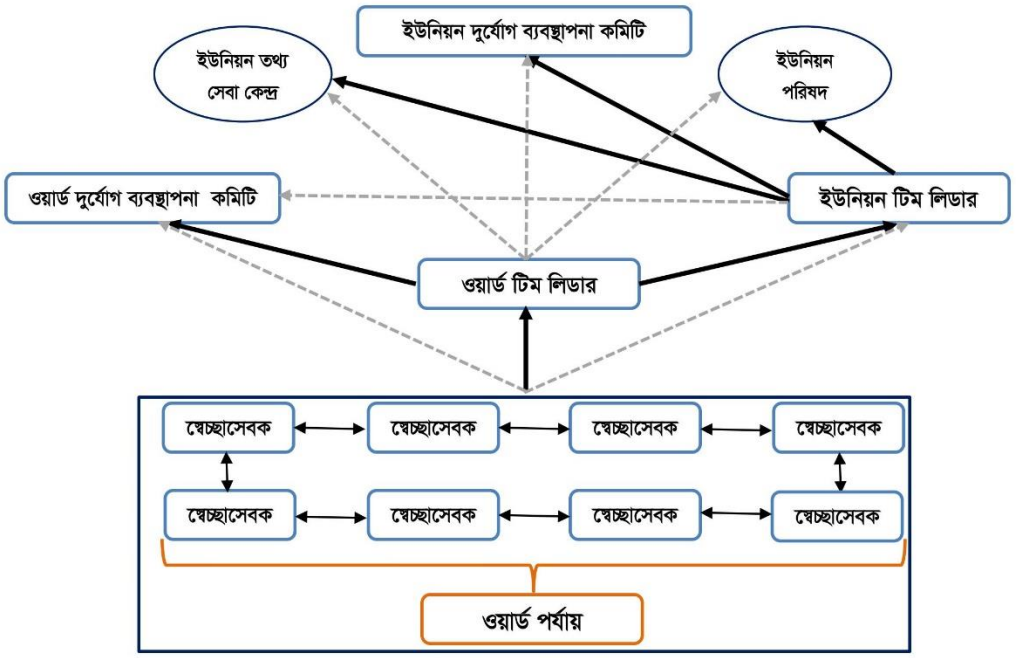


*স্বেচ্ছাসেবকদের সমন্বয় ছক*

পরোক্ত বিধি / ধারাসমূহের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন, বিয়োজন, সংরক্ষণ, আংশিক বা সম্পুর্ণ বাতিলকরণের অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।

# ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম
# কেয়ার বাংলাদেশ
## বন্যা প্রস্তুতি কর্মসূচী সম্প্রসারণ ও পাইলটিং প্রকল্প
## স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন ফরম

আবেদনকারীর পাসপোর্ট সাইজ ছবি

ফরম নং -

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| জেলা | জামালপুর | কুড়িগ্রাম | উপজেলা | | ইউনিয়ন | | |
| ওয়ার্ড | | গ্রাম/পাড়া | | জিপিএস | Longitude | Latitude | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| আবেদনকারীর নাম | বাংলায় | | | | প্রচলিত/ডাক নাম (যদি থাকে) |
| | ইংরেজীতে | | | | |
| পিতার নাম | | | মাতার নাম | | |
| মোবাইল নং | | | ই-মেইল (যদি থাকে) | | |
| জন্ম তারিখ | | জাতীয় পরিচয়পত্র নং | | | |
| শিক্ষাগত যোগ্যতা | | ধর্ম | | বৈবাহিক অবস্থা | |
| লিঙ্গ | | প্রতিবন্ধিতা | | থাকলে, তার ধরণ | রক্তের গ্রুপ |
| ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী | | সনাক্তকরণ চিহ্ন (যদি থাকে) | | | |

| বিবেচ্য বিষয়সমূহ (হ্যাঁ / না এর জন্য প্রযোজ্য ঘরে টিক দিন এবং অতিরিক্ত তথ্য মন্তব্যের ঘরে লিখুন) | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ক্রঃ নং | বিবেচ্য | হ্যাঁ | না | মন্তব্য |
| ০১ | মানুষের সেবা করার প্রতি আন্তরিক প্রতিশ্রুতি ও মনোভাব রয়েছে | | | |
| ০২ | আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী | | | |
| ০৩ | পড়া ও লেখার ক্ষমতা রয়েছে | | | |
| ০৪ | স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করার ইচ্ছা, সময় ও সুযোগ রয়েছে | | | |
| ০৫ | বর্তমানে কোথাও স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছেন | | | |
| ০৬ | এলাকায় সুনাম ও গ্রহনযোগ্যতা রয়েছে | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| আবেদনকারীর স্বাক্ষর / টিপসই | | তারিখ | |

| স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন কমিটির সামগ্রিক মন্তব্যঃ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নির্বাচন করা যায় কি না | হ্যাঁ | না | অপেক্ষমান রাখা যায় কি না | হ্যাঁ | না |

| | | |
|---|---|---|
| স্বাক্ষর ও তারিখ | স্বাক্ষর ও তারিখ | স্বাক্ষর ও তারিখ |
| কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেশন অফিসার, কেয়ার | ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর, কেয়ার | আহবায়ক, স্বেচ্ছাসেবক নির্বাচন কমিটি |